



ব্যতিক্রমী প্রার্থী দিবাকর
সেন পৃষ্ঠা ১৭



Prothom Alo North America

7 December 2023, Thursday, 7th Year, Issue 351, 40 Pages



কংগ্রেসের সদস্য
পদ হারালেন জর্জ
সান্তোস পৃষ্ঠা ৩০

৭ ডিসেম্বর ২০২৩, ২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ২৩ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৫১, পৃষ্ঠা: ৪০

ট্রাম্পের হাতেই মুক্তি পাবে আমেরিকার গণতন্ত্র?

যুক্তরাষ্ট্র: নির্বাচন ২০২৪

মধ্যপন্থি এবং রক্ষণশীলরা বলছেন, দ্বিতীয় দফা নির্বাচিত হয়ে ট্রাম্প তাঁর আগের রেকর্ড অতিক্রম করবেন।



ডোনাল্ড ট্রাম্প

ইব্রাহীম চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের আগামী জাতীয় নির্বাচন ক্রমশই আকার ধারণ করছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পুনরায় নির্বাচিত হয়ে আসার সম্ভাবনা নিয়ে এখন আর আলোচনা হচ্ছে না। আলোচনা হচ্ছে, তাঁর এ দ্বিতীয় দফায় আমেরিকা কোন দিকে যাবে?

মার্কিন মধ্যপন্থি এবং রক্ষণশীলরা এখন প্রকাশ্যেই বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র স্বৈরতন্ত্রের এক নতুন যুগে প্রবেশ করছে। দ্বিতীয় দফা নির্বাচিত হয়ে ট্রাম্প তাঁর আগের রেকর্ড অতিক্রম করবেন।

স্বেচ্ছাচারিতার নতুন নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। অবশ্যম্ভাবী এ নিকট বাস্তবতাকে মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিয়েই এখন আলোচনা চলছে আমেরিকার রাজনৈতিক মহলে। বহু প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সাধ্য অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করলেও বয়স ও সময় তাঁর বিপক্ষে চলে গেছে। ইউক্রেন যুদ্ধের পর ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরাইলের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪



মিগজাউম

ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের প্রভাবে চলতে থাকা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে ভেসে গেছে ঢাকা টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা। মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ডের খেলা শুরু কোন আভাসই মিলছে না। ছবি: সংগৃহীত



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ক্ষমতাস্বতন্ত্র নারীর তালিকায় শেখ হাসিনা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের সাময়িকী ‘ফোরবস’ চলতি বছর বিশ্বের ১০০ ক্ষমতাস্বতন্ত্র নারীর যে তালিকা করেছে, তাতে স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি এ তালিকায় ৪৬তম স্থানে রয়েছেন। গত মঙ্গলবার এই তালিকা প্রকাশ করেছে ফোরবস।

এরপর পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ৫

কেমন হবে এ নির্বাচন?

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন

আ.লীগ ও ক্ষমতাসীনদের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা গরম হাওয়া বইয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু তাদের শরিকরা এখনো অন্ধকারে।

বিশেষ প্রতিনিধি

বিএনপি নির্বাচনে না আসলেও আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কেমন হবে এ নির্বাচন? গণতন্ত্রের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এ নির্বাচন? অনেকে মনে করে নিজেরা নির্বাচন মিলে মিশে স্রেফ নাটকের নির্বাচন করছে আওয়ামী লীগ সরকার। কারণ এ নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী সবাই আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক চাইছে নতুবা সমঝোতা করে নৌকা বিহীন খালি মাঠে গোল দিতে চাইছে। এ কারণে তফসিল ঘোষণার পর এখনো আওয়ামী লীগের সাথে ভূগমূল, বিএনএ, জাতীয় পার্টি এবং ১৪ দলে এখনো দরকষাকষি

- জোটবদ্ধ নির্বাচনে অংশ নিতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বহুমুখী উদ্যোগ চলছে।
- জাপা ৩৬টি আসন ছাড় দেওয়ার আলোচনা ও জোটসঙ্গী ১৪ দলকে ৬টি আসন দেওয়া হতে পারে।

করছে। মনে করা হচ্ছে আসন ভাগাভাগির এ দৌড় খাপ আগামী ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। কারণ মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন হচ্ছে আগামী ১৭ ডিসেম্বর। নাটকের প্রথম পর্ব সে দিন শেষ হবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। তবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদ ওবায়দুল কাদের বুধবার সাংবাদিকদের বলেছেন, “নির্বাচন বেশ প্রতিযোগিতামূলক হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আসন (গোপাল গঞ্জ-৩) আসনে তাঁর সাথে চার জন প্রতিযোগিতা করছেন। আমার আসনে চার জন

প্রতিযোগী রয়েছে। তাছাড়া সংবিধান রক্ষার জন্যতো নির্বাচন করতে হবে”।

গত ২৮ অক্টোবরের পর থেকে দেশে টানা অবরোধ বা হরতাল চলছে। এটি কবে শেষ হবে তা কেউ জানে না। দেশে বিদেশে নির্বাচন নিয়ে নানা কথা উঠছে। বিএনপির নেতাকর্মী সবাই জেলে। বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর ছট করে জেল থেকে বের হয়ে নৌকা প্রতীক নিয়ে জালকাঠী থেকে নির্বাচন করছেন। শাহজাহান ওমর হচ্ছেন এবারের নির্বাচনের চমক।

আসলে বিরোধী দল কারা হবে
জোটবদ্ধ নির্বাচনে অংশ নিতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বহুমুখী উদ্যোগ চলছে। বিশেষ করে দীর্ঘদিনের শরিক ১৪ দলকে নিয়ে নির্বাচনি লড়াইয়ে নামতে চায় ক্ষমতাসীনরা। এর বাইরে দুই বারের বিরোধী দল জাতীয় পার্টি, একাধিক রাজনৈতিক দল, ধর্মভিত্তিক ইসলামি দল এবং জোটকেও সঙ্গী করতে চায় তারা। এক্ষেত্রে কোথাও প্রকাশ্যে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

বিরোধীদের আন্দোলন কাছাকাছি হতে চাইছে বিএনপি- জামায়াত

ঢাকা অফিস

দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বিএনপি শক্তভাবে মাঠে চায় সাবেক শরিক জামায়াতে ইসলামীকে। প্রয়োজনে দলটিকে রেখে বিরোধী দলগুলোর জোট পুনর্গঠনেও রাজি বিএনপি নেতাদের অনেকে। জামায়াতের দিক থেকেও আগ্রহ আছে। এ নিয়ে ভেতরে-ভেতরে আলোপাও চলছে। অবশ্য এমন উদ্যোগে আপত্তি জানাচ্ছে চলমান আন্দোলনে শরিক হওয়া সমমনা কিছু দল। জামায়াতকে জোটে টানার উদ্যোগের বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় আতঙ্কে উদ্বেগে ব্যবসায়ীরা

নিউজ ডেস্ক

জাতীয় নির্বাচন সামনে, দেশের রাজনীতিতে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ক্রমেই বাড়ছে। নির্বাচন যতই ঘনিষে আসছে, অস্থিরতা ততই বাড়ছে। নির্বাচনী উত্তাপের প্রভাব পড়ছে দেশের অর্থনীতির ওপর। সরকারের তরফে বলা হয়েছে, নির্বাচনের বছর অর্থনীতিতে এক ধরনের চাপ থাকে। নির্বাচনের পর তা কেটে যাবে। কোভিড-পরবর্তী অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ালেও গত বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে সূচিত ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ডামাডোলে সারা বিশ্বের অর্থনীতিই টালমাটাল। বাংলাদেশেও এর আঁচ পড়ছে। এমনতেই নানা সংকটে বেসামাল অর্থনীতি। উপরন্তু, চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতায় অর্থনীতিতে বড় ধরনের ঝুঁকির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিলেপকরা বলেছেন, রাজনীতি ও অর্থনীতি একই সূত্রে গাঁথা হওয়ায় দুটিই সমনতালে চলে। তাই রাজনীতির

এরপর পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ১

দেড় মিলিয়ন ডলারের ভবন কি থাকবে?

বিবাদে স্থবির জালালাবাদ

জালালাবাদ ভবনের ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ওয়াশিংটন ইকুইটি ভবনটি দখলে নেওয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ।

বিশেষ প্রতিনিধি

ভবন ত্রয়কে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিরোধের কারণে প্রবাসে সম্প্রীতি ও ঐক্যের সংগঠন হিসেবে পরিচিত সংগঠন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা স্থবির হয়ে উঠেছে। ভবন ত্রয়ের জের ধরে সংগঠনের গত নির্বাচনে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদককে বহিস্কার করা হয়েছে। হয়েছে পালটা কমিটি। ভবনটিও এখন ফ্লোর ক্লোজারের সম্মুখীন। ঋণের অর্থদাতা সংস্থা বাড়ির দখল নেয়ার নোটিশ প্রদান করেছে। ভবন ত্রয়ে ব্যবহার করা সংগঠনের এবং ব্যক্তিগত তহবিল ফেরত পাওয়া নিয়ে



এখন জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।

গত বছর মহা তোড়জোড়ে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন সভাপতি বদরুল খান এবং সম্পাদক মইনুল ইসলাম। আগের কমিটিতে কোশাধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। ফলে সংগঠনের অ্যাকাউন্ট তার এবং আগের সভাপতি মইনুল হক হেলালের নিয়ন্ত্রণে ছিল। নির্বাচনের পরপরই, নতুন কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের আগেই মইনুল ইসলাম কার্যত একক উদ্যোগেই একটি ভবন ত্রয় করেন। সাড়ে আট লাখ ডলারের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

প্রবাসে সাফল্যের অনন্য উদাহরণ শাকিল

মনজুরুল হক

আমেরিকার বহুজাতিক সমাজে পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সাফল্যের অনন্য উদাহরণ শাকিল আল নোমান। সাধারণ কর্মচারী থেকে রেষ্টুরেন্টের মালিক হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্রমশ বিস্তার ঘটিয়ে উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি জনসমাজের কাছে শাকিল একজন প্রতিষ্ঠিত এবং সফল মানুষের প্রতিভা হয়ে উঠেছেন। বিশাল জনসংখ্যার দেশ বাংলাদেশের বাইরে এখন গড়ে উঠেছে আরেক বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মানুষ জীবিকার তাগিদে মানুষ ছুটছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। স্বপ্নের পেছনে ছুটে চলা এমন একজন



শাকিল আল নোমান

রেমিটেন্স যোদ্ধা হচ্ছেন শাকিল। সিলেটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মায়া ত্যাগ করে ১৯৮৯ পাড়ি জমিয়েছিলেন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এখানে এসে রেষ্টুরেন্টে কাজ করার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। এক পর্যায়ে নিজের পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তায় নিজেই হয়ে যান রেষ্টুরেন্টের মালিক! ১৯৮৯ সালে আমেরিকায় পাড়ি জমানোর পরই শাকিল জীবিকা নির্বাহের জন্য রেষ্টুরায় কাজ নেন। প্রথমদিকে তার বেতন ছিল সপ্তাহে ১০৫ ডলার। জানালেন, এতে তার লেশমাত্র আফসোস ছিল না। কারণ তিনি জানতেন, যা আয় করছেন তা হালাল উপায়েই আয় করছেন। দীর্ঘ ৭/৮ বছর কাজ করার পর শাকিল চিন্তা করলেন, এভাবে তো অনেকদিন হলো

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১



CHISHTI CPA PC
SERVING YOUR BUSINESS SINCE 1999

চিশতী একাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস

Trusted Accounting and Tax Services.

Over 13 years of Accounting and Taxation Experience.

ইনকাম ট্যাক্স আমাদের সেবাসমূহ

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেক্ষ-এম্পলয়েড ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return
- Corporate Tax Return
- Small Businesses Tax Return
- Self-employed (Uber/Lyft/Cab drivers)

একাউন্টিং ও বুককিপিং

- Payroll
- W2s, 1099s
- Financial Statements
- Sales Tax Quarterly and year end filings

আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে



Mohammed K. Chishti, CPA, MBA

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com 73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372



Queens Social Adult
Day Care Center Inc

কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক



কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরনের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগ্যে অসুস্থ এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রাহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- ▶ নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ▶ ফিফটিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ▶ ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- ▶ নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আর, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- ▶ চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ▶ ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- ▶ টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ▶ ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- ▶ সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা
- ▶ শিক্ষা কার্যক্রম
- ▶ কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ▶ গ্রন্থাগার
- ▶ শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম
- ▶ ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ▶ ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- ▶ রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- ▶ পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- ▶ মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- ▶ পিকনিক
- ▶ যাদুঘর ভ্রমণ
- ▶ সমগ্র সৈকতে পার্টি
- ▶ নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- ▶ শান্ত সময়
- ▶ ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- ▶ কেরাম বোর্ড
- ▶ লুডু
- ▶ দাবা
- ▶ ধাধা
- ▶ অধ্যয়ন



For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

LOWEST FARES TO DHAKA

Fares from New York (JFK)
to Dhaka starting as low as

\$749

(including fuel & taxes)

Umrah Stopover

\$125 (each direction)



CALL ONE OF SKY BIRD TRAVEL'S PREFERRED AGENCIES BELOW!

NY-BD Travel Management Inc
(347) 301-1368

Global Tours and Travel Inc
(718) 406-9745

Bangladesh Travel
(718) 854-6278

Fair Sky Travel
(313) 369-2010

SAMIA NY INCORPORATED
(929) 507-7764

Belal Travel Service Inc
(347) 365 8934

Bangla Travel
(917) 396-4140

Probashi Travel
(732) 451- 3969

Skyland Travel
(718) 779-0011

Jesmin Travel
(646) 644-6264

Peace Travel & Tours
(347) 288-7042

Best My Flight
(470) 447-8625

Famous Travels & Tours
(347) 659-8842

Milky Travel
(347) 659-5934

LIMITED SPACE - SEATS SUBJECT TO AVAILABILITY

জ্যামাইকার সার্টিফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি



মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

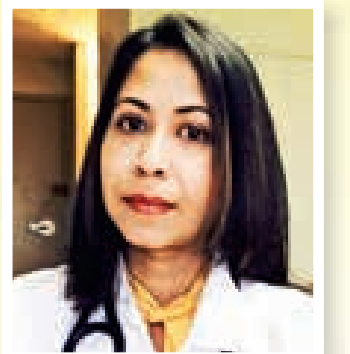
আমাদের সেবাসমূহ

- যন্ত্রসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকোজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
- আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।



আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এডজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত
- SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।



রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehrig Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehigilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

• ইমিগ্রেশন • ব্যাংকিং • ক্রেডিট কার্ড মেটার • ডিভোর্স • সিটিজেনশিপ • চাইল্ড কাস্টডি
• চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার এবং প্রোটেকশন • সব ধরনের জিসা ও ফিন্যান্সি জিসা প্রসেসিং



- > Do you want apply for a green card?
- > Are you having credit card problems?
- > Has your bank account been sealed?
- > Are you being deported?
- > Are you unable to pay your debts?
- > Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সক্ষা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ



আমরা বাংলায় কথা বলি



সুরাইয়া রহমান

যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমদের মাঝে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছেন বাইডেন

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের ছয়টি অঙ্গরাজ্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

২০২০ সালের নির্বাচনে জো বাইডেনের প্রেসিডেন্ট হওয়ার নেপথ্যে। এসব রাজ্যের ভোটারদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মুসলিম ও আরব-আমেরিকান। এবার দৃশ্যপট পালটেছে অনেকটাই, বিশেষতঃ ইসরায়েল-হামাসের চলমান সংঘাতে জো বাইডেনের পক্ষপাতিত্বে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনে শুরু থেকেই ইসরায়েলকে কূটনৈতিকভাবে সমর্থন জানিয়ে আসছেন। ২০২৪ সালেই অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন। এর মাঝেই বাইডেনের এমন ইসরায়েল সমর্থন অবস্থান সমালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে এক হচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিমরা।

সম্প্রতি করা এক জরিপে দেখা গেছে, আরব-আমেরিকান মুসলিমদের মধ্যে জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন বাইডেন। ২০২০ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম তাকে সমর্থন করতেন। কিন্তু বিগত চার বছরের মধ্যেই এতে বড় ধস নেমেছে। এখন মাত্র ১৭ শতাংশ মুসলিম বাইডেনকে সমর্থন করেন।

৩ ডিসেম্বর রোববার বার্তাসংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গাজার ইসরাইলের নৃশংসতায় সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও তার প্রশাসন। তার এ কর্মকাণ্ডের ফলে ক্ষুব্ধ যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিমরা। এই কারণে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে মুসলিমদের এক হওয়ার ডাক দিচ্ছেন নেতারা।

যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমদের নাগরিক অধিকার রক্ষায় কাজ করে কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস (সিএআইআর) নামে একটি সংগঠন। সংগঠনটির মিনেসোটা শাখার পরিচালক জায়লানি হুসেইনকে বাইডেনের বিকল্প নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। এতে তিনি বলেন, আমাদের কাছে অনেক বিকল্প প্রার্থী আছে।

প্রসঙ্গত ২০২৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনে নির্বাচনে লড়বেন বাইডেন। তাই আসন্ন নির্বাচনে বাইডেনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে মুসলিমদের একত্রিত করবেন তারা। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মুসলিমরা কাকে সমর্থন দেবে, সেটি অবশ্য তারা স্পষ্ট না করলেও বাইডেন প্রশাসনের প্রতি তাদের তীব্র ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে।

আওয়ামী লীগের কাছে ২০টি আসন চায় জোট শরিকেরা

ঢাকা অফিস

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ‘সম্মানজনক’ আসন ভাগাভাগি হবে— এমন প্রত্যাশা করেছেন ১৪ দলীয় জোটের অন্যতম শরিক ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু।

মঙ্গলবার বিকেলে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও ১৪ দলীয় জোটের মুখপাত্র এবং সমন্বয়ক আমির হোসেন আমুর ইফ্টাটনের বাসায় বৈঠক শেষে তারা সাংবাদিকদের কাছে এই প্রত্যাশার কথা জানান।

গতকাল সোমবার ১৪ দলীয় জোটের নেতাদের নিয়ে জোট নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সোমবার বৈঠক করেছিলেন। সেখানে জোটের দলগুলোর মধ্যে আসন্ন ভাগাভাগির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে জোটের মুখপাত্র আমির হোসেন আমুকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরপরই আজ মঙ্গলবার বিকেলে জোটের দুই দল ওয়ার্কার্স পার্টি ও জাসদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।

বৈঠক শেষে রাশেদ খান মেনন বলেন, জোটের পক্ষ থেকে একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে, আগের চেয়ে কিছু আসন বেশি চেয়েছে ১৪ দল। তিনি বলেন, জোটের মর্যাদা সম্মান রক্ষা করে যেন আসন্ন ভাগাভাগির বিষয়টি চূড়ান্ত হয়, সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

হাসানুল হক ইনু বলেন, ‘আসন্ন ভাগাভাগি যেন জোটের জন্য সম্মানজনক হয়, সেটাই প্রত্যাশা। আমাদের এখন ১০ জন সংসদ সদস্য আছেন, প্রত্যাশা ২০ জনের।’

জোট শরিকদের জন্য ৪টি আসন ছেড়ে দিতে পারে আওয়ামী লীগজোট শরিকদের জন্য ৪টি আসন ছেড়ে দিতে পারে আওয়ামী লীগ।

জোটের প্রার্থীরা নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করবে জানিয়ে ইনু বলেন, সেখানে জোটের প্রার্থী আসবে, সেখানে আওয়ামী লীগের প্রার্থী উঠে যাবে। জোটের প্রার্থীরা নৌকা মার্কায় নির্বাচন করবে।

আমির হোসেন আমু বলেন, ‘কিছু আসনে আমরা একসঙ্গে নির্বাচন করব। আর কিছু আসনে শরিক দলগুলো নিজেদের মতো নির্বাচন করবে। একসঙ্গে নির্বাচন করা আসনগুলোতে শরিকেরা



রাশেদ খান মেনন হাসানুল হক ইনু

জাতীয় পার্টির সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলের শরিকদের আসন্ন ভাগাভাগির বিষয়টি নির্ধারিত হবে বলে জানান জোটের সমন্বয়ক ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমু।

নৌকা প্রতীক ব্যবহার করবে। বাকি আসনগুলোতে তাদের নিজেদের প্রতীক ব্যবহার করবে।’

নির্বাচন জোটগতভাবে হবে। আগামীকালকাল জাতীয় পার্টির সঙ্গে আলোচনা করবে আওয়ামী লীগ। জাতীয় পার্টির সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলের শরিকদের আসন্ন ভাগাভাগির বিষয়টি নির্ধারিত হবে বলে জানান জোটের সমন্বয়ক ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমু।

তিনি বলেন, আসন্ন বিন্যাস ও প্রার্থী চূড়ান্ত নিয়ে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

১৪ দলের সঙ্গে আসন্ন ভাগাভাগি নিয়ে যা বললেন ওবায়দুল কাদের ১৪ দলের সঙ্গে আসন্ন ভাগাভাগি নিয়ে যা বললেন ওবায়দুল কাদের

আমু বলেন, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধেও আওয়ামী লীগের হেতিওয়েট প্রার্থী আছে। ১৭ তারিখের আগে জোটকে আসন্ন ছাড়ের বিষয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না।

তিনি আরও বলেন, ১৪ দল আদর্শিক জোট। আসন্ন বিন্যাসের ওপর জোটের সম্পর্ক নির্ভর করে না। অন্যান্য দলের মতো ১৪ দল ভাগাভাগির জোট নয়।

জাতীয় পার্টি আসলে কোন পথে

আশিক হোসেন

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এককভাবেই অংশ নেওয়ার ঘোষণা আছে জাতীয় পার্টির। দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা বলছেন, এবার আর আগের মতো জোটবদ্ধ নির্বাচনে যাবেন না তারা।

অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, জাতীয় পার্টির সঙ্গে কৌশলগত জোটের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। বিষয়টি চূড়ান্ত করতে আগামী বুধবার জাতীয় পার্টি নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসছে আওয়ামী লীগ।

নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় পার্টি আগেই ঘোষণা দিয়েছিল, এবার ৩০০ আসনেই দলটি প্রার্থী দেবে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের তথ্যে দেখা যাচ্ছে, এবার জাতীয় পার্টি প্রার্থী ঘোষণা করেছে ২৮৮টি আসনে। এর মধ্যে সাতজন নির্ধারিত সময়ে মনোনয়ন দাখিলে ব্যর্থ হন। এর বাইরে নানা কারণে নয়জনের প্রার্থিতা বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন। ফলে ভোটের মাঠে দলটির ২৭২ জন প্রার্থীর দেখা মিলবে।

জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু মঙ্গলবার দলটির বনানী কার্যালয়ে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, আসন্ন নির্বাচনে কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিত হতে পারলে আওয়ামী লীগ কোনো ফাস্টার হবে না। চুন্নু বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের আশ্বাসে ভোটের এসেছে জাতীয় পার্টি। কমিশনের ওপর আস্থা রাখা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই।’

তবে মঙ্গলবার তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ জানান, জাতীয় পার্টির সঙ্গে কৌশলগত জোট করার সম্ভাবনা আছে আওয়ামী লীগের। তিনি বলেন, ‘জাতীয় পার্টি প্রায় ৩০০ আসনে মনোনয়ন দিয়েছে। তারা যেভাবে নির্বাচন যুদ্ধে নেমেছে, সে জন্য তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। জাতীয় পার্টির সাথে ২০০৮ সালে আমরা জোটগতভাবে মহাজোট গঠন করেছিলাম, গতবারও তারা আমাদের সাথে ছিল, এবারও সেটি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।’

এদিকে একই দিন কেন্দ্রীয় ১৪ দলের সমন্বয়ক ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য আমির হোসেন আমু সাংবাদিকদের জানান, আগামী বুধবার কৌশলগত জোট নিয়ে জাতীয় পার্টির সঙ্গে বৈঠকে বসবে আওয়ামী লীগ।

এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছে—জাতীয়



বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের বর্জনের মধ্য দিয়ে ২০১৪ সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ছেড়ে দেওয়া আসনে ভোট করে জাতীয় পার্টি। নির্বাচনের পর সংসদে প্রধান বিরোধী দল হিসেবেও মর্যাদা পায় দলটি। বিরোধী দলে থাকলেও দলটির বেশ কয়েকজন নেতা সেই সরকারে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন।

পার্টি আসলে কোন পথে হটছে? অবশ্য সমঝোতার মাধ্যমে কিছু আসনে সুবিধা নেওয়ার বিষয়টি উড়িয়ে দেন জাতীয় পার্টির নেতারা।

গত সোমবার মুজিবুল হক চুন্নু সাংবাদিকদের বলেছিলেন, এবার আর আওয়ামী লীগের সঙ্গে আসন্ন ভাগাভাগি করবে না জাতীয় পার্টি। দলকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করতেই এ সিদ্ধান্ত।

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নিবন্ধিত ৪৪৮টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে আওয়ামী লীগ-জাতীয় পার্টিসহ ২৯টি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা এবার নির্বাচনে আসছেন। অন্যদিকে, বিএনপিসহ ১৫টি রাজনৈতিক দলের কোনো প্রার্থী এই নির্বাচনে নেই।

এবার জাতীয় পার্টির লাদল নিয়ে নির্বাচন করতে চেয়েছেন ৩০৪ জন। মোট ১৮টি আসনে লাদলের বিপরীতে দূজন করে প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বিএনপি এই নির্বাচনে না আসায় জাতীয় পার্টিকে দ্বিতীয় বড় দল হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

নব্বইয়ের দশকে জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হেরশাসক এরশাদের পতনের

পর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট করেছে দলটি। ১৯৯৬ সালে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সরকার গঠন করতে জাতীয় পার্টির সহায়তা নেয় আওয়ামী লীগ। সেই নির্বাচনে ৩০০ সংসদীয় আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ১৪৬টি। জাতীয় পার্টি পায় ৩২টি এবং বিএনপির আসন ছিল ১১৬টি।

২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনের দুই বছর আগে বিএনপি, জামায়াত এবং ইসলামী ঐক্যজোটের সাথে জোট গঠন করে এরশাদের জাতীয় পার্টি। ভোটের ঠিক আগ মুহূর্তে জোট ছেড়ে বেরিয়ে যায় দলটি। তবে দল ভেঙে একটি অংশ বিজেপি নামে থেকে যায় সেই জোটের সাথে।

২০০৭ সালে জাসদ, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, গণফোরাম ও এলডিপির সাথে জাতীয় পার্টিকেও জোটে নেয় আওয়ামী লীগ। অবশ্য এই জোট টেকেনি। সেনা নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট থেকে বাদ পড়ে এলডিপি ও গণফোরাম। সে সময় জোটে জাতীয় পার্টিই ছিল আওয়ামী লীগের মূল শরিক।

সেই নির্বাচনে মহাজোটের কাছে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট কোনো পাশাই পায়নি। নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে এই জোট।

বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের বর্জনের মধ্য দিয়ে ২০১৪ সালে আরেক দফা জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ছেড়ে দেওয়া আসনে ভোট করে জাতীয় পার্টি। নির্বাচনের পর সংসদে প্রধান বিরোধী দল হিসেবেও মর্যাদা পায় দলটি। বিরোধী দলে থাকলেও দলটির বেশ কয়েকজন নেতা সেই সরকারে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। এ নিয়ে সে সময় দলটিকে নানা সমালোচনার মুখে পড়তে হয়।

এর পর বছর জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের জোট থেকে বের হয়ে যেতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত জোটেই থেকে যায়। ২০১৮ সালেও আওয়ামী লীগের সাথে অনেকটা সমঝোতা করেই নির্বাচনে আসে তারা। ওই নির্বাচনে বিএনপির ভরাডুবি হলে ২২টি আসন নিয়ে সংসদে প্রধান বিরোধী দলের স্থান ধরে রাখে জাতীয় পার্টি।

জব জবহেল্ল জব

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্রিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১. কাস্টমার সার্ভিস	১. নিউ পাসপোর্ট/বায়ান
২. সিটি জব	২. অফিস অ্যাডমিন	২. ভুয়েল সিটিজেনশিপ
৩. সিভিল সার্ভিস জব	৩. ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩. পাসপোর্ট কারেকশন
৪. ইউ. এস. এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫. এম. টি. এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫. NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই. টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম:

১. পোস্টাল জব (USPS) – (শনিবার – বৃহস্পতিবার)	(স: ১০টা – বি: ৬টা)
২. ট্রাফিক এন.এজেন্ট	রবিবার (বি: ২টা – বি: ৪টা)
৩. স্ট্রাক্স সেফটি এজেন্ট	মঙ্গলবার (সু: ১২টা – বি: ২টা)
৪. বেসিক কম্পিউটার	শনিবার (বি: ৩টা – বি: ৫টা)
৫. ৬মন্টা ডি. ডি. সি (ডিক্লেশন ড্রাইভিং কোর্স)	(স: ১০টা – বি: ৬টা)
৬. ট্রান্স এন্ড ট্রাভেলস – (ন্যাংগ্রাফলস/W. DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের সময়)	

POSTAL JOB : (করণীয়):

১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।

২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘণ্টা।

পেনশন, প্রমোশন, ওডারটাইম, ছুটি, ইস্যুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।

৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।

৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর, উচ্চসীমা নাই।

৫। এ ব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প" সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।

৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।

৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়। ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সসেস্ট/ডিক্লাইন, ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্ঠান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: **917-500-3937** Off: PH/FAX: **917-300-6160**

148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or Bus Q40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

বাংলাদেশের জন্য আরেক বড় গার্মেন্টস নিয়ে

তানভীর সিদ্দিকী

বাংলাদেশের ওপর একর পর এক ঝড়। মার্কিন ভিসানীতি, গার্মেন্টস খাতে উত্তেজনা, রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব অর্থাৎ এক তরফা নির্বাচন এবং মানবাধিকার ইস্যু আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশ এখন বেশ পরিচিত। এরমধ্যে এখন নতুন চিন্তার রেখা হচ্ছে ইউরোপ এবং আমেরিকায় বাংলাদেশের গার্মেন্টস রপ্তানি।

ইতোপূর্বে মার্কিন শ্রম নীতি ঘোষনা করা হয়েছে। যার আওতায় পড়তে পারে বাংলাদেশের সবচেয়ে রপ্তানি পাণিজ্য পণ্য গার্মেন্টস। এবার নতুন করে নানা নীতি এবং বিধির খড়গ তুলেছে। নতুন শঙ্কা কি হবে কি হবে বাংলাদেশের অর্থনীতি।

অনেকে মনে করছেন , সাম্প্রতিক সময়ে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বৈশ্বিক ভূরাজনীতিতে বিদ্যমান মতবিরোধে ফলাফল হচ্ছে এখন গিয়ে পড়েছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পে । একই সঙ্গে রয়েছে দেশের বাজারে বিভিন্ন জ্বালান উপকরণের দাম বাড়ানো, আন্তর্জাতিক বাজারে তুলার দামে ব্যাপক ওঠানামা। এছাড়া করোনা মহামারির কারণে বিদেশি ক্রেতাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ভিয়েতনামের মুক্তবাণিজ্য চুক্তিও দেশের পোশাকশিল্পে চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে। নব মিলিয়ে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের হাতিয়ার গার্মেন্টস নিয়ে এখন সবাই চিন্তিত। কারণ আর কিছু না হউক বৈদেশিক মুদ্রা আয় ঠিক না থাকলে দেশের অর্থনীতি টাল মাটাল হয়ে যাবে।

এদিকে, বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, রপ্তানির প্রবৃদ্ধিনির্ভর করছে বৈশ্বিক পরিস্থিতির ওপর। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও এখন বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এর মধ্যে উচ্চ মূল্যক্ষীতি, ঋণের উচ্চ সুদের হার, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বড় ধরনের অনিশ্চয়তা, ভূরাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা, উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে দুর্বলতা এবং একটি জটিল আর্থিক পরিবেশ রপ্তানি খাতের প্রাপ্তি ও প্রত্যাশাগুলোকে আগামীতে আরও কিছুটা সঙ্কুচিত করে



দিতে পারে।

সগত ২৮ অক্টোবর থেকেই দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়েছে। গত ২৫ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত (শনিবার) ২০ দিন হরতাল ও অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আগামী রবি ও সোমবারও অবরোধ ডাকা হয়েছে। এতে তৈরি পোশাকশিল্পের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এতে একদিকে উৎপাদন খরচ বাড়ছে, অন্যদিকে পণ্য রপ্তানি করতে বাড়তি সময় লাগছে। যা ক্রেতাদের ভাবিয়ে তুলেছে। এ কারণে অনেক ক্রেতা রপ্তানির নতুন আদেশ দেওয়া কমিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন।

বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) ও বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) পক্ষ থেকে রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিবর্তে সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানিয়েছেন।

ভূ.রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ এখন জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি। দেশে একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠান ও মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি শীতল সম্পর্কের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এর দ্বারা ইউরোপীয় ইউনিয়নও প্রভাবিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র শ্রমনীতি প্রয়োগের ছমকি দিয়েছে। বাংলাদেশের মানবাধিকার নিয়ে ইউরোপীয় ইউরিয়নও জিএসপি প্লাস সুবিধা নিয়ে কথা তুলেছে।

তারা সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করছে। সব মিলিয়ে সামনে কঠিন দিন আসছে এটা আর বুঝার বাকি থাকছে না। বাংলাদেশ বছরে ৪৭ বিলিয়ন ডলারের মত পণ্য রপ্তানি করে। এরমধ্যে বেশিভাগই হচ্ছে তৈরি পোশাক বা গার্মেন্টস।

দেশের মোট পোশাক রপ্তানির ৮২ শতাংশ যাচ্ছে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোতে। এর মধ্যে এককভাবে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে অর্থাৎ ২২ শতাংশ। জার্মানিতে ১৩ শতাংশ, যুক্তরাজ্যে সাড়ে ১২ শতাংশ পোশাক রপ্তানি হচ্ছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের পোশাকের বড় বাজার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ। এখানে রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হলে এ শিল্পে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিশেষ করে কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ কমে যাবে। যা সামাজিক অস্থিরতাকে উসকে দিতে পারে বলে অনেকের আশঙ্কা।

শুধু গার্মেন্টস নয় সার্বিক পরিস্থিতি কি দাড়াঁবে তাও দেখার বিষয়। কারণ আগুয়ামী লীগ যে একক ভাবে দ্বাদশ নির্বাচন করছে তার ফলারফল ইউরোপ – আমেরিকা নাও মেনে নিতে পারে। কারণ অংশ গ্রহণমূলক নির্বাচন নিয়ে আমেরিকা ইউরোপ সরকারকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে। আগামী ৭ জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচন এর আগে পরে কি হবে তা এখন দেখার বিষয়। বলা হচ্ছে নির্বাচনের পরে বড় ধরণের নির্দেশনা দিতে পারে আমেরিকা।



বাংলাদেশের ৬ সাঁতারু সফল ওশেনম্যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ সাঁতারে

ঢাকা অফিস

বাংলাদেশের ছয়জন সাঁতারু থাইল্যান্ডের ফুকেটে দূরপাল্লার আন্তর্জাতিক সাঁতার প্রতিযোগিতা ওশেনম্যান ওয়ার্ল্ড ফাইনাল চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়ে বাংলাদেশের ছয়জন সাঁতারু সফল হয়েছেন। প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের সাতজন অংশ নিলেও একজন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্বের সাঁতার শেষ করতে পারেননি।

২ ডিসেম্বর শনিবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৭টায় আন্দামান সাগরে ১০ কিলোমিটার দূরত্বের ওশেনম্যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ সাঁতার শুরু হয়। ওশেনম্যানের বৈশ্বিক কর্তৃপক্ষ বছরজুড়ে বিভিন্ন দেশে সমুদ্রে দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। এরই সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা ‘ওশেনম্যান ওয়ার্ল্ড ফাইনাল চ্যাম্পিয়নশিপ’। ওশেনম্যান ওয়ার্ল্ড ফাইনাল ও ওশেনম্যান ওপেন—এই দুই শ্রেণিতে

ওশেনম্যানের আনুষ্ঠানিক ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া ফলাফলে দেখা যায় বাংলাদেশি সাঁতারুদের মধ্যে সাইফুল ইসলাম রাসেল সবচেয়ে দ্রুত সাঁতার শেষ করেন।

১০ কিলোমিটার দূরত্বের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ সাঁতারে ৭২ দেশের মোট ২২৯ জন সাঁতারু প্রতিযোগিতা করেন। আগে ওশেনম্যানের মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ফলাফলের ভিত্তিতে ওশেনম্যান ওয়ার্ল্ড ফাইনালে সুযোগ পাওয়া যায়। ওশেনম্যান ওপেনে সাঁতারুরা সরাসরি নিবন্ধন করে অংশ নেওয়ার সুযোগ পান। ওশেনম্যানের আনুষ্ঠানিক ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া ফলাফলে দেখা

যায় বাংলাদেশি সাঁতারুদের মধ্যে সাইফুল ইসলাম রাসেল সবচেয়ে দ্রুত সাঁতার শেষ করেন। ২ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট সময় নিয়ে ওশেনম্যান ওয়ার্ল্ড ফাইনাল শ্রেণিতে ১৪০ জন সাঁতারুর মধ্যে ৩৩তম স্থান অর্জন করেছেন মো. সাইফুল ইসলাম। নিজের ২০-২৯ বছর বয়স গ্রুপে তাঁর অবস্থান সপ্তম।

ওশেনম্যান ওয়ার্ল্ড ফাইনাল শ্রেণিতে বাংলাদেশের মো. ইসতিয়াক উদ্দিন সাঁতার সম্পন্ন করেছেন ৩ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট ৯ সেকেন্ডে। তাঁর অবস্থান ৯৬তম। ২০–২৯ বছর বয়স গ্রুপে তিনি হয়েছেন ১৭তম। ৪০ থেকে ৪৯ বছর বয়স গ্রুপ থেকে আবদুল্লাহ আল ইমরান ৪ ঘণ্টা ৪ মিনিট ৯ সেকেন্ডে সাঁতার শেষ করেছেন। তাঁর অবস্থান ১২২তম। নিজের বয়স গ্রুপে হয়েছেন ১৯তম। ৪ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ৫৮ সেকেন্ডে সাঁতার শেষ করে ১২৯তম স্থানে আছেন আলী রওনক ইসলাম। নিজের বয়স গ্রুপে (২০–২৯ বছর) হয়েছেন ২১তম।

গণফোরাম সম্পাদক পাতানো নির্বাচনে খেলতে গিয়ে ইনু মেননের মন খারাপ

ঢাকা অফিস

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কারা জয়ী হবেন, সেই তালিকা ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে জানিয়ে গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত চৌধুরী বলেছেন, ‘এই পাতানো নির্বাচনে গিয়ে হাসানুল হক ইনু, রাশেদ খান মেননদের মন খারাপ। তারা এখন আম-ছালা দুটোই হারানোর শঙ্কায় আছেন।’

রোববার দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবরোধের সমর্থনে গণফোরাম ও বাংলাদেশ পিপলস পার্টি আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে এ কথা বলেন তিনি।

সুব্রত চৌধুরী বলেন, ‘কারা নির্বাচিত হবে, সেই তালিকাও হয়তো এত দিনে তৈরি হয়ে গেছে। সুতরাং সেই তালিকা গোপন থাকবে না। ইনু সাহেব, মেনন সাহেবের মন খারাপ। কিংস পার্টি, কুইন্স পার্টির সিট পাবে ভেবেছিল। এই দালাল গোষ্ঠী শেখ হাসিনার পাতানো নির্বাচনে একটা সিটের আশায় খেলতে গিয়ে এখন আমও যাচ্ছে, ছালাও যাচ্ছে।’

সুব্রত চৌধুরী বলেন, ‘২০১৪ সালে এক কেরামতি করেছেন, ২০১৮ সালে আরেক রাজচালাকি করেছেন। ২০২৪ এসে সবাইকে বলল নির্বাচনে যাও, সবাইকে কিছু না কিছু দেব। দলের লোকজনকে বলেছেন, এবার তোমরাও দাঁড়িয়ে যাও, এবার আমি আর কোনো দায়িত্ব নেব না। মারামারি করে ইলেকশন করো।’

সরকার আবারও একটা তামাশার, সার্কাসের নির্বাচন করতে চাইছে জানিয়ে সুব্রত বলেন, ‘এখানে কোনো প্রতিপক্ষ নাই। কেউ গোপনে, কেউ প্রকাশ্যে গণভবনে আপনার দেয়া নিতে যায়। কাকে কয়টা সিট দেবেন। কাকে নৌকা, কাকে স্বতন্ত্র, কাকে ডামি দেবেন। এটা কী ধরনের নির্বাচন?’

প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে গণফোরামের সম্পাদক বলেন, ‘আপনার কোনো লজ্জা-শরম নাই। ২০১৪ সালে নির্বাচন করেছেন বিনা ভোটে। আপনাকে কেউ ভোট দেয় নাই। কতগুলো কুকুর-বিড়াল কেন্দ্রের আশপাশে ঘুরে বেড়িয়েছে। ২০১৮ সালে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমি বঙ্গবন্ধুর কন্যা, আমাকে বিশ্বাস করেন। আমাদের বলেছিলেন ভোটে আসেন, ভোটে আসেন। তারপর কী হলো?’

বাংলাদেশে কঠোরভাবে জঙ্গি দমন অব্যাহত

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেদন

ঢাকা অফিস

সন্ত্রাসবাদ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ‘কাশ্টি রিপোর্টস অন টেররিজম–২০২২’ ১ ডিসেম্বর শুক্রবার প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনের বাংলাদেশ অংশে বলা হয়েছে – বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ কঠোরভাবে জঙ্গি দমন অব্যাহত রাখায় ২০২২ সালে এ দেশে এ ধরনের অল্প কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। বিশেষত আল-কায়েদাসংল্লিষ্ট বিভিন্ন গোষ্ঠী, যেমন জামাতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) এবং ইসলামিক স্টেটসংল্লিষ্ট (আইএস) নব্য জেএমবির বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তা প্রায়ই সন্ত্রাসবাদের বিষয়ে জিরো টলারেন্সের (শূন্য সহিষ্ণুতা) ওপর জোর দেন। তবে বাংলাদেশ বরাবরই আল-কায়েদা ও

'ইহুদিবিদ্বেষী’ বলে শহিদুল আলমের প্রদর্শনী বাতিল

ঢাকা ডেস্ক

জার্মানিভিত্তিক সমসাময়িক আলোকচিত্রের প্রদর্শনী ‘বিয়েনালে ফিও অ্যাক’তুয়ালে ফটোগ্রাফি’ বাতিল করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রদর্শনীর একজন কিউরেটর ইহুদিবিদ্বেষপূর্ণ পোস্ট করেছেন—এমন অভিযোগে এটি বাতিল হয়েছে। আমেরিকান ম্যাগাজিন আর্ট নিউজের এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক আর্ট নিউজপেপার বিষয়টি নিয়ে প্রথমে প্রতিবেদন প্রকাশ করে জানায়, সংল্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে, বাংলাদেশের ফটোসাংবাদিক ও প্রদর্শনীটির সহকিউরেটর শহিদুল আলম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন পোস্ট করেছেন, যা ইহুদিবিদ্বেষপূর্ণ বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

চলতি বছরের অক্টোবরের শুরুর দিকে যখন ইসরায়েল-হামাস সংঘাত শুরু হয়, তখন বাংলাদেশের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শহিদুল আলম জার্মানিতে একটি চিত্রকর্ম প্রদর্শনী আয়োজনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু অপরুদ্ধে গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলার পর তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে বেছে নেন প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে। সেই প্রতিবাদের কারণে জার্মান আয়োজকেরা তাঁর বিরুদ্ধে ইহুদিবিদ্বেষের অভিযোগ এনে প্রদর্শনী বাতিল করে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শহীদুল আলম বিশ্বজুড়ে মানবাধিকারের পক্ষে আওয়াজ তোলার জন্য বেশ পরিচিত। সেই শহীদুল আলম যখন গাজা সংকটকে কেন্দ্র করে ইসরায়েলের ভূমিকার সমালোচনা করলেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে ইহুদিবিদ্বেষের অভিযোগ এনে তাঁর প্রদর্শনী বাতিল করেছে জার্মান আয়োজক গোষ্ঠী।

পরে শহিদুল আলম আল জাজিরাকে তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করে বলেন, ‘আমি জায়োনিজম বিরোধী এবং একইভাবে আমি উপনিবেশবাদ, বসতি স্থাপন করে উপনিবেশায়ন, বর্ণবাদ, জাতিবিদ্বেষ ও গণহত্যার বিরোধী।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি কোনোভাবেই ইহুদিবিদ্বেষী নই। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, জার্মানি এ দুটিকে (ইহুদিবিদ্বেষ ও



আইএসের মতো বৈশ্বিক জঙ্গিগোষ্ঠীর উপস্থিতি অস্বীকার করে আসছে।

২০২২ সালের ঘটনাবলির ওপর তৈরি করা প্রতিবেদনে বলা হয়, ওই বছরের অক্টোবরে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ জঙ্গিগোষ্ঠী জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারকীয়া নির্মূলে অভিযানের ঘোষণা দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রশিক্ষিত বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করে। অবশ্য নিরাপত্তা বাহিনীর অন্যান্য অংশে বিচারবিহীন হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়েছে।

প্রতিবেদনে ২০২২ সালে বাংলাদেশে জঙ্গিগোষ্ঠীসংল্লিষ্ট ঘটনা নিয়ে জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল



জায়োনিজম বিরোধিতা) এক করে বিবেচনা করে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদের স্বার্থ হাসিল করে এবং এগিয়ে নিয়ে যায়।’

কেবল শহিদুল আলম নন। জার্মানিতে ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে একই কারণে বাধার মুখোমুখি হয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুক্তচিন্তার মানুষেরা। তাঁদের মধ্যে একজন হাইতির লেখক আনাইস দুপলান। জার্মান জাদুঘর ফয়েকভাংয়ে তাঁর একটি প্রদর্শনী বাতিল করা হয়েছে। বিশ্বের বিখ্যাত বইমেলা ফ্রান্সফুর্টে প্রবেশ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে ফিলিস্তিনি লেখক আদানিয়া শিবলির। একই অভিযোগ তোলা হয়েছে ভারতীয় চিত্রকর ও শিল্প সমালোচক রঞ্জিত মহোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও।

নেদারল্যান্ডসেও একই ঘটনা ঘটেছে। দেশটিতে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়—তারা ফিলিস্তিনপন্থী স্লোগান দিয়েছেন। পরে ওই চলচ্চিত্র নির্মাতা নিজেদের প্রদর্শনী প্রত্যাহার করে নেন। লন্ডনে মার্কিন বংশোদ্ভূত লেখক নাথান গ্রালের বই প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি। কারণ তাঁর বইটির নাম ‘আ ডে ইন দ্য লাইফ অব আবদে সালামা: আ প্যালেস্টাইনিয়ান স্টোরি’। গত ১২ অক্টোবর বইটি লন্ডনে প্রকাশ হওয়ার কথা থাকলেও নিরাপত্তার অজুহাত তুলে বইটির প্রকাশনা অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়।

শারকীয়ার বিরুদ্ধে অভিযান ছাড়া ঢাকার আদালত প্রাঙ্গণ থেকে দুই জঙ্গিকে ছিনতাইয়ের ঘটনা উল্লেখ করেছে। এতে বলা হয়, আল-কায়েদা অনুপ্রাণিত গোষ্ঠী জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারকীয়া বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালানোর প্রশিক্ষণ নিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থান করছিল। এ অবস্থায় ওই বছরের অক্টোবরে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। কর্তৃপক্ষের ভাষামতে, জঙ্গিগোষ্ঠীটি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ বছরের বাকি সময়জুড়ে বেশ কয়েকজন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারকীয়া সদস্যকে গ্রেপ্তারের ঘোষণা দেয়।

যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, জল ও স্থল সীমান্তে টহল দেওয়ার সক্ষমতা বাংলাদেশের অহলে। বন্দরে উন্নততর সরঞ্জাম ব্যবহার ও পদ্ধতি অনুসরণ এবং জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে পণ্য ও যাত্রীদের স্ক্রিনিং করার ক্ষেত্রে উন্নতি করেছে বাংলাদেশ।

দেশে ১০ লক্ষাধিক পথশিশু!

ঢাকা অফিস

দেশে বাড়ছে পথশিশুর সংখ্যা। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, দেশের রাজনৈতিক দলের হরতাল-অবরোধ কর্মসূচি—এসব নানাবিধ কারণে বাড়ছে পথশিশুর সংখ্যা। এই পথশিশুদের সম্পদে পরিণত করতে হবে, নইলে এই শিশুরাই একসময় সমাজের জন্য ছমকি হবে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

ইউনিসেফের সহায়তায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ‘সার্ভে অন স্ট্রিট চিলড্রেন ২০২২’ শীর্ষক জরিপ প্রকাশিত হয় ২০২৩ সালে। জরিপে রাস্তাঘাটে বসবাসকারী শিশুদের মোট সংখ্যা না থাকলেও ইউনিফের বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এ সংখ্যা ১০ লক্ষাধিক হতে পারে। ‘গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি’র ২০২২ সালে ঢাকা ও বরিশালের মধ্যে চালানো জরিপের তথ্যে জানা গেছে— পথশিশুদের ওপর সহিংসতার চিত্র ভয়াবহ। ৭৯ শতাংশ পথশিশু জীবনের কোনো একপর্যায়ে মানসিক, শারীরিক ও যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। পিতৃপরিচয় না থাকায় ৬৮ শতাংশ পথশিশুকে



মানসিক নিপীড়ন, হেনস্তা, অশ্লীল ভাষায় গালগাল শোনাসহ বিভিন্ন ধরনের কটুক্তির শিকার হতে হয়। তাছাড়া শুধু শারীরিক নির্যাতনের শিকার ৬২ শতাংশ পথশিশু। দৈনিক গড়ে ১০ ঘণ্টা ভিক্ষা করে একটি পথশিশু। ৯৫ দশমিক ৫ শতাংশ পথশিশু প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক কোনো ধরনের শিক্ষাগ্রহণ করছে না। ৩৫ শতাংশ শিশু ভিক্ষা করার কথা স্বীকার করেছে। ৪২ শতাংশ শিশু

রাস্তায় বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করে। বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রকাশিত পথশিশু জরিপ ২০২২-এর ফলাফল অনুযায়ী, প্রধানত ৩৭ দশমিক ৮ শতাংশ পথশিশু দারিদ্র্য, ১৫ দশমিক ৪ শতাংশ বাবা-মা শহরে আসার কারণে এবং ১২ দশমিক ১ শতাংশ কাজের সন্ধানে বাড়ি ছেড়ে শহরে এসেছে। প্রতি পথশিশুর পাঁচ জনের দুই জনই একা একা শহরে এসেছে।

সম্পাদকীয়

বিএনপির নির্বাচনে না আসা, বিদেশি চাপ: আওয়ামী লীগের কৌশল?

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিনে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ৩০টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের ৩০০ আসনে ২৭৪১ জন প্রার্থী হয়েছেন। সংখ্যাটা বিপুল। প্রার্থীদের অনেকেই নির্বাচনী আচরণবিধির তোয়াক্কা না করে শোভাউত্বের নামে শক্তি প্রদর্শন করেছেন। অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে সদ্য নিবন্ধিত দল যেমন আছে, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন দলও আছে। বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকলে এই নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক বলে স্বীকৃতি দিতে পারেন যে কেউ। কিন্তু যারা রাজনীতির খোঁজখবর রাখেন তারা বলবেন, সংখ্যা বিপুল হলেও নির্বাচন শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণমূলক হচ্ছে না। বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ-বিএনপি’র মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, গেলো একযুগ ধরে সেটা মূলত: চলছে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে কঠোর আন্দোলনের কৌশল নিয়েছিলো বিএনপি। কিন্তু সে আন্দোলন সফল হয়নি। কৌশলের খেলায় জয়ী হয় আওয়ামী লীগ।

আওয়ামী লীগ মনে করছে, এবারের নির্বাচকে ঘিরে বিদেশি চাপ মূলত: নির্বাচন সৃষ্ট হবে কি-না সেটা নিয়ে।দলটির মূল্যায়ন হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা পশ্চিমা দেশগুলো এখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে কথা বলবে না। সুতরাং কোন সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে, তা নিয়ে বিদেশি চাপ নেই।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে দেশে-বিদেশে চলছে নানান আলোচনা-সমালোচনা। সম্প্রতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিএসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল এক বক্তব্যে নির্বাচনে ‘বিদেশি থাবার’ কথা উল্লেখ করেন। বিষয়টি ব্যাপক আলোচনার খোরাক জোগায়। বিশেষজ্ঞ মহলের অনেকে মনে করছেন, বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে অবাধ সৃষ্ট ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা এখনও কার্টেনি। যদিও নির্বাচন কমিশন বলছে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে নির্বাচন কমিশন বদ্ধপরিকর। কিন্তু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে যাওয়া দলগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগ ছাড়া বাকি দলগুলো প্রায়ই সৃষ্ট নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করছেন। বিশেষ করে জাতীয় পার্টি বলে আসছে সৃষ্ট নির্বাচনের পরিবেশ এখনও তৈরি হয়নি। ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত নানান পরিস্থিতি মোকবিলা করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। তারা বর্তমানে অভ্যস্তরীণ চাপ ও চ্যালেঞ্জের মধ্যেই আছে। এছাড়া থাকতে পারে বাইরের চাপও। যদি প্রত্যাশা অনুযায়ী নির্বাচন অবাধ সৃষ্ট নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক না হয়, তবে পরিবেশ আশঙ্কাজনক হয়ে উঠবে বলে মনে করেন তারা। তারা বলছেন, হিসির ভেতরে নির্বাচর কমিশনারদের মধ্যে তৈরি হয়েছে মতপার্থক্য।

আওয়ামী লীগ বিএনপি থেকে যদি কোনো একটা দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে, তাহলে সেই নির্বাচনে এক অর্থে ক্রটি থেকেই যাবে। নির্বাচনে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো যেহেতু অংশগ্রহণ করছে না, সেহেতু নির্বাচনে ক্রটি থেকেই গেল। এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা তাদের মিত্ররা যদি কোনো পদক্ষেপে নেয়, সাাখন দেয়, সেক্ষেত্রে পরিবেশ আশঙ্কাজনক হয়ে উঠবে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় শেষ হয়েছে। সময় বাড়ানোর আর সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন ইসি সচিব। তবে রাজনীতিতে শেষ বলে কিছু নেই। যে কোনো সময় বদলে যেতে পারে হিসাব-নিকাশ। যদি বিএনপি এবারের নির্বাচনে অংশ না নেয় তাহলে রাজনৈতিক দলের একমাত্র লক্ষ্য ‘ক্ষমতায় যাওয়া’ এবারও হবে না। তাহলে চিনা ২৩ বছর বিএনপিকে ক্ষমতার বাইরে থাকতে হবে। এতো দীর্ঘ সময় ক্ষমতার বাইরে থেকে বিএনপিকে আরও পাঁচটি বছর কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে।

২০১৪ সাল থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের রাজনীতি কৌশলের কাছে পেরে উঠছেনো বিএনপি। যার বড় প্রমান দেশবাসী দেখেছে ২৮ অক্টোবরের পর। আওয়ামী লীগ যখন শতহীন সংলাপের কথা বলেছিল, তখন বিএনপি শতযুক্ত সংলাপের বিষয়ে গোঁ ধরে রেখেছিল। যখন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস শতহীন সংলাপের আহবান জানালেন তখন সমর্থন দিলে বিএনপি। কৌশলী আওয়ামী লীগ তখন জানালো-সংলাপের সমসয় শেষ হয়ে গেছে। নিজেদের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের পরাস্ত করা বা ভোটের মাধ্যমে পরাজিত করা। এটা করতে না পারলে লুটপাট, দুর্নীতি বাড়বে, যেভাবেই হোক ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার প্রবণতা বাড়বে। বাংলাদেশের জনগণ এখন এটাই প্রত্যক্ষ করছেন আর প্রতীক্ষায় আছেন একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতার পরিবর্তন।

মুক্তিযুদ্ধের চার মূলনীতির অন্যতম যে গণতন্ত্রের কথা সমস্বরে এবং উচ্চৈঃস্বরে ক্ষমতাসীনরা বলে থাকেন, তারা ক্ষমতায় ছিলেন কিন্তু গত ৫২ বছরে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের গ্রহণযোগ্য এবং স্বা্দী পদ্ধতি তৈরি করেননি। তাই পাঁচ বছর পরপর নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে উঠে আর উত্তেজনা উঠে চরমে।

২০২৪ সালে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আগের মতো হবে না। কিন্তু ৩০ নভেম্বর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর দেখা গেল, এবারের নির্বাচন হবে প্রধানত আওয়ামী লীগ প্রার্থী বনাম আওয়ামী লীগের মনোনয়নবঞ্চিত প্রার্থীর মধ্যে। ইতিমধ্যেই দেখা গেছে, নানা ধরনের চাপ ও প্রলোভনের বিভিন্ন কৌশলে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো দল নয়, দলেরই নকল বা ভামি প্রার্থী অথবা বিদ্রোহী, যাদের পরিচয় দাঁড়াবে ‘স্বতন্ত্র প্রার্থী’ হিসেবে তাদের দাঁড় করানো হয়েছে। ফলে পত্রিকায় খবর এসেছে, ‘স্বতন্ত্র আতঙ্কে নৌকা’, ‘নৌকা পেয়েও টেনশনে’, ‘টেনশনে মাঝিরা মাঠে স্বতন্ত্র’ ইত্যাদি। এসবের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জমিয়ে তোলার চেষ্টা করতে গিয়ে আতঙ্কও তৈরি হচ্ছে। স্বতন্ত্রদের সঙ্গে বারবার দর-কষাকষির ঝুঁকি এড়াতে তাই রাশ টেনে ধরার ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হচ্ছে আওয়ামী লীগ। মনোনয়নবঞ্চিত প্রার্থীদেরও স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে আওয়ামী লীগের দলীয় অনুমোদন লাগবে। অর্থাৎ তারা ঠিক স্বতন্ত্র নয় (নট কোয়াইট ইনডিপেনডেন্ট)। রাজনীতিতে এটা একটি নতুন ধারা তৈরি করবে। জনগণ আর বাছাই করবে না, ক্ষমতাসীনরা যা বেছে দেবেন তাকেই অনুমোদন দেওয়ার অধিকার পাবেন মাত্র।

হেনরি কিসিঞ্জার : বাংলাদেশ জেনোসাইড ও বটমলেশ বাস্কেট

ইমরান চৌধুরী বি ই এম

হেনরি কিসিঞ্জার, আন্তর্জাতিক কূটনীতির একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, ১০০ বছর বয়সে মারা গেছেন। আমেরিকান পররাষ্ট্র নীতিতে তার উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য অনেকে তাকে স্মরণ করে, তার উত্তরাধিকারের নির্দিষ্ট দিকগুলি, বিশেষ করে দুঃখজনক ঘটনার সাথে তার জড়িত থাকার সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করা অপরিহার্য। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে ঘিরে ঘটনা।

কিসিঞ্জার ছিলেন একজন উজ্জ্বল কৌশলবিদ এবং আলোচক যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং পরে রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন এবং জেরাল্ড ফোর্ডের অধীনে পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তার বাস্তব রাজনৈতিক পদ্ধতির লক্ষ্য ছিল মায়ুযুদ্ধের সময় বৈশ্বিক শক্তির গতিশীলতার ভারসাম্য বজায় রাখা। যাইহোক, চীনের সাথে কূটনৈতিক খোলার জন্য তার সাধনা দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে গভীর এবং বিধ্বসী পরিগণিত করেছিল। ১৯৭১ সালে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকলে, কিসিঞ্জারের চীনের সাথে প্রেন্দেরি তাকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান সরকারের সাথে সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দিতে পরিচালিত করে। সোভিয়েত প্রভাব মোকাবেলা এবং চীনের সাথে সম্পর্ক জোরদার করার জন্য, কিসিঞ্জার পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর

মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

মাসিদের যে দরদ থাকতে নেই তা নয়। দরদ তাঁদের থাকে, তাঁরা এমনকি কান্নাকাটিও করেন। তবে মায়ের মতো না; মায়ের কান্নাকাটিটাই খাঁটি বস্তু। মা কিন্তু অনেক সময় কাঁদতেও পারেন না; শোক অল্প হলে কাতর থাকেন, বেশি হলে পাখর বনে যান। ওই জ্ঞান থেকেই, মাসিরা কান্নাকাটি করলে মায়েদের মনে সন্দেহ দেখা দেয় যে মাসিরা হয়তো ভান করছেন।

মতলব আছে লোক-ঠকানোর। ব্যাপারটা সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি—সবখানেই ঘটে। রাষ্ট্রের যাঁরা কর্তা, যাঁদের আমরা সরকার বলে চিনি, সমালোচনা শুনলেই তাঁরা চটে লাল হন, ভাবেন তাঁরা রাষ্ট্রকে কত কষ্টে যত্ন-আতি করছেন, মায়া করছেন, রাষ্ট্রের ভালো-মন্দ তাঁদের মতো আর কে বোঝে? সেখানে অতিরিক্ত উৎপাত কেন? মাসিদের কেন আনাগোনা? মাসিদের ব্যাপারে মায়েদের এই ব্যবহার পুরোনো ব্যাপার। হালে দেখা যাচ্ছে, তৈরি পোশাক কারখানার মালিকেরাও এ রকমই করছেন।

পোশাকশ্রমিকেরা যে মজুরি পান তা যৎসামান্য এবং তাঁদের শ্রমের ওপরই যে ওই শিল্পের বিশ্ব বাজারটা টিকে রয়েছে, সেই সত্যটা সাধারণত প্রকাশ পায় না। শ্রমিকেরা দাবি করেছেন, তাঁদের ন্যূনতম মজুরি হওয়া চাই মাসে ২৫ হাজার টাকা। এটা কোনো মামাবাড়ির আবদার নয়। ভারতে শ্রমিকদের দাবি, মজুরি দিতে হবে মাসে ১৮ হাজার রুপি; বাংলাদেশের হিসাবে সেটা দাঁড়ায় ২৬ হাজার টাকা। বাংলাদেশের নিরপেক্ষ অর্থনৈতিক গবেষকেরাও হিসাব করে দেখিয়েছেন যে শ্রমিকদের মানবোচিত জীবনধারণে কমপক্ষে ২৬ হাজারই দরকার, তার কমে চলে না।

বাংলাদেশের শ্রমিকেরা ২৬ হাজার চাননি, চেয়েছেন ২৫ হাজার টাকা। তাঁদের দাবির সমর্থনে গার্মেন্টস শ্রমিকদের সংগঠনগুলো একটি কনভেনশন করেছে, তাতে সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নাগরিক সমাজেরও কেউ কেউ উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশনের খবর তেমন একটা প্রচার পায়নি। প্রচার না পাওয়াটাই অবশ্য স্বাভাবিক। কারণ পোশাকশিল্পের মালিক, মিডിയার মালিক এবং রাষ্ট্রের মালিক সবাই এক ও অভিন্ন পক্ষ—তারা মালিকপক্ষ। পরস্পরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়; একে অপরের মাপতুতো ভাই-ই, যথার্থরূপে। মালিকদের দাবি যে শিল্পটিকে তাঁরা সন্তানের মতো লালনপালন করে থাকেন, সেখানে বাগড়া দেন শ্রমিকেরা, আবার তার সঙ্গে এসে জুটেছেন তথাকথিত নাগরিক সমাজের মাসিরা। এই মাসিদের নিশ্চয়ই মতলব আছে, হয়তো শিল্পের ধ্বংসই তাঁরা চান। বিশেষদের এজেন্ট হওয়া বিচিত্র নয়।

‘মাসি’ কথাটা আমাদের বানানো নয়; ওই কনভেনশনের পরে মালিকেরা একটি পাল্টা সভা করেছেন এবং সেখানে তাঁরা বলেছেন যে তাঁদের অতিযত্নে প্রতিষ্ঠিত, আদরে লালিত-পালিত, প্রাণের চেয়েও প্রিয় শিল্প সম্পর্কে যারা কোনো জ্ঞানই রাখেন না, সেই মাসিরা এখন দরদ দেখাচ্ছেন। হ্যাঁ, এটা তো ঠিকই যে সাধারণ নাগরিক এবং শ্রমিকেরাও ওই শিল্পের আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে অজ্ঞ; কিন্তু এটা তো সবাই জানে যে ওই শিল্প থেকে যে বৈদেশিক মুদ্রা আস় হয়, সেটাই দেশের উন্নতির প্রধান ভরসা এবং বাংলাদেশের জামাকাপড়ের যে বিদেশি প্রভাব ভালো চাহিদা রয়েছে তার কারণ বাংলাদেশের প্রতি বিদেশিদের ভালোবাসা নয়, কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের সস্তা শ্রম। এত সস্তায় এমন শ্রম দুনিয়ার অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।

আর এই শ্রমিকদের অধিকাংশই হচ্ছেন নিরুপায় নারী, যারা কারখানায় আসেন বেঁচে থাকার অন্য কোনো উপায় নেই বলেই। আর এই নারীরা যে কেবল দেশের কারখানাতেই যান তা নয়, সৌদি আরবে পর্যন্ত চলে যান, এখনই তারা দুসাহসী ও কর্মঠ। সৌদি আরবে তাঁরা পেছা হজের জন্য যান না, জীবিকার খোঁজে যান। সেখানে গিয়ে কী ধরনের নির্যাতনের শিকার হন তার বিবরণ তাঁরা দিতে পারেন না; ভাষার অভাবে এবং স্বাভাবিক লজ্জায়। সৌদির মালিকেরা তো বটেই, বাংলাদেশের দূতবাসের লোকেরাও এই নারীদের



মাসিরা মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি।

অসহায়ত্বের সুযোগ নিতে কার্পণ্য করেন না।

অসহায় শ্রমিকদের পক্ষে বললে মালিকেরা যে রেগে যাবেন, সেটা তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কই রাষ্ট্রও তো শ্রমিকদের পক্ষে বলে না। বিদেশি ক্রেতাদের সমিতি তবু মাঝেমাঝে চক্ষুলজ্জায় পড়ে, তারা বলে শ্রমিকদের নিরাপত্তা দাও, কাজের পরিবেশ কিছুটা উন্নত করে; জিজেস করে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার আছে কি না। রাষ্ট্র নির্বিকার। অথচ বাংলাদেশ যে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে তো সাধারণ মানুষের প্রাণদানের বিনিময়েই, যাঁদের ভেতর অধিকাংশই ছিলেন কৃষক ও শ্রমিক। তাঁরাই শহীদ হয়েছেন, তাঁদের ঘরের নারীরাই লাঞ্চিত হয়েছেন সবার আগে। সেই মেহনতি মানুষ যখন তাঁদের বাঁচার অধিকারের কথা বলেন, তখন রাষ্ট্র ও মালিক সবাই তাঁদের ওপর খেপে যান, সবাই একত্র হয়ে তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। যেন চরম শত্রুর মোকাবিলা করছেন। মা বলে যাঁরা নিজেদের দাবি করেন, তাঁদের তখন মা তো নয়ই, মাসি বলেও মনে হয় না।

রাষ্ট্রীয় কর্তাদের শাসনে দেশের মানুষ যে ভালো নেই তা বলার অপেক্ষা আগেও রাখত না, বর্তমানে আরও বেশি পরিমাণে রাখে না। মেহনতি মানুষের আয়ের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানার মালিকদের আয়ের যেকোনো রকমের তুলনাই জানিয়ে দেবে মেহনতিদের দশাটা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে; ধরিয়ে দেবে বিজ্ঞাপিত উন্নতির আসল রহস্যাটা। অনুৎপাদক খাতের লোকদের আয়ের সঙ্গে উৎপাদক খাতের মেহনতিদের তুলনাটাও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সামরিক ও অসামরিক আমলাতন্ত্র এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে মেহনতি মানুষের আয়-ব্যয়ের তুলনা করুন, পরিষ্কার ধরা পড়বে রাষ্ট্রের পক্ষপাত কোন দিকে এবং কেন। ধরা পড়বে উন্নতি কোন দিকে ঘটছে এবং কীভাবে ঘটছে।

ঢাকা শহর এখন পৃথিবীর নিকৃষ্টতম শহরে পরিণত হয়েছে। ঢাকার নিচে আছে আর একটি মাত্র শহর, সেটি সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক। সিরিয়ায় যুদ্ধ চলছে, তাই দামেস্কের ওই দশা। কিন্তু বাংলাদেশে তো কোনো যুদ্ধ নেই, তাহলে বাংলাদেশের রাজধানীর কেন এই দুর্দশা? হ্যাঁ, যুদ্ধ একটা অবশ্যই আছে, যুদ্ধ চলছে এই বাংলাদেশেও; সেটা দরিদ্রের সঙ্গে ধনীর যুদ্ধ। তার নাম শ্রেণিযুদ্ধ। আমরা ওই যুদ্ধের খবর রাখি না, খবর রাখতে চাইও না, রাখলে বুঝতাম ঢাকা কেন এতটা নিচে নেমে গেল। উন্নতি? হ্যাঁ, হচ্ছে, অবশ্যই উন্নতি হচ্ছে। উন্নতির দৃশ্য ও গল্প তো কোনো নতুন ব্যাপার নয়।

উন্নতি ব্রিটিশ শাসনে হয়েছে, পাকিস্তান আমলেও

মাসিরা মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি।

মাসিরা মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি

যেহেতু আমরা এই প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বকে বিদায় জানাচ্ছি, এটি ইতিহাসের পাঠগুলিকে প্রতিফলিত করার এবং এমন একটি বিশ্বের জন্য সংগ্রাম করার একটি সুযোগ যেখানে কূটনীতির সাধনা মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

হেনরি কিসিঞ্জারের উত্তরাধিকার নিঃসন্দেহে লাখ লাখ বাঙালির চোখে কলঙ্কিত, যারা ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মর্মান্তিক ঘটনার সময় তার একতরফা ভূমিকার জন্য তাকে খলনায়ক হিসেবে দেখে। যেহেতু পূর্ব পাকিস্তান স্বায়ত্তশাসন চ্যেয়েছিল এবং পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কাছ থেকে নির্ভর দমন-পীড়নের মুখোমুখি হয়েছিল, কিসিঞ্জারের ভূ-রাজনৈতিক গণনাগুলি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দ্বারা সংঘটিত গণহত্যায় রক্তাক্ত হওয়া লক্ষাধিক মানুষের আত্মনাদকে প্রাধান্য দিয়েছিল। চীনের সাথে তার যোগসাজশ এবং মায়ুযুদ্ধের সময় কৌশলগত স্বার্থের অন্বেষণ তাকে পূর্ব পাকিস্তানের নৃশংসতার দিকে চোখ ফেরাতে পরিচালিত করেছিল। কিসিঞ্জার মানবাধিকারের উপর কূটনৈতিক জোটকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে কুখ্যাত ব্লাড টেলিগ্রাম, মাটিতে ভয়াবহতার নথিভুক্ত করে, উপেক্ষা করা হয়েছিল। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে অস্ত্র সরবরাহ তাদের গণহত্যা এবং নিয়মতান্ত্রিক নিপীড়ন চালানোর ক্ষমতাকে আরও সহজ করে তোলে।

লক্ষ লক্ষ বাঙালির কাছে, কিসিঞ্জারের কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক সুবিধার অনুসরণে মৌলিক মানবিক মূল্যবোধের সাথে বিস্মাস্বাতকতা করে। সেই সময়কালে মার্কিন নীতি গঠনে তার ভূমিকাকে বাঙালি জনগণের সহ্য করা অপরিসীম দুর্ভোগে

সরাসরি অবদান হিসাবে দেখা হয়।

আমরা কিসিঞ্জারের উত্তরাধিকারের প্রতিফলন করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে ১৯৭১ সালে তার সিদ্ধান্তগুলো বাঙালিরা সহজে ভুলতে পারবে না। অতীতের দাগগুলি গভীরভাবে চলে, এবং কিসিঞ্জারকে তাদের যত্নবার একটি সমালোচনামূলক স্থপতি হিসাবে উপলব্ধি সম্ভবত আগামী প্রজন্মের জন্য অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ট্র্যাজেডি একটি মর্মান্তিক অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে যে মানবাধিকারের মূল্যে ভূ-রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন জনগণের সম্মিলিত স্মৃতিতে একটি অমোঘ চিহ্ন রেখে যেতে পারে।

ইতিহাসের ইতিহাসে, ১৯৭১ সালে কিসিঞ্জারের ভূমিকা একটি অন্ধকার অধ্যায় হিসাবে স্মরণ করা হবে, যা প্রায়শই ক্ষমতা এবং বৈশ্বিক প্রভাবের অনুসন্ধের সাথে নৈতিক জটিলতার একটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত। সেই সময়কালে বাঙালি জনগণের দ্বারা সহ্য করা বেদনা এবং ক্ষতি নিশ্চিত করে যে কিসিঞ্জারের উত্তরাধিকার, তাদের জন্য, চিরকালের জন্য একটি গণহত্যার যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতির সাথে জড়িত থাকবে যা কখনই উপেক্ষা করা বা উপেক্ষা করা উচিত ছিল না।

বাংলাদেশ মনে তার জীবনের শেষ দিন অবধি ছিল তার জীবনের অন্যতম নেমেছি। তার দেওয়া বটমলেছ বাস্কেট আজ কোথায়? হয়ত ওটা ভাবতে ভাবতেই মনের গহীণ কোনে এক অব্যক্ত ব্যথা নিয়েই সে ইহলোক ত্যাগ করেছে । বাঙালীর মনে এবং মণণে শতাব্দী থেকে শতাব্দী যাবত উদ্ভাসিত থাকবে সেই অমোচনীয় ডাগ। কারণ সেও নাংসিদের হলকাষ্ট এর বর্বরতায় হারিয়েছিল তার নিজের পরিবারের সদস্যদের এ হত্যায়জ্ঞে।

ভোটের ফল থেকে কংগ্রেস কি কোনো শিক্ষা নেবে

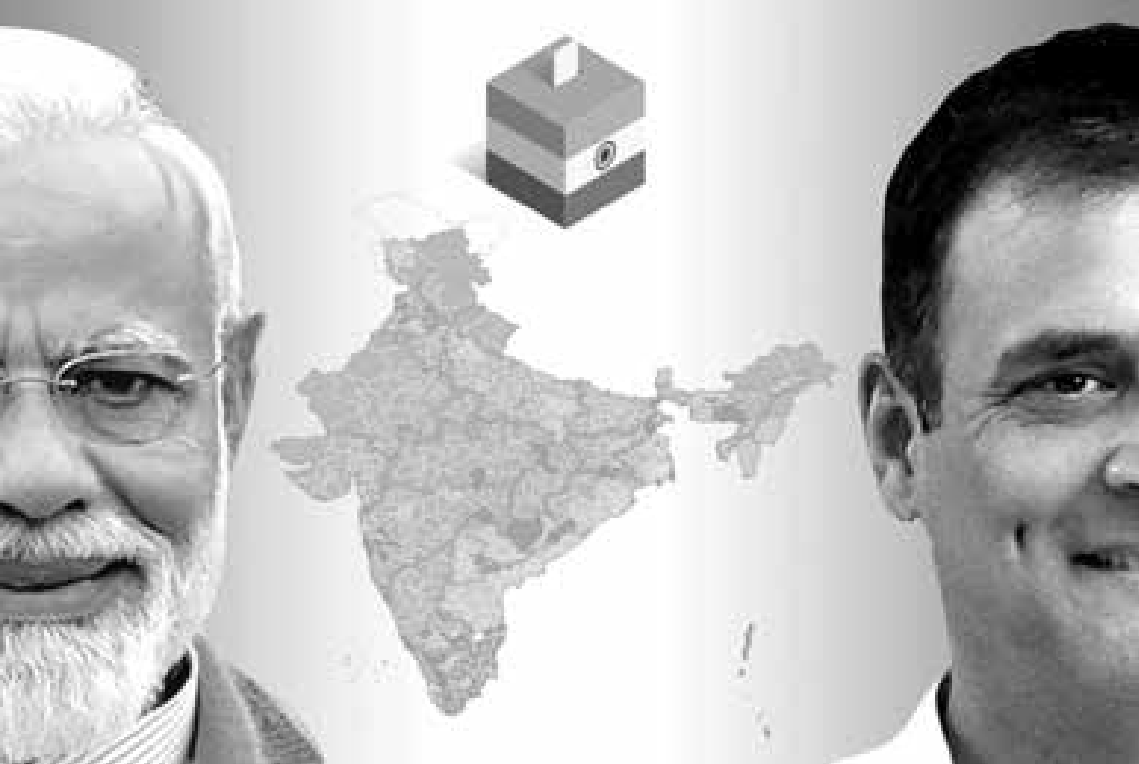
ভারত

সেলিম খান

ভারতের চারটি রাজ্যে প্রায় দেড় মাসব্যাপী নির্বাচন শেষ হয়েছে আজ রোববার (৩ ডিসেম্বর) ভোটের ফল প্রকাশের মধ্য দিয়ে। রোববার ভারতে সাপ্তাহিক ছুটি। ফলে সবই প্রায় বন্ধ থাকে। লোকজন সাধারণত বাড়িতেই থাকে। ভারতের চিভি চ্যানেলগুলো এই ভোটের ফলাফলকে এতটাই আকর্ষণীয় পন্থায় দর্শকদের কাছে উপস্থাপন করে যে, না দেখে উপায় থাকে না। টি-টোয়েন্টি ম্যাচের চেয়েও আকর্ষণীয়। আমরা যারা এই উপমহাদেশের রাজনীতি থেকে গা-বাচিয়ে চলা মধ্যবিত্ত, তাদের জন্য ছুটির দিনে আরামকদারায় গা এলিয়ে ভোটের ফল নিয়ে বিতর্কের মতো মুখরোচক কিছু এখনো আসেনি। অন্তত আমি তেমনটাই মনে করি। ভারতে চিভি চ্যানেলে এই আলোচনার গুরু অবশ্যই প্রণয় রায়। এই ‘বরিশ্যাইল্যা বাঙাল’ একে যে শিল্পরূপ দান করেছেন, তা–ই ভাঙিয়ে খাচ্ছে অন্যরা। এত কথা বলার উদ্দেশ্য একটাই, আজকের ভোট বিশ্লেষণে এনডিটিভিতে প্রণয় রায়, দোরাব আর সুপারিওয়াল, যোগেন্দ্র যাদব–এদের খুব মিস করেছি।

আর যে চার রাজ্য—রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও তেলঙ্গানায় ভোটের ফল প্রকাশ হয়েছে, সেটাকে বেশ কিছুদিন ধরে সেমিফাইনাল বলে প্রচার করছিল ভারতীয় গণমাধ্যম। বিষয়টা এমনই, এখানে যারা (বিজেপি বা কংগ্রেস) ভালো করবে, তারা ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে যাবে। জয়ের আশাবাদটা কংগ্রেসের দিক থেকেই বেশি ছিল। দলের নেতা রাহুল গান্ধীও বলে ফেললেন, চার রাজ্যেই কংগ্রেস জিতবে। খুব বেশি হলে রাজস্থানে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। গতকাল ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমানে এই প্রচার চালিয়ে গেছেন। কিন্তু ‘...মূর্তি ভাবে আমি দেব/ হাসে অন্তর্যামী’—এই কথাটা ওই নেতারা বোধহয় কখনো শোনেননি।

যে কারণে সকাল থেকে ফল প্রকাশের সাথে সাথে তাদের সবার মুখ শুকিয়ে চুন হয়ে গেছে। তবুও যতক্ষণ ২-২ চলছিল; অর্থাৎ, বিজেপি মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে এবং কংগ্রেস তেলঙ্গানা ও ছত্তিশগড়ে এগিয়ে, তখনো কিছুটা আশা ছিল। বেলা বাড়ার সাথে সাথে ছত্তিশগড়ে এগিয়ে যেতে থাকে বিজেপি। শেষমেষ কংগ্রেসের জন্য তেলঙ্গানা ছাড়া আর কিছুই রইল না। দিন শেষে



বিজেপি ৩–১ কংগ্রেস। স্কোরকার্ড দেখে কী বলবেন একে? ইনকামবেসি বা ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল থাকায় কংগ্রেস রাজস্থান ও ছত্তিশগড় হারাল। কিন্তু ১৮ বছর ক্ষমতায় থাকার পর মধ্যপ্রদেশে বিজেপির ভোট ও আসন দুই–ই বেড়েছে। অথচ উল্টোটাই হওয়া দম্ভর ছিল। তেলঙ্গানায়ও গরিষ্ঠতা এমন সূক্ষ্ম সূতোর ওপর দাঁড়িয়ে যে, কংগ্রেস কতদিন সেখানে সরকার টিকিয়ে রাখতে পারবে, তাতে সন্দেহ আছে।

আসলে এমনটা হলো কেন? জয়ের ব্যাপারে কংগ্রেসের নেতারা এতটা আত্মবিশ্বাসী হলেনই–বা কীভাবে? ইন্ডিয়া জোট করার পর? নাকি কর্ণাটকে বিজেপিকে গো-হারানো হারানোর পর? তাহলে কংগ্রেস নেতাদের প্রজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন তুললে কি কেউ কিছু মনে করবেন? মনে হয় না।

আসুন চার রাজ্যে ভোটের চিত্রটা দেখা যাক। মধ্যপ্রদেশ (বিজেপি ক্ষমতায়): বিজেপির ভোট ভাগ বেড়েছে ৯%, কিন্তু কংগ্রেসের কমেছে ০.৫%। রাজস্থান (কংগ্রেস ক্ষমতায়): কংগ্রেসের ভোট

একই রয়ে গেছে। তবে বিজেপি বেড়েছে ৩.৫%। ছত্তিশগড় (কংগ্রেস ক্ষমতায়): বিজেপির ভোট বেড়েছে ১৩%, পাশাপাশি কংগ্রেসের কমেছে ০.৪%। তেলঙ্গানা (টিআরএস ক্ষমতায়): কংগ্রেস ভোট বেড়েছে ১১.৪%। বিজেপিরও বেড়েছে ৮.৫%। অর্থাৎ, চার রাজ্যেই বিজেপির ভোট বেড়েছে। অন্যদিকে তিনটি রাজ্যে ভোট হারিয়েছে কংগ্রেস। ১৩৮ বছরের পুরোনো একটি দলের নেতারা এই হিসাবটা অনুমানই করতে পারলেন না! উল্টে ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর থাকলেন।

এর বাইরেও কংগ্রেসের ব্যর্থতার আরও অনেক কারণ আলোচনায় আছে। যেমন কেন্দ্রীয়ভাবে কংগ্রেস অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু রাজ্যের প্রধান নেতা তা মানেননি। মধ্যপ্রদেশের যে কমলনাথকে কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ভেবেছিল, তিনি এমন একজন টিভি অ্যাংকরকে ফ্লাইটে বসে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন, যাকে আগেই ইন্ডিয়া জোট বয়কট করেছিল। রাজস্থানে অশোক গেহলট ও শচীন পাইলটের

সমস্যা মেটাতে পারেনি কংগ্রেস। বরং প্রচারের সাথে সাথে দুই বড় নেতার মতপার্থক্যও প্রকট হয়েছে। একই অবস্থা ছত্তিশগড়ে। অন্যদিকে বিজেপির একক নেতৃত্বে শুধুই নরেন্দ্র মোদি। এর বাইরে কোনো মুখকেই তারা প্রচারের আলোয় আনেনি। এমনকি মধ্যপ্রদেশে দলের বিপুল জয়ের যে কারিগর শিবরাজ সিং চৌহান, তাঁকেও না। এ নিয়ে দলের মধ্যে টানাপোড়েন থাকলেও তা পান্ডা দেয়নি বিজেপি।

মধ্যপ্রদেশে কমলনাথকে দলের প্রধান মুখ করা যদি কংগ্রেসের বড় ভুল হয়, তাহলে এর বাইরে আছে দলের নরম হিন্দুত্ব নীতি, অনুপযুক্ত টিকিট বিতরণ, উৎসাহের অভাব, অত্যধিক আত্মবিশ্বাস। কমলনাথ ও কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব হয়তো ভেবেছিলেন—গতবার তাদের দলকে জের করে ক্ষমত্যাচ্যুত করার জন্য রাজ্যের মানুষ বিজেপিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে। কিন্তু ভোটের ফল প্রমাণ করে যারা ক্ষমতা পাওয়ার পরও ধরে রাখতে পারে না, তাদের ভোট দিয়ে লাভ নেই—

নির্বাচনী ইঁদুর দৌড়ের অন্তর্নিহিত বার্তা

শেখর ভট্টাচার্য

"আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে" কবিতাটি তারাপদ রায়ের লেখা। কবিতাটি আমরা অনেকেই বছবার পড়েছি। যতো দিন যাচ্ছে কবিতাটির প্রাসঙ্গিকতা বেড়ে যাচ্ছে দ্রুত। আমার ধারণা যে কোন মহৎ শিল্পের মতো এককবিতাটির আবেদন থেকে যাবে আরও অগণন বছর। প্রাসঙ্গিকতার কারণেই প্রতিদিন আমাদের কবিতাটি পড়তে হচ্ছে। সময়ের চালচিত্র বোঝার জন্য কালজয়ী কবিতাটি পড়ার প্রয়োজন এখন সবার। বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষকে যখন ক্ষমতার নেশায় পেয়ে বসেছে তখনই তারপদ রায়ের " আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে কবিতাটি অবশ্য পাঠ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষমতার স্বাদ আস্থাদন করার সব চেয়ে বড় সুযোগ আসে পাঁচ বছর পর পর।সঠিক দলে মনোয়ন পাওয়া অনেকটা লটারির টিকিট পাওয়ার মতো ব্যাপার। যদি সঠিক দলের মনোয়নের দৌড়ে আপনি এগিয়ে যেতে পারেন তাহলে আলাদিনের চেরাগ বাতি আপনার হাতে পৌঁছে যাবে। ক্ষমতা হাতে আসার পর কী কী ঘটবে তা' আপনি যেমন জানেন, সারা দেশবাসী এমন কী ইদানীং বিশ্ববাসীও খুব ভালো জানে। আলাদিনের চেরাগ বাতি হাতে পাওয়ার দৌড়ে তাই কেউ পিছিয়ে নেই।আসন্ন সংসদ নির্বাচনে মনোয়নম ফরম সংগ্রহের প্রবণতা দেখে সমাজে ক্ষমতার ক্ষুধা যে কতো অসীম হয়ে পড়েছে তা' অনুধাবন করতে কষ্ট হচ্ছেনা। ক্ষমতাবান হওয়ার জন্য বা ক্ষমতা পাওয়ার জন্য রীতিমতো ইঁদুরদৌড় চলছে দেশে। এ দৌড়ে বাদ ছিল না শিক্ষক, খেলোয়াড়, আইনজীবী, অভিনেতা, অভিনেত্রী, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, (অবঃ)সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা, নেতা, পাতিনেতা এবং খুদে নেতা। আমরা যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী, শিল্পী, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, এমন কী টিকটকারকে ভেবে ছিলাম নিষ্পাপ, ভেবেছিলাম "চোখের মনি", কিছু কিছু মানুষ তাদেরকে আইকোনিক চরিত্র হিসাবে গণ্য করতেন; এসমস্ত শব্দদের জিন্তে ডগায় লালো দেখে আমরা কিছুটা বিম্মিত হয়েছি। বিষয়টি শুধু রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রে সত্য তা' কিন্তু নয়, আমাদের জাতীয়, স্থানীয় শিল্প সংস্কৃতির লোক, শিক্ষক, কর্মচারীদের মুখাবয়বে প্রতিবারের মতো এবারও ক্ষমতা লাভের জন্য চোখ চক চক করতে দেখলাম।

আমাদের সর্বনাশের সবচেয়ে বড় উদাহরণ আমরা দেখেছি ১৯৮৪ সালে। মনে আছে মহামহিম কোরবান আলীর কথা। সর্বনাশের জ্বল জ্বলে তারা হয়ে এখনও তিনি জাতির সামনে উদাহরণ হয়ে আছেন। পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন ২৩ জুলাই ১৯৯৯০ সালে তবুও সর্বনাশের গোড়াপত্তনের কথা



৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮ সালের নির্বাচনের সময় সকালে ভোট দিয়ে বিজয় চিহ্ন দেখাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফাইল ছবি

মনে হলে কোরবান আলীর কথা মনে পড়ে সবার আগে । কোরবান আলীর রাজনৈতিক কারিয়ার ছিলো সত্যিকার অর্থে ফাল্গুন মাসের লোল পূর্ণিমার চাঁদের মতো। ১৯৫০ সালে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি আওয়ামী লীগের ঢাকা জেলার সভাপতি ছিলেন।যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ১৯৫৪ সালে মুসলীগঞ্জের লৌহজং-টক্কাবড়ী নির্বাচনী এলাকা থেকে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের ডেপুটি চীফ হুইপ ছিলেন।১৯৭০ সালে পাকিস্তান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী পরিচালনা ও প্রচার সেলের প্রধান ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের উপদেষ্টা ছিলেনতিনি। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি আওয়ামীলীগের প্রার্থী হিসেবে তৎকালীন ঢাক-৬

আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।এরকম একজন পোড় খাওয়া মানুষ যিনি অনেকের অনুসরন যোগ্য নেতা ছিলেন সেই কোরবান আলী যখন এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের মাঠ থেকে ডিগবাজি দিয়ে ১৯৮৪ সালের নির্বাচনের পূর্বে এরশাদের দরোয়া আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন দেশ বাসী বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলো। ওই যে একজন রাজনৈতিক নক্ষত্রের পতন হলো, সে পতন দেখে মানুষের আশ্বার মহাপ্রয়ান হলো এর থেকে কেনো জানি নেতাদের দিকে মানুষ যখন তাকায় তখন কিছুটা সন্দেহ থেকেই যায়।

কোরবান আলী চূরাশির নির্বাচনে সংসদ সদস্য হয়েছিলেন এর পর এরশাদের মন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতার স্বাদও গ্রহণ করেছেন। নব্বই সালের জুলাই মাসে তিনি পৃথিবী ছেড়ে গেছেন। এতো বর্ণাচ্য রাজনৈতিক জীবন যার মৃত্যুর পর তাঁকে মানুষ শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করতে পারেনা। কোরবান আলীর কথা মনে হলেই স্বার্থ সিদ্ধির রাজনীতি, ডিগবাজি দেয়া রাজনৈতিক নেতার কথা মনে হয়। তারাপদ রায়ের "আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে" কবিতাটি তখন বেশি বেশি করে আবৃত্তি করতে ইচ্ছা হয়।কোরবান আলীকে আমরা ভেবেছিলাম, আমাদের রাজনীতির

মাঠের একজন ত্যাগী খেলোয়াড়। তিনি কর্মী থেকে আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ পর্যন্ত অলঙ্কৃত করেছিলেন। এরকম একজন মানুষকে আদর্শ ভাবা যে কতো ভুল ছিলো তার ডিগবাজির পর নিবেদিত প্রাণ কর্মী এবং দেশের মানুষ বুঝতে পেরেছিলো। যাকে মানুষ ভক্তি শ্রদ্ধা ভরে তাকিয়ে দীর্ঘ দিন ত্যাগের বটবৃক্ষ মনে করেছিলো তার ডিগবাজি মানুষকে অধিক শোকে পাথরে পরিণত করে ফেলেছিলো। তারাপদ রায়ের কবিতার ভাষায়ঃ

"আমরা যে গাছটিকে কৃষ্ণচূড়া গাছ ভেবেছিলাম যার উদ্দেশ্যে রূপদ্রাী বিন্যাসে কয়েক অনুচ্ছেদ প্রশস্তি লিখেছিলাম গতকাল বলাই বাবু বললেন, 'ঐতি বাঁদরলাঠি গাছ'"

কোরবান আলীর পূর্বে যে আর কেউ যে ডিগবাজি দেননি, একথা বলা যাবেনা। তার পূর্বে এবং পরে অসংখ্য নেতা ডিগবাজি দিয়েছেন। পচাত্তরের পরে সামরিক ছাউনি থেকে যতো রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়েছিলো সব গুলো দলই নানা ভাবে ডিগবাজি দেয়া নেতাদের দিয়েই গঠণ করা হয়।পোড় খাওয়া, বর্ণিল রাজনৈতিক জীবনের কারণে কোরবান আলী এ'ক্ষেত্রে উদাহরণ বড় উদাহরণ হয়ে আছেন। তাকে জাতি কৃষ্ণচূড়া

রাজ্যের মানুষ এমনটাই ভেবেছে। ছত্তিশগড়ে বাঘেলাও হিন্দুত্বের লাইন নিয়ে টেনে উঠতে পারলেন না। পারবেন কীভাবে, আরএসএস-বিজেপির সাম্প্রদায়িক অ্যাজেন্ডা যে তাঁর চেয়ে অনেক শক্তিশালী ও কার্যকরী।

বিহারে জনগণনার সময় জাতি শুমারি বিষয়টি সামনে আনেন নীতিশ কুমার। বিজেপির ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্বকে রুখতে পাণ্ডা ব্যবস্থা ছিল এটা। যাতে প্রমাণ হয়, ভারতে ব্রক্ষণ্যবাদীরাই সবার চেয়ে সংখ্যালঘু। কংগ্রেস এই 'জাতি শুমারির বিষয়টি জনসাধারণের কাছে ঠিকমতো মার্কেটিং বা বিপণন করতে পারেনি। এর জন্য যে প্রস্তুতি, গবেষণা ও প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন, তার কিছুই ছিল না। ছিল শুধু অনুমোদন।

অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইন্ডিয়া জোট হলো। কিন্তু জোট যাদের চিরকালের অপছন্দ, তারা এটাকে সফল করবে কীভাবে? শরিক ও সমমনা দলগুলোকে তো মর্যাদা দিতে হবে। কংগ্রেস ভারতে সর্বশেষ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়েছিল ১৯৮৪ সালে, তা-ও ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর ভাবাবেগের জোয়ারে ভেসে, আর শিখ-বিদ্রোহে ভর করে। কিন্তু ৪০ বছরেও তারা সেটা ভুলতে পারেনি। এমনকি দলে একাধিক ভাঙনের পরও। অখিলেশ যাদবকে যেভাবে মধ্যপ্রদেশে আসন নিয়ে হেনস্তা হতে হয়েছে, তাতে ইন্ডিয়া জোট নিয়ে প্রশ্ন তুললে অন্তত কংগ্রেসের কোনো জবাব দেওয়ার থাকবে না।

৪ রাজ্যের তিনটিতেই বিজেপির কাছে ধরাশায়ী কংগ্রেস৪ রাজ্যের তিনটিতেই বিজেপির কাছে ধরাশায়ী কংগ্রেস

সর্বোপরি দলের শীর্ষ নেতা মল্লিকার্জুন খাড়াগে, না সোনিয়া–রাহুল–প্রিয়াঙ্কা—এই নিয়ে কিন্তু ধোঁয়াশা দূর হয়নি। হারের পর খাড়গের করা টুইটে এক কংগ্রেস সমর্থক লিখেছেন, ‘আপনাদের ধারেকাছে তো পৌঁছানোই যায় না। ১০ বছর ক্ষমতার বাইরে থাকার পরও যদি কংগ্রেস নেতারা এখনো এই অবস্থায় থাকেন তাহলে তাঁরা কবে শিক্ষা নেনেব?’

চার রাজ্যের ফলাফলের আভাস পাওয়ার সাথে সাথে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডেকেছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। ৬ ডিসেম্বর বৈঠক। দিনটি বারবি মসজিদ ধ্বংসের দিন। ফলে দিনটার একটা গুরুত্ব আছে। রাহুল গান্ধী ভোটারদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নতুন করে লড়াই শুরুর কথা বলেছেন। দুই নেতা কী এই ফলাফল থেকে এটা বুঝতে পেরেছেন যে, ইন্ডিয়া জোটের রাজনীতিতে কংগ্রেসের দাদাগিরি দলকে না। তাদের এখন শরিকদের কয়েক ছটাক জয়গা ছাড়লে চলবে না, বিহার পর বিধা জমি ছাড়ার মানসিকতা থাকতে হবে। যদি আসলেই তাঁরা ২০২৪-এ ৫৬ ইঞ্চির নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে লড়তে চান।

বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্ক কি এতই ঠুনকো?

নিশীথ সিংহ রায়

যে দু'টি বিষয় নিয়ে এই প্রতিবেদন সেই দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি খুবই স্পর্শকাতর এবং তার জন্য বাংলাদেশ-ভারত দুই অভিন্ন হৃদয় বন্ধু রাষ্ট্রের এতদিনের সুসম্পর্কের চরম অবনতি হচ্ছে বা এখনও হয়ে চলেছে যাতে ভারত-বাংলাদেশ দুই রাষ্ট্র এবং তার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ জড়িত নয়। তবুও এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি থেকে আমরা বেড়িয়ে আসতে পারছি না। কেবলমাত্র কতিপয় মানুষের অবিমু্যকর কাজের জন্য। কারণ, একটি সামান্য খেলা তাও বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে নয় তৃতীয় একটি দেশ অস্ট্রেলিয়ার সাথে ভারতের খেলা, তাকে নিয়ে আমরা দুই প্রতিবেশী দেশ বিবাদে লিপ্ত হচ্ছি। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে বাঙালি মানে দুই বাংলারই বাঙালির আবেগে আঘাত করা। বাঙালির সেই আবেগের নাম বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। যিনি দুই বাংলায় শুধু জনপ্রিয়ই নয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে যাঁর নাম উচ্চারিত হয়, যাঁকে দুই বাংলার মানুষ হৃদয়ে বসিয়ে রেখেছে সেই কাজী নজরুলের 'কারার ঐ লৌহকপাট' গানটির সুর পাল্টানোর অভিযোগ নিয়ে জনগণ বেশ ক্ষিপ্ত। এই গানের ব্যাপারেও দুই রাষ্ট্র বা তার জনগণ কোনোভাবেই জড়িত নয় কিন্তু সেখানেও বাঙালি এক চরম অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে পড়ছে। প্রথমে আমরা যেটি এই মুহূর্তে শুধু দুই বাংলার মধ্যে নয় দুই দেশ বাংলাদেশ, ভারতের কাছে অনভিপ্রেত এক জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই ভারত-অস্ট্রেলিয়ার ওয়ান ডে ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলার পরবর্তী অধ্যায়টা একটু দেখি।

ভারত-অস্ট্রেলিয়ার ওয়ান ডে ক্রিকেট ফাইনাল! যাতে ভারত হেরে যায়। আর এই ফাইনাল খেলাটিও ঘটে গেছে বেশ কিছুদিন আগে এবং তারপরেও ভারত-অস্ট্রেলিয়ার পাঁচ ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজও চলাছে যার ফলাফল সবার জানা। এটা নিয়ে কিন্তু কারুর কোনো মাথাব্যথা নেই। যত গোলমাল ওই ওয়ান ডে ক্রিকেটের ফাইনালে ভারতের হারা নিয়ে। এর একটা কারণ অবশ্যই বাংলাদেশও এই টুর্নামেন্টে ছিল এবং দুর্ভাগ্যবশত তারা গ্রুপ লিগ থেকে বিদায় নেয়। ভারত গ্রুপ পর্যায়ে ও সেমিফাইনালে বিরাট আধিপত্য দেখিয়ে ফাইনালে ওঠে এবং ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে যায়। আর ভারত হেরে যেতেই বাংলাদেশের কিছু অবিবেচক মানুষ (ক্রিকেট ভক্ত) ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্বদোগার করতে শুরু করে। হতে পারে যারা এসব করছে সেসব কতিপয় মানুষ হতাশার বশবর্তী হয়ে করছে। তারা ভুলে গেছে দু'দেশের এতদিনের সুসম্পর্কের কথা। তারা ভুলে গেছে 'আমরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম'। আর ঠিক একই ভাবে ভারতেরও কিছু উগ্র দেশপ্রেমিক মানুষ পাল্টা উত্তর দিতে থাকে। এরা কেউই খেলাটাকে নিছক একটা খেলা না ভেবে তাকে জাতীয় ইস্যু করে নিয়ে ভারত এতদিন বাংলাদেশকে কিভাবে সাহায্য করে গেছে তার ফিরিস্তি দিতে শুরু করে। আর এর পরিণতিতে দুই দেশের সম্পর্ক আজ খাদের কিনারায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সবকিছুই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করে দিতে পারে না তাই এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচার একটাই পথ দুই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের এক্ষুনি এগিয়ে আসা উচিত। এতদিনের সৌহার্দ্য, পরস্পরা কি এতই ঠুনকো যে একটা খেলা সেটাকে নষ্ট করে দেবে এটাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আজ আমাদের। আর আমি নিজেও এতদিন এব্যাপারে লেখার কোনো তাগিদ অনুভব করিনি। কারণ আমি জানি যে কেউ আমার দেশকে খারাপ বললেই আমরা



দেশ খারাপ হয়ে যাবে না! আর বাংলাদেশকে আমি মনেপ্রানে ভালোবাসি কারণ আমরা একই বৃন্তের দুটি কুসুম। তাই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে স্বপ্নেও খারাপ ভাবতে পারিনা। তাহলে এতদিন বাদে লিখতে বসলাম কেন? এব্যাপারে লেখার অনুপ্রেরণা পেলাম দুই দেশের গণমাধ্যমের বিভিন্ন ক্ষেত্র দেখে। যা ঘটে চলেছে তাতে আমি সত্যিই খুব ব্যথিত। তাই, না লিখে পারলাম না। কেনো দুই বাংলার মানুষ বুঝতে পারছে না কাঁটাতারের বেড়া ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোনও প্রভেদ নেই। ওটা রাজনৈতিক কাঁটাতার। আমাদের আচার-আচরণ, বেশভূষা, ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক চিত্র এমনকি জলবায়ু সব এক। কাঁটাতারটা উঠে গেলে তখন চিনতে পারবেন কে ভারতীয় বাঙালি আর কে বাংলাদেশের বাঙালি? দুই বাংলার পরস্পরের মধ্যে এই কান্দা ছোঁড়াছুড়ি এখন এমন পর্যায়ে গেছে যে সেটা হেঁসেলের মধ্যে ঢুকে আমাদের দু'বেলার গ্রাসের সঙ্গে পেটে যাচ্ছে আর আমরা টেকুর তুলে যাচ্ছি। যা দু'দেশের কাছে সত্যিই খুব বেদনাদায়ক। এবার আমাদের থামা উচিত। তাই লিখতে বসলাম আর কিছুটা অনুপ্রেরণা পেলাম কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখে। এখন মনে হচ্ছে আমাদের এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে।

প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগলো যে খেলা অবলম্বন করে ভারত-বাংলাদেশ আরও সুনির্দিষ্ট ভাবে বললে ভারতের অঙ্গ রাজ্য বাংলাভাষী পশ্চিমবঙ্গের সাথে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাভাষী বাংলাদেশের এতদিনের সুসম্পর্কের চরম অবনতি, সেটা কি একান্তই কাম্য? দুটি অভিন্ন হৃদয় বাংলাদেশ-ভারত বন্ধু রাষ্ট্রের মধ্যে তৃতীয় একটি রাষ্ট্রের খেলা নিয়ে এতদিনের সুসম্পর্কের চরম অবনতি সত্যিই কি আপামর বাঙালি মেনে নিচ্ছে? না, মানছে না। নীরব থাকা মানেই মেনে নেওয়া নয়। যাই হোক এখন যা ঘটছে মানে একটা খেলা, সামান্য একটা খেলা একটা দেশ বা জাতির জীবনযাত্রার আবাহমান শ্রোতের ধারাকে এরকম ভাবে পাল্টে দিতে পারে? যে খেলায় হার-জিত আছে সেখানে তো স্বাভাবিক ভাবেই একপক্ষ জিতবে আর একপক্ষ হারবেই। এটা কেনো ব্যতিক্রম ঘটনা নয়, এটাই বাস্তব। আর সেটা নিয়ে এত বিতর্ক! আবার বলছি তাও খেলাটা কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের সাথে হয়নি, হয়েছে অন্য মহাদেশের অন্য একটি দেশের সাথে যার কারণে আমাদের মানে দুই বঙ্গের মানুষের ধর্ম, বর্ণ,

ভাষা, সংস্কৃতি এমনকি জলবায়ু কোনো কিছুতেই কোনো মিল নেই। যেখানে আমাদের দুই বাংলার সবকিছুতেই মিল সেখানে কেনো একটি তৃতীয় রাষ্ট্র নিয়ে আমরা প্রতিবেশী দুই দেশ বিশেষত দুই বাঙালী পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হবো? আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি সবকিছুতে মিল থাকলেও বর্তমানে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র যা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত। যদিও তাদের আভাস্তরীণ ব্যাপারে কোনও কথা বলার নৈতিক অধিকার আমার বা আমাদের নেই কিন্তু বাঙালি বা ভারতীয়দের ক্ষেত্রে একটা কথা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। যা হলো বাংলাদেশের মানুষ বা গণমাধ্যমগুলি যা ভাবছে যা ওরা যেটা করছে তার পাল্টা জবাব দিতে ভারতীয় বা বাঙালিরা কেনো এত উদগ্রীব? এখন যেন মনে হচ্ছে 'শক-ছন-দল পাঠান-মোগল এক দহেে হলো লীন" এই কথাগুলি কি আদৌও আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় আছে? না, 'মোরা এক বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মোসলমান' ভারতের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন? উপরোক্ত যে দুই কবির নাম নিলাম তাদের নাম নেওয়ার কারণ এনারা শুধু জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের একতার কথা বলে গেছেন তা নয় আরও কারণ এঁদের মধ্যে প্রথম জন অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের মতো সক্রিয়দেশী দেশ বাংলাভাষী বাংলাদেশেরও জাতীয় স্বপ্নীতের জনক এবং দ্বিতীয়জন অর্থাৎ কাজী নজরুল ইসলাম স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন হবার পরে বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন এবং এই তত্ত্ব দু'টি আমরা সব বাঙালি বা ভারতীয়রা জানি। আর আমরা কথায় কথায় এঁদের বাণীও উদ্ধৃতি করি কারণ এনারা নাকি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আপামর বাঙালির মননে-চিত্তনে-স্বপনে সদা বিরাজমান। আর একজন কবিও একই কথা বলেছেন 'বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান' তিনি হলেন অতুল প্রসাদ সেন। আর এই তিনজনের সাথে দুই দেশেরই কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে। কিন্তু আজ দুই বঙ্গের বাঙালির অভিব্যক্তি, তাদের মানসিক অবস্থা দেখলে মনে হচ্ছে আমরা কি সত্যিই এই সমস্ত প্রথিতযশা লেখকদের লেখা মননে-চিত্তনে-স্বপনে ধারণ করছি না শুধুমাত্র আমাদের পাঠ্য বইয়ের মধ্যে তার সীমাবদ্ধতা রেখে আমরা নিজেদের প্রয়োজনে, শুধুমাত্র নিজেদের প্রয়োজনে যখন যেমন তখন তেমন এদের ব্যবহার করি। এই ক্ষেত্রে আগেই বলেছি কাজী নজরুল ইসলামের কথা। যাঁর 'কারার ঐ

লৌহকপাট----' গানের সুর পাল্টানো নিয়ে দুই বাংলার (দুই দেশের) তথাকথিত বিন্দ্ব্ধ মানুষজন সোচ্চারে গলা ফাটাচ্ছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় এর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করা, গ্রন্থপের পর গ্রন্থ খুলে চারিদিকে সভা-সমিতি করে সই সংগ্রহ ইত্যাদি আরও কত কি চলছে। সবার একটাই কথা প্রতিবাদ সর্বাঙ্গাক করতেই হবে, বাঙালির আবেগে আঘাত করা, আমরা এর শেষ দেখেই ছাড়বো। এসব আর কি। এই অধমও যেমন কলকাতা প্রেস ক্লাব থেকে আরম্ভ করে কাকদ্বীপ বা কার্শিয়াং এর বিভিন্ন প্রতিবাদ সভায় আমন্ত্রিত পেয়েই যাচ্ছে। কারণ, নজরুল আমাদের প্রাণের কবি তাঁর গানের সুর পাল্টানো (সবার কথায় বিকৃতি) মানে বাঙালির মনে আঘাত করা তা আমরা সহ্য করবো কেনো? সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছি আমরা কি সবাই এতটা নজরুল ভক্ত! যদি তাই হতাম, তাহলে কি দুই বাংলার মধ্যে পরিস্থিতি আজ এইরকম হতো? নজরুলের 'কারার ঐ লৌহকপাট' গানের সুর পাল্টানো আর ওই ক্রিকেট খেলা নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বেশ একটা মিল আছে। ক্রিকেট খেলা নিয়ে দুই দেশের অল্প সংখ্যক মানুষ অপর দেশের বিরুদ্ধে বলে যাচ্ছে। আর এখানে দুই দেশের অল্প সংখ্যক মানুষ নজরুল ইসলামের গানের সুর পাল্টানোর প্রতিবাদে তাঁর প্রতি ভালোবাসা, আবেগে এসব করছে। আর বেশিরভাগ মানুষ এই দুই পরিস্থিতির নিয়ে এক হেশ চুপ আছে অথবা মজা নিচ্ছে। একটা কথা আমরা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বাঙালিরা সত্যিই কি নজরুলকে ভালোবাসে এসব করছি না এর পিছনেও হয়তো ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা অন্য কোনো কারণ আছে? এখানে একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন নজরুল ইসলাম ছিলেন অসাম্প্রদায়িক, মানবিকগুণ সম্পন্ন মহান বিপ্লবী ও রবীন্দ্র পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কবি। আর তাকে নিয়ে রাজনীতি বা ধর্মীয় কার্যকলাপ যদি হয় সেটা হবে খুবই নিম্ন রুচীর পরিচয়।

এবার ক্রিকেটীয় ব্যাপারে বাংলাদেশের অবস্থান ভারতের দিক থেকে একটু বিশ্লেষণ করি। আমরা তো এটা ভাবতে পারি বাংলাদেশীরা ভাল ক্রিকেটের ভক্ত অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়া ভাল খেলে ভারতকে হারিয়েছে তাই আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বা যেটা আগে বলেছি বাংলাদেশীদের হতাশার বহিঃপ্রকাশ। ফুটবল বিশ্বকাপের সময়ও আমরা দেখেছি বিশ্বের সব দেশের মতো বাংলাদেশী ফুটবল ভক্তরাও রাজিল ও আর্জেন্টিনা দুই দেশের পক্ষে বিভক্ত হয়ে

গিয়েছিল। এখানেও আমরা তাই ভাবিনা কেন। আর কিছু মানুষের ভারতের বিরুদ্ধে যে অতিরিক্ত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখেছি সেটাকে আমরা ধরে নিই না আমাদের পাঁচটা আঙুলের মতো, তারা যেমন সমান নয় তেমন আর কি। আর ভারতীয় রূগাররাও একটু শুভবুদ্ধির পরিচয় দিক। বাংলাদেশের কিছু মানুষ কি বলছে তা ধর্তব্যের মধ্যে না এনে দুইদেশের ঐক্যের কথা তুলে ধরুক। তা নয়, ভারত বাংলাদেশের জন্য কি কি করেছে তার ফিরিস্তি দিতে বসেছে। তাতে কোনো ঘটনা বাদ নেই '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ থেকে হালফিল পোঁয়াজ, রেল ইঞ্জিন দেওয়া কিছু বাদ নেই সব, সব। আর বাংলাদেশীরাও তার পাল্টা দিচ্ছে। ভারতের পর্যটন শিল্প যে অনেকটা বাংলাদেশের ওপর নির্ভরশীল বা ভারতীয় হাসপাতালগুলি বাংলাদেশের রুগীর ওপর নির্ভরশীল সে কথাও বলতে ভুল করছে না। একেবার সেই একই পরিবার দুই ভাইয়ের বিবাদে যেমন হয়, তেমন আরকি। এক ভাই যদি আর এক ভাইকে প্রতিদ্বন্দ্বি ভেবে বিবাদে লিপ্ত হয় তাতে শুধু নিজেদের ক্ষতি হয় না আশেপাশের মানুষজনও এই বিবাদের সুযোগ নিতে কসুর করে না। তাই ভারতীয় এবং বাংলাদেশের রূগারদের কাছে অনুরোধ এটা অনুধাবন করুন আপনার প্রতিবেশীর সাথে সম্ভাব না থাকলে যেমন আপনার নিজের অসুবিধা ঠিক তেমনই আমাদের দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সম্ভাব না থাকলে শুধু কোনো একটি ক্ষতি হবে না দুই দেশেরই ক্ষতি হবে। বাংলাদেশেরও যেমন ক্ষতি হবে ভারতেরও তাই হবে। ঠিক যেমন ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে যা ঘটে চলেছে। দেখছি কোচবিহারের রাস মেলার বাংলাদেশের স্টল থেকে জিনিস কিনতে বাধা দিচ্ছে স্থানীয় বাঙালীরা। এতে কি সত্যিই ভারতের সুনাম বাড়ছে না অর্থনৈতিক লাভ হচ্ছে?

অনেকে বলছ বাংলাদেশের কিছু মানুষের এই উগ্র ভারত বিরোধিতার কারণ নাকি অন্য। সেখানে নাকি রাজনৈতিক বা ধর্মীয় এরকম কোনো কারণ আছে? হ্যাঁ, সোশ্যাল মিডিয়া বা কাজজে একটা খবর দেখছি বাংলাদেশ নাকি রাজনৈতিক ভাবে এতে ঈশ্বান যোগাচ্ছে। তা হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। আবার একই কথা তো ভারতের ক্ষেত্রেও খাটে। বাংলাদেশ একটি পররাষ্ট্র, তাদের নীতি নির্ধারণের অধিকার তাদের নিজস্ব ব্যাপার। আগেই উদাহরণ দিয়েছি অবিভক্ত ভারতের ঐতিহ্য তো সে কথা বলে না। এই ভারতের মাটিতে হাজার বছর ধরে বিশেষীরা এসেছে এবং তারা মূল শ্রোতে মিশে গেছে। এটাই তো আমাদের পরস্পরা। আর আমরা তো বলি পরস্পরা বা ঐতিহ্য দেখে বোঝা যায় তার গরিমা। আর আমাদের ভারতবর্ষের পরস্পরা বা ঐতিহ্য হচ্ছে সহনশীলতা। অপরের প্রতি রাগ, ক্রোধ বা হিংসা নয়। যুদ্ধ দিয়ে সাময়িক জয় করা যায় কিন্তু চিরস্থায়ী ভাবে নয় সেখানে ভালোবাসা, সমবেদনা দিয়ে বা মানবিকতার ধ্বজা উড়িয়ে সর্বশ্ব জয় করা যায়।

যেমন এই ঘোর মুছর্তেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন ভারতের প্রতিবেশী নাগরিকরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে যেন দুই দিনের মধ্যে ভিসা পায় সেটা দেখা হচ্ছে। এটাকে রাজনৈতিক ভাবে না দেখে সহনশীলতার আদর্শ উদাহরণ হিসেবেও তো দেখা যেতে পারে। কে কি বলছে বা করছে জানি না আমরা দুই দেশ আমাদের চিরাচরিত আদর্শ থেকে বিচ্যূত হবো না এটাই তো আমাদের মহানুভবতা। আমাদের ঐতিহ্য বা পরস্পরা সেই কথাকেই সাপোর্ট করে। আমরা পরস্পরে সেটাই ভাবি বা করি তাহলে তো বাংলাদেশের কোনো ব্যাপার নেই। তাই পরস্পরে ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়ে আমরা আমাদের দেশের উন্নতি নিয়ে ভাবি। লিপ্ত হই গঠনমূলক কাজে। যা অপরের সমালোচনা বা ধ্বংসাত্মকমূলক কাজের মাধ্যমে সম্ভব নয়।

প্রথম আলো'র ভোটিং পোল, কিছু জিজ্ঞাসা এবং

কাকন রেজা

৩০ নভেম্বর ছিলো বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিন। সেদিন বাংলাদেশের 'প্রথম আলো' তাদের একটা অনলাইন পোল এর ফল প্রকাশ করে। পোল এর প্রশ্নটি ছিলো 'সিইসি'র নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্যতার প্রচেষ্টা সম্পর্কে। কথিত সেই প্রচেষ্টার বিপক্ষে ভোট পরে ৮৪ শতাংশ এবং পক্ষে ১৫ শতাংশ। ১ শতাংশ কোনো উত্তর দেননি। আমি এই পোলিংয়ের পক্ষে বিপক্ষে কোনো কিছু না বলে সেদিনের 'প্রথম আলো'র দুটি খবরের শিরোনাম তুলে দিই। প্রথমটি হলো, 'নোয়াখালী-১ আসন- আলীগ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা নেওয়ার সময় বিজয়চিহ্ন দেখালেন ইউএনও'। দ্বিতীয়টি হলো চট্টগ্রামের বাঁশখালি আসনের বিষয়ে এবং শিরোনাম হলো, 'আচরণবিধি ভঙ্গ হয়েছে কি না, জানতে চাওয়ামাত্র সাংবাদিককে পেটালেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী'। খবরের ভেতরে বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে রিটার্নিং অফিসারকে জানালো তিনি বলেন, ব্যাপারটি দেখছি। আচ্ছা, এখন পর্যন্ত সাংবাদিক পেটানো, নির্যাতন কিংবা হত্যার বিষয়ে 'দেখাদেখি'র বাইরে খুব বেশি কিছু হয়েছে কি?

না হলেও খুব বেশি সমস্যা নেই। কারন, 'দেখাদেখি' পর্যন্তই সাংবাদিকদের কাছে যথেষ্ট বলে মনে হয়। এর বাইরে তাদের খুব বেশি মুভমেন্ট দৃশ্যমানতা

পায়নি। কিন্তু তারপরেও বাংলাদেশের অনেক সাংবাদিকই বেশ ভালো আছেন। সাংবাদিকতার যে মূল কাজ ক্ষমতাকেন্দ্রকে চ্যালেঞ্জ করা, তার ধার-কাছে না গিয়েও অনেক সাংবাদিকই ঝালে-ঝোলে বেশ দিন কাটাচ্ছেন। নামে মাত্র বেতন পেয়ে কিংবা না পেয়েও তারা দিব্যি আছেন। কীভাবে আছেন তার আর ব্যাখ্যা না করি, জানা বিষয় ব্যাখ্যা করার কিছু নেই। 'পেটে খেলে পিঠে সয়' এ কথাটি অন্যক্ষেত্রে না হলেও দেশের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অনেকটাই সত্যি। ঝোলে-ঝোলে দিন কাটানো 'খুশবন্ত' সাংবাদিকদের ব্যতিরেকেও বাংলাদেশে প্রচুর গণমাধ্যমকর্মী রয়েছেন, যারা ঝোল-ঝাল থেকে অনেক দূরে। কিন্তু তাদেরও 'পেটে খেলে পিঠে সয় অবস্থা'। চ্যালেঞ্জ করতে গেলেই চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়। কারণ মালিকপক্ষ তো সেই ঝোল-ঝালেরই অংশ। যার ফলে তাদের নিজেদের চাকরি, তথা পেট বাঁচাতে দাঁত কামড়ে সয়ে যেতে হয়।

এখন আসি ইউএনও সাহেবের ভি চিহ্নের ব্যাপারে। ওই বেচারা দূরদর্শী বলেই ভি চিহ্ন দেখিয়েছেন। হয়তো তার জোতিষবিদ্যাও জানা আছে। অবশ্য এ নির্বাচনের ফলাফলের ব্যাপারে দেশের শতভাগ মানুষকেই জ্যোতিষ বলা যায়। কারণ তারা জানে এ নির্বাচন হলে তার ফলাফল কী হতে পারে। এ ব্যাপারে কারোরাই কোনো সংশয় বা দ্বিধা নেই। সুতরাং 'প্রথম আলো'র সিইসি'র প্রচেষ্টা



বিষয়ক পোল মূলত অর্থহীন। যে নির্বাচনের ফলাফল সবাই জানে, সেখানে সুষ্ঠু, অবাধ ইত্যাদিসব প্রশ্ন বাহ্যল্য ছাড়া আর কিছু নয়। 'প্রীতি ম্যাচে' যা হয় আর কী। সুতরাং এমন সব প্রশ্নের অবতারণা করার অর্থ হলো মানুষকে বিরত করা। বিরত কেন হতে হয়, তা শিক্ষা কারিকুলাম নিয়ে যে দু'একজন প্রশ্ন

তুলেছিলেন তাদের পরিণতি দেখলেই বোঝা যায়। বিএসএমএমইউ এর গোন্ড মেডেলিস্ট চিকিৎসকের সাময়িক বরখাস্তের নির্দেশই তা বুঝিয়ে দেয়। সঙ্গতই 'প্রশ্ন করা মানা, সে বিষয়টি জানা', অতএব জানা বিষয়ে 'প্রথম আলো'র এমন পোলে মত প্রদান আমজনতার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে।

▶ কী দরকার সাধারণ মানুষকে গিনিপিগ বানানোর। পরীক্ষাগারের

গিনিপিগদের শেষ পরিণতি

তো সকলের জানা। তারচেয়ে

বরং উত্তর কোরিয়া ষ্টাইলে

টিউনড হয়ে যাওয়াই ভালো।

কী দরকার সাধারণ মানুষকে গিনিপিগ বানানোর। পরীক্ষাগারের গিনিপিগদের শেষ পরিণতি তো সকলের জানা। তারচেয়ে বরং উত্তর কোরিয়া ষ্টাইলে টিউনড হয়ে যাওয়াই ভালো। বাইরে কোনো কথা নেই। ঘরেও কথা বলতে হবে ফিসফিসিয়ে, যাতে অন্য কেউ শুনে না ফেলে। 'বোবার শত্রু নেই' প্রবাদটি উত্তর কোরিয়ার জন্য একেবারে পারফেক্ট। এটা সবার জন্যই পারফেক্ট এবং আমাদের জন্যও। আমাদেরও বুঝতে হবে 'বোবার শত্রু নেই'। আর সে কারণেই 'প্রথম আলো'র এমন ভোটিং পোলের ফাঁদে পা না দেয়াই উত্তম। ভাগ্যিস 'প্রথম আলো' ভোটারদের পরিচয় প্রকাশের বিষয়টি রাখেনি। রাখলে... তাহলেই হয়েছিলো।

তবে সাধারণ মানুষ নয় মাঝেমধ্যে প্রার্থীরাও পোল এর ভোটের মতন বিপজ্জনক কথা বলে ফেলেন। উদাহরণ

দিই 'দৈনিক মানবজমিন' এর একটি খবর থেকে। ঢাকা ১০ আসনে শাসকদলের প্রার্থী চিত্রনায়ক ফেরদৌসকে উদ্ধৃত করে খবরের শিরোনাম করেছে মানবজমিন অনলাইন। শিরোনাম অনুযায়ী ফেরদৌস বলেছেন, 'ভোটের উৎসব ফিরিয়ে আনবো' এমন কথা। একটা বিজ্ঞাপন ছিলো না, 'ঘরের কথা পরে জানলো কেমনে' ব্যাপারটি অনেকটা সেরকমই। ফেরদৌস প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন বিগত সময়ে ভোট ছিলো উৎসববিহীন। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছিলাম, ভোট মানেই মাসব্যাপী এক জমজমাট উৎসব। চায়ের দোকানে ভীড়, নির্বাচনী অফিসগুলোতে গিজগিজে মানুষ। আর ভোটের দিন তো রীতিমত সাজসাজ রব। ভোটকেন্দ্রের বাইরে রীতিমত মেলা বসে যেত। রকমারি জিনিসের পসরা নিয়ে দোকান খুলে বসতো দোকানিরা। এই অবস্থা কিছুটা ষ্টাইলে টিউনড হয়ে যাওয়াই ভালো। বাইরে কোনো কথা নেই। ঘরেও কথা বলতে হবে ফিসফিসিয়ে, যাতে অন্য কেউ শুনে না ফেলে। 'বোবার শত্রু নেই' প্রবাদটি উত্তর কোরিয়ার জন্য একেবারে পারফেক্ট। এটা সবার জন্যই পারফেক্ট এবং আমাদের জন্যও। আমাদেরও বুঝতে হবে 'বোবার শত্রু নেই'। আর সে কারণেই 'প্রথম আলো'র এমন ভোটিং পোলের ফাঁদে পা না দেয়াই উত্তম। ভাগ্যিস 'প্রথম আলো' ভোটারদের পরিচয় প্রকাশের বিষয়টি রাখেনি। রাখলে... তাহলেই হয়েছিলো। তবে সাধারণ মানুষ নয় মাঝেমধ্যে প্রার্থীরাও পোল এর ভোটের মতন বিপজ্জনক কথা বলে ফেলেন। উদাহরণ

Law Offices এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্য

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নি আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন



Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নি মইন চৌধুরী

আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদের সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নিরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত



Timothy Bompert, Esq.
Attorney at Law



গাড়ী দুর্ঘটনা
বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
ট্রিপ এন্ড ফল
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন

৯১৭-২৮২-৯২৫৬

কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
স্লিপ এন্ড ফল
হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ভিসা পোর্টেশন কেইসেস
- ইন্ভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি ন্যূনতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompert

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompert is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

সবার অংশগ্রহণে নির্বাচন অংশগ্রহণ- মূলক হতে হবে

আবারও আহবান জাতিসংঘের
উত্তর আমেরিকা অফিস

সবার অংশগ্রহণে বাংলাদেশে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হতে হবে। ১ ডিসেম্বর শুক্রবার একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজাররিক বলেছেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন হতে হবে শান্তিপূর্ণ ও সবার অংশগ্রহণে। তার কাছে একজন সাংবাদিক জানতে চান, জাতিসংঘ ও যুক্তরাষ্ট্র সহ গণতান্ত্রিক বিশ্ব বাংলাদেশে একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চায়। ৩০ নভেম্বর নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে প্রায় তিন হাজার বাংলাদেশি আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন। আপনারা সব সময় বাংলাদেশে অংশগ্রহণ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের আহবান জানিয়ে আসছেন। আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন হতে যাচ্ছে- এটা বলার জন্য কি এই পরিস্থিতি জাতিসংঘের জন্য যথেষ্ট নয়? এ প্রশ্নের জবাবে মুখপাত্র বলেন, আমি আপনাকে আগে যা বলেছি, তাই বলবো। বাংলাদেশি অন্য কিছু সাংবাদিককে মহাসচিবের পক্ষ থেকে বলেছি- আসন্ন নির্বাচন, যা হতে যাচ্ছে- তাতে যারা অংশগ্রহণ করছেন, এর অংশীদার, জনগণ, বিভিন্ন দল, মিডিয়া সবাইকে শান্তিপূর্ণ, অংশগ্রহণমূলক এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানকে উৎসাহিত করতে হবে।

এ পর্যায়ে তার কাছে আরেক প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়, নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনে আগ্রহী বাংলাদেশি জনগণ। ক্ষমতাসীন দল অভিযোগ করছে বিএনপিসহ অল্প কয়েকটি দল ২৮ অক্টোবর থেকে হরতাল, অবরোধের নামে জনজীবনে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করছে। রাজনীতির নামে এমন বিচ্ছিন্ন ঘটনায় জাতিসংঘের কি কোনো পরামর্শ আছে?

এ প্রশ্নের জবাবে স্টিফেন ডুজাররিক বলেন, নির্বাচনে জড়িত সবাই, সরকার, বিরোধী দল, সাংবাদিক, নাগরিক সমাজ সবাইকে একসঙ্গে এটা নিশ্চিত করতে হবে যাতে জনগণ অবাধে নিজেদের মত প্রকাশ করতে পারেন, অবাধে ভোট দিতে পারেন এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হতে হবে সবার অংশগ্রহণে ও শান্তিপূর্ণভাবে।

মাছ বিক্রি ও পেনশন ভাতায় চলেন ইবরাহিম

নির্বাচনী হলফনামার তথ্য

ঢাকা অফিস

আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া)



আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম। তাঁর আয়ের উৎস মাছ বিক্রি এবং সরকারের কাছ থেকে পাওয়া পেনশন ও ভাতা। রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দেওয়া হলফনামায় এ তথ্য জানিয়েছেন তিনি।

সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিমের হলফনামা থেকে জানা যায়, তিনি পেতৃত্ব জলাশয়ের মাছ বিক্রি থেকে বার্ষিক আয় করেন ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা। এ ছাড়া পেনশন, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, বীর প্রতীক সম্মানী হিসেবে আয় করেন ৯ লাখ ২৬ হাজার ২১৩ টাকা।

কল্যাণ পার্টির প্রধান ইবরাহিম ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-৫ আসন থেকে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেছিলেন। সে সময় তিনি সম্মানী পেতেন ৬ লাখ ৮০ হাজার ৯৭৪ টাকা। তখন কৃষি খাত থেকে তাঁর আয় ছিল ১২ লাখ ৭ হাজার ৬৩২ টাকা।

গতবারের তুলনায় তাঁর বার্ষিক আয় কমেছে ৮ লাখ ২২ হাজার ২১৩ টাকা। আয় কমেও সৈয়দ ইবরাহিম ও তাঁর স্ত্রীর অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে, কমেছে স্থাবর সম্পত্তি। মাতাকোত্তর পাস এই রাজনীতিবিদ বর্তমানে ব্যবসা, গবেষণা ও রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

হলফনামা বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিমের নগদ টাকা আছে ৬৫ লাখ ২৯৩। স্ত্রীর আছে ৮৩ হাজার টাকা। ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা আছে ১ লাখ ২ হাজার ৬০৭ টাকা, স্ত্রীর নামে জমা আছে ১৫ লাখ ৫৮৭ টাকা। একাদশ ও দ্বাদশ নির্বাচনের হলফনামায় সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিমের অকৃষি জমির পরিমাণ পরিবর্তিত হয়নি।

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রক্সের সুবর্ণজয়ন্তী ২৮ জানুয়ারি

উত্তর আমেরিকা অফিস

৩ ডিসেম্বর রোববার বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রক্স নিউইয়র্কের অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় অনুষ্ঠিত আগামী ২৮ জানুয়ারি সংগঠনের ২৫ বছর পূর্তি সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ৪ জন বৃদ্ধি করে মোট ১১ জনে উন্নীত করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রক্সের সভাপতি মোঃ সামাদ মিয়া জাকারিয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ইমরান আলী টিপূর পরিচালনায় সভায় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ মাসুদ বেগ।

সাধারণ সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোহাম্মদ নুরুল আহিয়া,

উপদেষ্টা মন্ডলির সদস্য আব্দুর রব দলা মিয়া, রফিকুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা আবু কাউছার চিসতি, মোঃ হাসান আলী, সাবেক সভাপতি মাহবুব আলম, সহ সভাপতি শামীম আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ মোঃ বশীর মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মুহিত, প্রচার সম্পাদক মনসুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ (শাবু), যুব ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুর রউফ পাশা, ধর্ম ও সামাজিক কল্যাণ সম্পাদক আবু সাঈদ এস চৌধুরী, আপ্যায়ন সম্পাদক মোঃ ইকবাল হোসেন, কার্যকরী সদস্য আবিদ হোসেন মোল্লা, মোঃ আবু ফজর, আনোয়ারুল আলম ভূঁইয়া, চৌধুরী এম মুমিত তানিম, মোহাম্মদ মাসুদ বেগ, সাধারণ সদস্য মোঃ আফজল আলী, এনাম আহমেদ চৌধুরী, নাছির মিয়া প্রমুখ।

REAL ESTATE, DIVORCE, IMMIGRATION & SMALL BUSINESS



বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মাফলা,
ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয়
অপ্নার আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী
বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যোগাযোগ করুন

নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি

Hasan Malik, Esq.
718-433-9243



37-13 74TH ST. FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং
মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্রাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্রাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে

প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই



■ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়

■ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার

■ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন
প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রক্স, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২



Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:**
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:**
Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**

■ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।



Member: **naea** **NYSSA**

Wasi Choudhury, EA

Admitted to Practice before the IRS

সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460

Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে
ও পেমেন্ট করতে পারেন

এখানে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সকল পদ গ্রহণ / পরিচালনা
করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে
অগ্রসর হইল।



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফু, হজ্জ ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:

30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:

170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmmrahman.com

Tax & Immigration Services



MOHAMMED PIER

Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX

Income Tax Service & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filing

IMMIGRATION SERVICES

Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms
available

REAL ESTATE

For Buying & Selling houses
mortgage services



PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372

Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583

Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

**সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের
জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান**



আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের
জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classes

Experienced
Tax Professional



Auto Home Business & TLC Insurance
TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN

118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT

KALIANNALAKSHMANAN, CPA, PC
7232 BROADWAY, SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com



আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776



KALIANNALAKSHMANAN
CPA, PC
Tel: 347-279-6001

বাড়ি ক্রয়ে
২৫% ডাউন
পেমেন্ট দিলে
নো ব্যাকগ্রাউন্ড
চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-
নেগোসিয়েশন কেনাবেচার
ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাউ (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সিং সহ যাবতীয় সহযোগিতার
জন্য কথা বলুন



Please call or text
646 284 4776

Abu Zaman

Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com



Silver & Gold Realty

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাস্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনারদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিক প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য যেটি থেকেও আমাদের টিমে যোগ নিতে পারেন।

তাহাজ্জা প্রফেশনাল রিভিউ, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাডেমিক রেকর্ডেড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পের্সন ও একাডেমিক-এর ডিউটিরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আমরা প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudo123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাটি গভ-এ কর্মরত)

হাসসেস মাস্টারপাস এবং কার্ভার কনসাল্টিং ফর্ম (প্রতিষ্ঠা)
সিটিফাইড বিজনেস কারিয়ার কল টিচার, ল্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সার্বভিটিকট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাডেমিক, এম এল আই, সিটি ইয়র্ক, কুইস

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.



RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

MITU DISABILITY CENTER

- স্টেট ডিসএবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে জাতীয় ছাত্র ডিক্রিটাল ফরগাণী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.

আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য
ফেরাণী দিয়ে থাকি। হাতের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা,
হাঁটের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নাড়ীর ব্যাথা,
অবল হাতের ব্যাথা, ডিম্বকির ব্যাথা, মসৃণ ব্যাথা এবং
সাইক্লিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।

Nagah A. Alaidy
(ফিজিওথেরাপিস্ট)

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)

Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

পটীকা জাতীয়
আমেরিকার
সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU HOME CARE LLC.

আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, স্বতন্ত্র শ্রমিক,
আত্মীয়/স্বজন, প্রতিবেশী,
বন্ধু-ভাতার অথবা যেকোন রোগীকে
সহায় দেয়া নিচে অব উপার্জন করুন।
আমেরিকার রোগীকে দেয়া কাজের
সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে।

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্ত পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্রাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

ফ্রান্সাইজিং আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি



Member

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372

Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590

Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

H1B

L1A VISA

EB5

E2 VISA

POLITICAL ASYLUM

ইউলাইন : +1 ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

নিউইয়র্কে একই পরিবারের চারজন নিহত

ইমা এলিস

মুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের দুর্বত্তের ছুরিকাঘাতে একই পরিবারের চারজন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় ৩ ডিসেম্বর রোববার সকালে নিউ ইয়র্কের কুইন্স এলাকায় একটি বাসায় এ ঘটনাটি ঘটে। নিহতদের মধ্যে দুই শিশুও রয়েছে। উক্ত ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। পরে পুলিশের গুলিতে হামলাকারী মারা গেছে।

জানা যায়, হামলার সময় ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। সেখান থেকে হতাহতদের উদ্ধার করা হয়। ওই বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল হামলাকারী। এরপর পুলিশের দুই কর্মকর্তাকেও ছুরিকাঘাত করে সে। এতে দুজন আহত হন।

ছুরিকাঘাতের পর গুলি শুরু করে পুলিশ। গুলিতে আহত ওই হামলাকারীকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। জ্যামাইকা হাসপাতালে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানায় পুলিশ। তবে কী কারণে এই হামলা হয়েছে, তা প্রাথমিকভাবে জানা যায়নি।

পুলিশ বলাছে, সকালে তাদের কাছে এক নারী ফোন করেন। তিনি জানান, তার এক আত্মীয় তাদের পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলছে। দুজন পুলিশ পাঠানো হলে তারা রাস্তায় ওই হামলাকারীকে দেখতে পান। এরপর ওই হামলাকারী তাদের ওপরও হামলা চালায়। এতে দুজন আহত হন। পুলিশের গুলিতে হামলাকারী আহত হলে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

পরে আরও পুলিশ পাঠানো হয় ঘটনাস্থলে। ওই বাড়িতে প্রথমে একটি ১১ বছর বয়সী মেয়েকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখতে পায় তারা। হাসপাতালে নেওয়া হলে সে মারা যায়। পরে ফায়ার সার্ভিসের লোকেরা গিয়ে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করে। এরা হলো এক ছেলে (১২), নারী (৪৪) ও এক ব্যক্তি (৩০)।

হামলাকারীর পরিচয় প্রকাশ করেছে পুলিশ। তার নাম কোটনি গর্ডন, বয়স ৩৯ বছর। এর আগে তিনি একটি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। এ ঘটনায় তদন্ত চলছে পুলিশের সূত্রে জানা

নির্বাচনের পর শ্রম বিলের ত্রুটি সংশোধন: আইনমন্ত্রী

ঢাকা অফিস

নির্বাচনের পর দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই শ্রম বিলের ত্রুটি সংশোধন করা হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। রাষ্ট্রপতি বিলে সই না করে ফেরত পাঠানোর সাথে, মার্কিন নতুন শ্রম নীতির কোনো সম্পর্ক নেই বলেও জানান তিনি। বুধবার দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের আইনমন্ত্রী একথা জানান।

এসময় আইনমন্ত্রী বলেন, ‘একাদশ সংসদে পাস হওয়া শ্রম আইনের সংশোধিত বিলে, জালিকদের বেআইনি আচরণের সাজার ক্ষেত্রে ভুল লেখা হয়েছিলো। এ কারণে শ্রমিকদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হতো। বিষয়টি আমলে নিয়েই তাতে সই না করার জন্য, রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেছিলো সরকার।



আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের ফুড ব্যাংক

স্বরত চৌধুরী

নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে ফুড ব্যাংক এর আয়োজন করা হয়। ৩০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ফেয়ারমার্কেট এভিনিউতে অবস্থিত বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার এ সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত ফুড ব্যাংক এর কার্যক্রম চলে।

ফুড ব্যাংক কার্যক্রম এর আওতায় তাজা শাকসব্জি, ফল, চিনজাত খাবার সহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোক এই ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে অংশ নেয়। ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে সহায়তা করে কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউজার্সি। কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব গিয়াসউদ্দীন পাঠান, আমিন খান,

আহমেদ আহমেদ,বেলাল উদ্দিন, কাজি হাসেম,মোঃ মনিরুজ্জামান, বেলাল হোসেন ভূঁইয়া, আবদুল জব্বার, আফিয়া নাসরিন প্রমুখের সার্বিক সহযোগিতায় ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম সূষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়। বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময়কালে এই ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলেছে।উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির মহতী কার্যক্রম এর অংশ হিসাবে মাসে চার বার ফুড ব্যাংক এর আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি মো: জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মো: জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক ফুড ব্যাংক এর কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

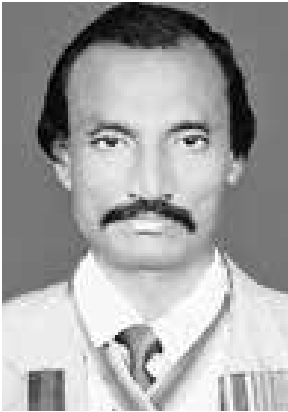
দ্য আনসাং হিরো: বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ক্যাপ্টেন হেমায়েত উদ্দিন বীর বিক্রম

দেলোয়ার জাহিদ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে, ক্যাপ্টেন হেমায়েত উদ্দিন বীর বিক্রম নামটি স্থিতিস্থাপকতা, ত্যাগ এবং অটল দৃঢ়তার প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ১৯৪১ সালের ৩ ডিসেম্বর গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার টুপুরিয়া গ্রামে জন্ম নেওয়া ক্যাপ্টেন হেমায়েত উদ্দিন শুধু একজন সৈনিকই ছিলেন না, ছিলেন প্রতিকূলতার মধ্যেও সাহসিকতার প্রতীক।

সেনাবাহিনীর হাবিলদার হেমায়েত উদ্দিন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে চাকরি করতেন। মুক্তিযুদ্ধে তার সম্পৃক্ততা একটি গভীর অবিচারের কারণে শুরু হয়েছিল -স্বদেশের উষ্ণতা ত্যাগ করে হেমায়েত উদ্দিন একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে রণাঙ্গনে যোগ দেন- যতক্ষণ না স্বদেশ স্বাধীন হয় ততক্ষণ লড়াই করা। বরিশাল, বালকাঠি, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও বাগেরহাট জুড়ে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তার নেতৃত্বে ৫,০০০ সৈন্য বাহিনী গঠন করা হয়।

এমন একটি যুদ্ধের উত্তাপে, একটি বুলেট ক্যাপ্টেন হেমায়েত উদ্দিনের গালের এক পাশ দিয়ে বিদ্ধ হয়ে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়, যার ফলে তিনি আটটি দাঁত হারান এবং প্রচুর রক্তপাত হয়। যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত সত্ত্বেও তিনি ধৈর্যে যাননি । এমনকি পাকিস্তানি বাহিনীর



হেমায়েত উদ্দিন

বিরুদ্ধে বিজয় নিশ্চিত হয়েও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তিনি ভেঙে পড়েননি , কিন্তু তার আস্থা ছিল অটুট।

২২শে অক্টোবর, ২০১৬, ক্যাপ্টেন হেমায়েত উদ্দিন বীর বিক্রম বীরত্ব ও ত্যাগের উত্তরাধিকার রেখে চির বিশ্রাম নেন। দূর্ভাগ্যবশত, তার নাম অনেকাংশে অজানা থেকে যায়, কারণ সত্যিকারের নায়করা প্রায় পটভূমিতে বিবর্ণ হয়ে যায় যখন অন্যরা মিথ্যা শিরোনাম দাবি করে।

এই অমিমাংসিত নায়কের গল্প স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্য এবং ক্যাপ্টেন হেমায়েত উদ্দিনের মতো ব্যক্তিদের দ্বারা

পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লেখক চক্র পুরস্কার প্রদান বগুড়ায় কবি সম্মেলনের শেষদিনে

বিশেষ প্রতিনিধি

পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে বগুড়ায় দুই দিনব্যাপী কবি সম্মেলনের সমাপনী দিনে। ২ ডিসেম্বর শনিবার দুপুরে বগুড়া জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

পুরস্কার পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক সচিব কবি আসাদ মামান, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বগুড়া লেখক চক্রের উপদেষ্টা কবি প্রাবন্ধিক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। বাচিকশিল্পী অলক পালের সঞ্চালনায় এসময় প্রধান আলোচক ছিলেন সাবেক সচিব কবি আমিনুল ইসলাম, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টিএমএসএসের নির্বাহী পরিচালক ড. হোসেন আরা বেগম, সাবেক রাষ্ট্রদূত কথাসাহিত্যিক ইকতিয়ার চৌধুরী, কবি মাকিদ হায়দার, কবিকৃষ্ণের সাধারণ সম্পাদক কবি আরিফুল হক কুমার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য বিভাগের উপসচিব কবি ও কথাসাহিত্য মানজুর মুহম্মদ এবং বগুড়া প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন মিল্টু।

সংগঠনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বগুড়া লেখক চক্রের সভাপতি কবি ইসলাম রফিক। এ বছর পুরস্কার পাওয়া পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেন কবিতায় তুযার কবির, কথাসাহিত্যে আকিমুন রহমান, লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনায় ‘অগ্নিশিখা’ সম্পাদক সুমন বনিক, প্রকাশনায় অনুপ্রাণন সম্পাদক আবু এম ইউসুফ এবং সাংবাদিকতায় মিলন রহমান। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উত্তরীয় পরিয়ে দেয়া হয়। তাদের হাতে সনদপত্র এবং ফ্রেস্ট তুলে দেন



প্রধান অতিথি কবি আসাদ মামান।

এর আগে দিনের শুরুতেই আলোচনার বিষয় ছিল ‘কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতা, আঞ্চলিকতার কথাসাহিত্য’। এ পর্বে সভাপতিত্ব করেন কথাসাহিত্যিক মনি হায়দার। কথাসাহিত্যিক রাজা সহিদুল আসলামের সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কথাসাহিত্যিক সাজাহান সাকিন্দার, নাহিদা আশরাফী, মোখলেছ মুকুল, আয়েশা খাতুন, ফারহানা রহমান এবং আব্দুর রাজ্জাক বকুল। এরপর স্বরচিত কবিতা পাঠ পর্বে সভাপতিত্ব করেন কবি ফরিদ আহমদ দুলাল এবং সঞ্চালনা করেন কবি সুনীল শৈশব। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন- আসাদ মামান, নজমুল হেলাল, মোসতাফা আনসারী, মাহবুবা লালী, গোলাম মোস্তফা, আলমগীর মালেক বিথী মজিদা, শামীম হোসেন, শিবলী মোকতাদির, মাহমুদ হোসেন

পিন্টু, হাসিনা মুন, পারভীন শাহনাজ, আরিদ্দম মাহমুদ, মউ সুমাত্রা, ওয়ায়েজ রেজা, সিকতা কাজল, আমির খসরু সেলিম, সাফওয়ান আমিন, শাহাদত হোসেন, মাহমুদ কাওছার, প্রিয়ম পলাশ, জীবন সাহা প্রমুখ। বিকালে স্মরণপর্ব, লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে আলোচনা এবং তরুণ কবিদের আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন কবি আদিত্য আনাম, হিরণ্য হারুন, ইয়ার খান, শেবাল নূর, হোসেন রওশন, সন্ধ্যাসী আরণ্যক, মোহাম্মদ নাসির, মাক্ফ আহমেদ নয়ন। শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রশিকার নাটক ‘বীর পিয়ার চাঁদ’ মঞ্চস্থ করা হয়। নাটকটি রচনা করেছেন কুমার প্রীতিশ বল, নির্দেশনা দিয়েছেন দেবশীষ ঘোষ। সবার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দুই দিনব্যাপী কবি সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন বগুড়া লেখক চক্রের সভাপতি কবি ইসলাম রফিক।

এনবিসিএস এর অভিষেক ও পূর্নর্মিলনী অনুষ্ঠিত

মনজুর কাদের

জ্যামাইকার আল আকসা পার্টি হলে ২ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হলো এনবিসিএস বা নিউ ইয়র্ক সিটি বাংলাদেশি সিভিল সার্ভিস সোসাইটির নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের অভিষেক, বার্ষিক পারিবারিক পৃথর্মিলন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

এর আগে আশা হোমকেয়ার মিলনাতয়নে সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০২৪-২৫ সালের কার্যকরি পরিষদ নির্বাচনের লক্ষে মোঃ মোমেন ভূঁইয়া, আজহার আলী খান ও সুজাউদ্দিন মোল্লাকে নিয়ে তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। কমিশন পরবর্তী দুই বছরের জন্য ১৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরি পরিষদ নির্বাচন করে। নির্বাচিত কর্মকর্তা বৃন্দ হলেনঃ

সভাপতিঃ ডা. নাকিসুর রহমান, সিনিয়ার সহ সভাপতিঃ মাহবুব কবির,সহ সভাপতিঃ ডা. রেজাউল কবির, সাধারণ সম্পাদকঃ মোহাম্মদ এইচ আলম চিট্টু, যুগ্ম সম্পাদকঃ মোঃ শানু, সাংগঠনিক সম্পাদকঃ সোহেল আহমেদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদকঃ আরিফ আহমেদ অর্ণব, সাহিত্য ও গণমাধ্যম সম্পাদকঃ মনজুর কাদের, অর্থ সম্পাদকঃ মোঃ শফিকুল ইসলাম, সহ অর্থ সম্পাদকঃ সাঈদা টি হাবীব, শিক্ষা সম্পাদকঃ সেলিনা শারমিন, প্রযুক্তি সম্পাদকঃ সাইফ খান এবং কার্যকরি সদস্য আশরাফুজ্জামান,

আনোয়ার পারভেজ, রফিকুল ইসলাম, একেএম শামসুজ্জামান ও ফাতেমা খান।

এছাড়া ১০ সদস্য বিশিষ্ট পৃথগঠিত উপদেষ্টা কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেনঃ মোহাম্মদ মোমেন ভূঁইয়া, মোঃ টি রহমান, আওকাত হোসেন খান, আজহার আলী খান, মোঃ আবদুল্লাহ, সুজাউদ্দিন মোল্লা, হানিফ মজুমদার,ড. তাজুল ইসলাম, সৈয়দ মিজানুর রহমান ও রীনা সাহা।

অনুষ্ঠান কনভেনর আশরাফুজ্জামানের স্বাগত বক্তব্যের পর বর্তমান ও নবনির্বাচিত কার্যকরি কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। শপথ গ্রহণ করান সুজাউদ্দিন মোল্লা।

বক্তব্য রাখেন, ড. মহসিন পাটোয়ারী, উপ কনসাল জেনারেল নাজমুল হাসান, মোহাম্মদ মোমেন ভূঁইয়া, মাহবুব কবির ও হানিফ মজুমদার। সরকারি চাকরি থেকে সদ্য অবসরে যাওয়া সংগঠনের উপদেষ্টা আজহার আলী খানকে ফ্রেস্ট দিয়ে বিশেষ সম্মাননা জানানো হয়। ফ্রেস্ট তুলে দেন মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। আওকাত হোসেন খান নবীন সদস্যদের পরিচিতির আসর পরিচালনা করেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন এলমা, জিএম জুয়েল, আরিফ অর্ণব, শাহ মাহবুব ও বিন্দু কনা। আবৃত্তি করেন মোঃ শানু ও নৃত্য পরিবেশনায় শিশুশিল্পী লিওনা।

নেশভাজের মাধ্যমে অভিষেক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

TRIBUNE TRAINING ACADEMY
29-28 41st Avenue, Suite 48, Queens, NY 11101
Office: (718) 790-2664 Cell: (917) 330-0891

- OSHA OUTREACH TRAINING
- SECURITY GUARD TRAINING
- WORK-ZONE FLAGGER TRAINING
- LIFT TRUCK / FORKLIFT TRAINING
- FIRST AID, CPR & AED TRAINING
- DEFENSIVE DRIVING
- RESUME BUILDING
- JOB SEEKING

MD NOMAN
DIRECTOR OF SCHOOL

নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়া

অবশ্যই নল স্ক্রু

অন্য কোনওভাবেই চিহ্নিত নয়

আপনি কি বেকার? আপনি ভাল চাকরি খুজছেন?
আমলে নিম্নোক্ত ট্রেনিং এর মাধ্যমে নিম্নে
তৈরী করুন, উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ুন।

354 696 954 970" data-label="Complex-Block">

মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care

৮৭-৩১ ১৬৮ প্রেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432

৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine & Women Health Expert
সহঃ চেম্ব, ডাঃ ও পরিচালক ১,৩০টি বেসরকারি হাসপাতাল

ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(একসিউটিভ মেডিসিন, বৃদ্ধি হারানি মেডিসিন)
সহঃ চেম্ব ও সুস্পর্ষিতক বিজ্ঞান এমি বেসরকারি হাসপাতাল ১১টি বেসরকারি

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল ধরার হার্ট রিজিয়ন চিকিৎসা করেন)

আমাদের সেবা সমূহ:

- শারীরিক চেক আপ
- টি,এল,সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টেরল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
আমাদের ইন্স্যুরেন্স নেই? আমাদের প্রাসকৃত মূল্য চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and other applications
মেডিকেলিড ও ফার্মিসি হেল্প ট্রান্স পরামর্শ ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, ENG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবরকমের শারীরিক চেকআপ, রক্তচাপ, ইন্সটি, প্রোসেন্সি টেস্ট
কম্বা টেস্ট, টিবি এল, ব্লাড স্টাটস্টে টিবি সব সবরকমের রোগের চিকিৎসা করা হয়।



সব ক্যাম্পাসে মোদির ছবি দিয়ে সেলফি বুথ

ঢাকা অফিস

আগামী বছর ভারতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জেরেশোরে প্রচার প্রচারণা চালাতে হবে বিজেপি সরকারকে। এ জন্য ব্যতিক্রমধর্মী প্রাচারণার পদ্ধতি বেছে নিয়েছে বিজেপি সরকার। যা নিয়ে শুরু হয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা।

মোদি সরকারের নির্দেশ, সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ক্যাম্পাসে সেলফি তোলার বুথ বানাতে হবে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিভিন্ন ছবি থাকবে। শিক্ষার্থীদের মোদির সাথে ছবি তুলে তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী-দর্শনার্থীদেরও এ কাজে উৎসাহিত করতে হবে।

ক্যাম্পাসে সেলফি বুথ বানানোর এমনই একটি নির্দেশনা পেয়েছেন ভারতের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও কলেজের অধ্যক্ষেরা। নির্দেশনা দিয়েছে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। এ জন্য গতকাল শুক্রবার কমিশনের পক্ষ থেকে উপাচার্য-অধ্যক্ষদের চিঠি দেওয়া হয়েছে।

তবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বলছে ভিন্ন কথা। কমিশনের যুক্তি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের নানান অর্জন রয়েছে। সেলফি বুথে সেসবের আলোকচিত্রের প্রদর্শন ও সেখানে সেলফি তোলা ভারতীয়দের সম্মিলিত গর্ববোধকে উত্সাহিত করবে। সেই সঙ্গে ভারতের অর্জন সম্পর্কে জানতে তরুণ মনে আগ্রহ জন্মাতে ভূমিকা রাখবে।

উপাচার্য-অধ্যক্ষদের কাছে লেখা চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের

সচিব মনীশ জোশি বলেন, তরুণ প্রজন্মের শক্তি ও উদ্দীপনাকে কাজে লাগানোর অনন্য সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে তাঁদের মনকে উদ্বীণ করে তুলতে হবে। প্রতিটি ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এসব সেলফি বুথ বানাতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সেলফি বুথে খ্রিডি ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। শিক্ষা খাতের আন্তর্জাতিকীকরণ, স্মার্ট ভারত হ্যাকাথন, উচ্চশিক্ষায় ভারতের অগ্রগতিসহ বিভিন্ন বিষয় মাথায় রেখে বুথগুলো বানাতে হবে। এ ধরনের প্রচার চালাতে সরকার কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পক্ষ থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে এমন স্থাপনা নির্মাণ করতে বলার কোনো আইনি কোনো বিধান নেই, এমনটাই বলছেন সমালোচকেরা।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বলছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদির ছবি এর আগেও নানাভাবে প্রচারে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষত কারোনা টিকার সনদের ওপর, মেলাগুলোতে মোদির ছবিসহ সেলফি বুথ স্থাপনসহ বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষী হয়েছে ভারতবাসী। সমালোচকদের মতে, এসব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে খুব সূক্ষ্মভাবে একটা ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, আর তা হলো—ভারতের অভাবনীয় এসব অর্জনের পেছনে মাত্র একজন ব্যক্তির (মোদি) ভূমিকা রয়েছে।

আলোচিত জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির এক শিক্ষক বলেন, সেলফি বুথগুলো প্রচারের কৌশলকে উৎসাহ দেবে, বিতর্ক ছড়াবে এবং জনগণের সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ এনে দেবে।

জর্জিয়ায় দুই দিন ব্যাপি ভ্রাম্যমাণ দূতাবাস

মনজিপুর রহমান

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়ার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ৯ ও ১০ ডিসেম্বর (শনি ও রবিবার) জর্জিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য দু’দিনব্যাপী ভ্রাম্যমাণ দূতাবাস কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে।

সকাল সাড়ে ১০ টা থেকে বেলা ৩ টা পর্যন্ত স্থানীয় সোনালী এক্সচেঞ্জ অফিস প্রদর্শনে এ ভ্রাম্যমাণ দূতাবাস কার্যক্রমে মেশিন রিডবল পাসপোর্ট (এমআরপি), নো ভিসা রিকোয়ার্ড (এনভিআর), বার্থ সার্টিফিকেট, পাওয়ার অব এটর্নি, দ্বৈত নাগরিকত্বের আবেদন গ্রহণসহ সব ধরনের প্রয়োজনীয় কাজগুপত্র সতায়িত করার ব্যবস্থা করা হবে। বাংলাদেশ কন্স্যুলার অফিস মিয়ামি, ফ্লোরিডার কন্স্যুলার জেনারেল মোহাম্মদ ইকবাল আহমেদ উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ দূতাবাসের কার্যক্রমটি পরিচালনা করবেন বলে জানানো হয়েছে।

যথা সময়ে প্রবাসীদের উপস্থিত হয়ে নিজেদের সেবা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়ার পক্ষ থেকে আহবান করা হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে বিরল সফরে পুতিন, আলোচনায় গাজা

অনলাইন ডেস্ক

মধ্যপ্রাচ্যে বিরল সফর করছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বুধবার চারটি রুশ যুদ্ধবিমানসহ সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) পৌঁছান পুতিন। এ ছাড়া তাঁর সৌদি আরব সফর করারও কথা রয়েছে বলে জানায় সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

এ সফরে পুতিন ইউএইর প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে গাজা ও ইউক্রেন যুদ্ধের পাশাপাশি জ্বালানি তেল উৎপাদন নিয়ে আলোচনা করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে এ মুহূর্তে জাতিসংঘের জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলন কপ-২৮ চলছে। তবে পুতিন এ সম্মেলনে যোগ দেবেন কি না সে সম্পর্কে কিছু জানাযনি ক্রেমলিন।

জিয়ার আদর্শ অনুসরণ করে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে

যুক্তরাষ্ট্র জিয়া পরিষদ

সালাহউদ্দিন আহমেদ

যুক্তরাষ্ট্র জিয়া পরিষদ আয়োজিত ‘বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা শহীদ জিয়া এবং বর্তমান গণতন্ত্রের সংকট’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বক্তরা ক্ষতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে বলেছেন, শেখ হাসিনার সরকার গণতন্ত্রের নামে স্বৈরাচারী কায়দায় দেশ পরিচালনা করছেন। শেখ মুজিবের মতো একদলীয় ‘বাকশাল’ কায়েমের লক্ষ্যে একদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পায়তারা করছে। সরকার দেশ আর দেশের জনগণ নয়, বরং দল আর নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় ফ্যাসিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ দেশের আপামর মানুষ জিয়াউর রহমানের ভাঙে সারা দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য মহান মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছে। দেশে রাজনৈতিক সংকট চলছে উল্লেখ করে বক্তরা একাত্তরে শহীদ জিয়ার দেশপ্রেমের আদর্শ অনুসরণ করে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সকল জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান উপর গুরুত্বারোপ করেন। খবর ইউএনএ’র।

সিটির জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্তোরাঁতে ৩ ডিসেম্বর রোববার সন্ধ্যায় আয়োজিত জিয়া পরিষদের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা. মজিবুর রহমান মজুমদার। সংগঠনের আহবায়ক, কেন্দ্রীয় জিয়া পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র সাবেক সহ সভাপতি সামসুল ইসলাম মজুমদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনার সম্বালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র জিয়া পরিষদের সদস্য সচিব জাকির হাওলাদার।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন ড. মিজানুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের সাবেক ছাত্রনেতা ড. জাহিদ দেওয়ান শামীম। অন্যায়ের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সেলিম, বিএনপি নেত্রী রিটা রহমান, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা মোশাররফ হোসেন সবুজ, গিয়াস উদ্দিন,



আলোচনা সভায় আমেরিকান সাবেক প্রেসিডেন্টদের নামে ও আদলে ‘জিয়া লাইব্রেরী’ প্রতিষ্ঠা ও গবেষণা প্রকল্প চালু, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের রোযানলে ক্ষতিগ্রস্ত বিএনপি’র নেতা-কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি তাদের আর্থিক সাহায্য প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বদরুল হক আজাদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলে সাবেক নেতা মাজহারুল ইসলাম প্রমুখ। সেমিনারে সংগঠনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন হানিফ চৌধুরী, প্রফেসর সাদিদ আজাদ, আলমগীর হোসেন, হারুন আর রশীদ ও মোশাররফ হোসেন।

সভায় ডা. মজিবুর রহমান মজুমদার শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে একজন খাটি দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতার প্রতীক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক আখ্যায়িত করে বলেন, তাঁর কারণেই আমরা স্বাধীন দেশ পেয়েছি, লাল-সবুজের বাংলাদেশ পেয়েছি, গণতন্ত্র পেয়েছি। তিনি আমাদের দেশ ও জাতির সকল জয়গায় বিরাজমান। তাঁকে নিয়ে এবং তার কর্মময় জীবন নিয়ে আমরা যত বেশী গবেষণা করবো, তাঁকে ততই জানবো এবং আমাদের গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে। দেশের চলমান

রাজনৈতিক সংকট মোকাবেলায় তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।

ড. মিজানুর রহমান বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একগুয়েমীর কারণে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকট চলছে। এই সংকট সহজেই মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। সংকট সমাধানের জন্য প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রাম করতে হবে। সংগ্রাম-আন্দোলন ছাড়া কোন আন্দোলন সফল হয় না।

ড. জাহিদ দেওয়ান শামীম বলেন, জিয়া পরিষদ পেশাজীবীদের সংগঠন, গবেষণাধর্মী সংগঠন, একটি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ষোষক শহীদ জিয়ার আদর্শ আর কর্মকান্ড নিয়ে গবেষণার পাশাপাশি তা জাতির কল্যাণে বাস্তবায়ন করাই জিয়া পরিষদের কাজ। এজন্য তিনি প্রবাসের পেশাজীবীদের জিয়া পরিষদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরিষদকে শক্তিশালী করার আহবান জানান।

সামসুল ইসলাম মজুমদার বলেন, বিএনপি রাজনীতির জায়গা। আর জিয়া পরিষদ পেশাজীবীদের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। বিএনপি করা আর জিয়া পরিষদ করা এক জিনিস নয়।

আলোচনা সভার এক প্রস্তাবে আমেরিকান সাবেক প্রেসিডেন্টদের নামে ও আদলে ঢাকায় জিয়া পরিষদের উদ্যোগে ‘জিয়া লাইব্রেরী’ প্রতিষ্ঠা ও গবেষণা প্রকল্প চালু, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের হামলা-মামলা ও রোযানলে ক্ষতিগ্রস্ত বিএনপি’র নেতা-কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি তাদের আর্থিক সাহায্য প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকাবীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & GIC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্রেন্ডলিডোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & \$1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সার্টফিন ব্রুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস-সালাম ফার্মেসি
(সার্টফিন ব্রুবার্ড, এক ট্রেনের
সাবওয়ে এবং তাইমস্কো
রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪০৫
ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdous MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার

Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার

Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

Complete Physical & Follow up

DMV/TLC, School Physical

Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine

Blood, Urine Test, EKG

Immigration Physical

Podiatric Surgery

COVID Test & COVID Vaccine

All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT

718-431-0009

Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

TUITION FREE TAX SCHOOL *

লিবার্টি ট্যাক্স স্কুল



BECOME A TAX PROFESSIONAL

Complete our Income Tax Course

And Join America's Fastest Growing Tax Preparation Company for the Upcoming Tax Season.

Day, Evening & Weekend Classes are available for your convenience.

Please Contact : **718-297-3500**

LIBERTY TAX SERVICE

147-20 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica NY 11435

Email: libertytaxschool101@gmail.com

(ভাঙ্গমহল রেস্টুরেন্টের উল্টো দিকে)

(One Block East From Sutphin Blvd on the corner of Hillside Ave.
Train Station, Close by F & E Train)

* The Tuition Fee is Free. The cost for books and materials varies per location.

‘ব্যতিক্রমী প্রার্থী দিবাকর সেন’

সিল্লিউএ লোকাল নির্বাচন

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউইয়র্ক সিটিতে ট্রাফিক এজেন্ট পেশাজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন সিল্লিউএ লোকাল ১১৮২। দীর্ঘদিন থেকে এ ইউনিয়নের নেতৃত্বে বাংলাদেশি শক্ত অবস্থান নিয়ে আসছেন। ট্রাফিক বিভাগে কর্মরত পেশাজীবীদের স্বার্থ সংরক্ষণে এ ইউনিয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।

সিল্লিউএ লোকাল ১১৮২ এর চলতি বছরের নির্বাচনে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন ট্রাফিক এজেন্ট দিবাকর সেন। প্রিন্সটন গ্রাজুয়েট দিবাকর সেন বাংলাদেশ থেকে অ্যাকাউন্টিংয়ে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়েছেন। আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি মার্কেটিং এবং ফাইন্যান্সে এমবিএ সম্পন্ন করেন। নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির সার্ভিসে তিনি অবদান রেখে আসছেন। করোনা মহামারি পরবর্তী ট্রাফিক সহকর্মীদের জন্য একটি চাপমুক্ত পরিবেশ এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত সিল্লিউএ লোকাল ১১৮২ ও বাপার যৌথ আয়োজনে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গ্র্যান্ড স্পন্সর ছিলেন দিবাকর সেন। টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স আপ দলের হাতে তিনি প্রাইজমানি তুলে নেন যা ক্রিকেটপ্রেমী সহকর্মীদের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

সিল্লিউএ লোকাল ১১৮২ আইন



দিবাকর সেন

অনুযায়ী ভাইস প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নিবেদিত পদ যা ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী-ট্রেজারার সহ বিভিন্ন বরো ডেলিগেটদের সাথে বিভিন্ন কমান্ডে কর্মরত সহকর্মীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। ইউনিয়নের প্রতিটি সদস্যদের কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। দিবাকর সেন একমাত্র প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী, যিনি ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন নির্বাচিত হলে ইউনিয়নের কাছ থেকে নামমাত্র ১ ডলার বেতন গ্রহন করবেন। বেতনের বাকি টাকা ব্যয় করা হবে সহকর্মী ও তাদের পরিবার পরিজনদের কল্যাণে, এমন ঘোষণায় ইতিমধ্যে সহকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। সহকর্মীদের সেবায় আন্তরিক দিবাকর সেন জানিয়েছেন, নির্বাচিত হওয়ার সাথে সাথেই তিনি এককালীন

দশ হাজার টাকা প্রদান করবেন তহবিল গঠনে এবং প্রতি মাসে ইউনিয়ন থেকে প্রাপ্ত নেট বেতন তহবিলে জমা দেবেন। ট্রাফিকের ১৯ টি কমান্ড থেকে আবেদনকৃতদের মধ্যে যাছাই বাছাই করে ১৯ জন সহকর্মীর স্কুলগামী ১টি সন্তানের জন্য স্কুলের বই, ব্যাগ, খাতাসহ যাবতীয় সরঞ্জামাদি প্রদান করা হবে ঐ তহবিল থেকে। এজেন্ট দিবাকর ইউনিয়নের ফান্ড থেকে সহকর্মীদের সন্তানদের জন্য স্কলারশীপ চালু করার কথা বলেছেন।

দিবাকর সেন ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারীর কাছে অনুরোধ করবেন নেন যেসব সদস্য নিয়মিত ইউনিয়ন ডিউজ পরিশোধ করেন, তরাই শুধু আইডি ডেবিট কার্ড পাওয়ার যোগ্য হবেন। বিশেষ বিশেষ হলিতে ডিটেইল যেমন, ফোর্স জুলাই কিংবা থার্ডি ফাস্ট নাইটে যারা কাজে উপস্থিত থাকবেন তাদের ব্যাংক অব আমেরিকার আইডি ডেবিট কার্ড প্রদান করা হবে এবং ঐ কার্ড ব্যবহার করে সদস্যরা পছন্দমত খাবার কিনতে পারবেন। এতে দুর্নীতির কোনো সুযোগ থাকবে না বলে মনে করেন দিবাকর সেন। এছাড়া তিনি সদস্যদের জন্য পিস অফিসার স্ট্যাটাস, সেইফটি সার্নজামদি সংযোজন, ভাল মানের মেডিকেল ও ডেন্টাল, ভিশন ইন্সুরেন্স সংযোজন এবং গুরুত্বপূর্ণ জন্ম বাজেট বৃদ্ধিতে নিরলস কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন।

দিবাকর সেন নিজদেশের পেশাজীবী সংগঠন ছাড়াও অ্যালায়ন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার-অ্যাসাল এর ওজন পার্ক শাখার বর্তমান জেনারেল সেক্রেটারী।

ইউটিউবে ভিউর জন্য বিমান বিধ্বস্ত করে জেলে গেলেন তিনি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে একজন ইউটিউবার ও সাবেক অলিম্পিক সোবোয়ারকে ছয় মাসের সাজা দেওয়া হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি তাঁর ভিডিও জনপ্রিয় করতে ইচ্ছাকৃতভাবে বিমান বিধ্বস্ত করেছেন এবং তারপর মার্কিন তদন্তকারীদের কাছে এ সম্পর্কে মিথ্যা বলেছেন। বিবিসি মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৩০ বছর বয়সী ইউটিউবার ট্রেভর জ্যাকব ২০২১ সালের ডিসেম্বরে বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ভিডিও পোস্ট করেছিলেন এবং দুর্ঘটনা বলে বুঝিয়েছিলেন। সে সময় তিনি সেলফি স্টিক হাতে বিমান থেকে বের হয়ে যান এবং প্যারাসুটে করে অবতরণ করেন। ভিডিওটি লাখ লাখ বার দেখা হয়েছে।

বিবিসি জানিয়েছে, ২০২১ সালের নভেম্বরে জ্যাকব তার প্লেনে লাগানো ক্যামেরাসহ একা একটি ফ্লাইটে ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা বারবারা বিমানবন্দর ছেড়ে যান। ক্যামেরার পাশাপাশি জ্যাকব তাঁর সঙ্গে একটি প্যারাসুট ও একটি সেলফি স্টিক নিয়েছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়ার সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টের মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস বলেছে, জ্যাকবের ‘গন্তব্যে পৌঁছানোর ইচ্ছা ছিল না; বরং উড্ডয়নের সময় তাঁর বিমান থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। তিনি নিজেকে প্যারাসুটে করে মাটিতে নামেন এবং তাঁর বিমানটি নেমে যাওয়ার সময় ও বিধ্বস্ত হওয়ার সময় ভিডিও করেন।’

২০ টন আবর্জনার স্তুপ ঘেঁটে খুঁজে পেলেন বিয়ের আংটি

ইমা এলিস

অবশেষে ২০ টন আবর্জনার স্তুপ ঘেঁটে বিয়ের আংটি খুঁজে পেলেন এক দম্পতি। অসাধারণবশত এক মার্কিন নারীর বিয়ের আংটির জায়গা হয় আবর্জনার স্তুপে। গতকাল বুধবার নিউ হ্যাম্পশায়ারের উইনডহ্যাম ট্রান্সফার স্টেশনে ফোন দিয়ে ওই নারী জানান, তাঁর বিয়ের আংটি ঘটনাক্রমে বাড়ির ময়লার সঙ্গে আবর্জনার স্তুপে চলে এসেছে। সৌভাগ্যক্রমে স্টেশনের কর্মীরা ২০ টন ময়লার মাঝখান থেকে খুঁজে বের করেন ওই আংটিটি। এসব তথ্য জানা যায় মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক পোস্টের এক প্রতিবেদনে।

উইনডহ্যাম ট্রান্সফার স্টেশনের কাজ উইনডহ্যাম শহরের বাসিন্দাদের ফেলা ময়লা স্থানান্তর ও পুনর্ব্যবহার উপযোগী করা। স্টেশনের জেনারেল সার্ভিসেস বিভাগের পরিচালক ডেনিস সেনিবালাডি জানান, নারীটি কিছু তথ্য দিয়েছিলেন। কোন সময় তাঁর স্বামী ময়লা ফেলে গিয়েছিলেন। ময়লার খেলতে কী কী ছিল, কোন ধরনের গাড়ি ভদ্রলোক ব্যবহার করেছেন ইত্যাদি।

কর্মীরা তারপর আংটিটি খুঁজে বের করতে সেখানে নজরদারির জন্য রাখা ক্যামেরাগুলোর সাহায্য নেন।‘ভদ্রলোক কর্তন এখানে এসেছিলেন, ঠিক কোন সময় ময়লাটি ছুড়ে ফেলেন এবং আবর্জনার মধ্যে কোথায় ওটা আছে সেটা



আমরা শনাক্ত করতে পারি।’ বলেন সেনিবালাডি।

‘এটি ট্রেইলারের মধ্যে আবর্জনার ১২ ফুট নিচে ছিল। ব্যাগটি খুঁজে পেতে আমাদের ওই জায়গা পর্যন্ত ময়লা সরাতে হয়। পুরো ট্রেইলারে আনুমানিক ২০ টন ময়লা ছিল।’

আংটিটি আংশিকভাবে লাল রঙে ঢাকা ছিল বলে জানা গেছে। ময়লার খলে থেকে এটি পড়ে গিয়েছিল।

এটি নিয়ে দুই বছরের মধ্যে তৃতীয়বারের মতো কোনো বিয়ের আংটি উইনডহ্যামের আবর্জনার স্তুপে হারাল। কর্মীরা প্রত্যেকটিই খুঁজে বের করেন। প্রায় এক বছর আগে ঘটেছিল শেষবারের মতো।’

সেনিবালাডি পাতার স্তুপে একটি নির্দিষ্ট পাতার সন্ধান করার সঙ্গে আংটির সন্ধানের তুলনা করেন। কারণ, সেখানে সবকিছু একই রকম দেখায়। ‘আমি আংটিটি পরিষ্কার করে তাঁকে (ওই নারীকে) ডাকি।’ বলেন সেনিবালাডি, ‘বুধবার তাঁর হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল, কিন্তু শুক্রবারে আনন্দে ভেসে যান তিনি।’

জ্যামাইকায় জেবিএ‘র কন্সল বিতরণ অনুষ্ঠানে শাহ নেওয়াজ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে কনকনে হিমেল হাওয়া,তুয়ারপাত ও তীর মৈত্রেয়বাহ দরিত্র জনগোষ্ঠী, বাস্তবহারা মানুষদের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং মানুষের অসহায়ত্বকে প্রকট করে তোলে। সেই সব শীতাত্ত হৃদয়দ্রিত মানুষের প্রতি সাহায্য ও সহানুভূতির হাত প্রসারিত করে জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন মানবিক কাজ করেছে। ৬ ডিসেম্বর বুধবার ‘জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ইনক’র (জেবিএ) কন্সল বিতরণের সময় প্রধান অতিথির ভাষণে কুইল বরোর প্রেসিডেন্ট জোনাভান রিচার্ডস একথা বলেন।

এ দিন দুপুরে ১৬৯ স্ট্রিট ও জ্যামাইকা এভিনিউয়ে ৩ শতাধিক মানুষের মাঝে কন্সল বিতরণ করা হয়। বিতরণের আগে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠান হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ‘জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ইনক’র সভাপতি গোডেন এড্‌জ হেম কেয়ারের সিইও এবং সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহেওয়াজ। আলোচনায় অংশ নেন সংগঠনের উপদেষ্টা এম এ ওসমান গনি, বিশিষ্ট



সমাজসেবক ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সাধারণ সম্পাদক রাকী সৈয়দ,সহ- সভাপতি রীনা সাহা, সহ-সাধারণ সম্পাদক আনজাম সিদ্দিকী রাফি, সাংগঠনিক সম্পাদক- লুৎফের রহমান,কার্যকরী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ আহনাফ আলম।

জেবিএ’র সভাপতি শাহেওয়াজ বলেন, নিঃস্বার্থভাবে শীতাত্ত মানুষের

সাহায্য ও সেবা করাই মানবতার সেবা। এমন মহৎ কাজই মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তিনি বলেন,ছোট্ট এই প্রচেষ্টা দ্বারা জ্যামাইকায় বসবাসকারী শীতাত্ত সব মানুষের শীত নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় শীত বস্ত্র দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের এই ছোট্ট উদ্যোগের ফলে কিছু মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি,এইটা আমাদের সংগঠনের স্বার্থকতা বলে মনে করি।



শফিক খান একজন জনপ্রিয় সংগঠকের নাম

বকুল খান, স্পেন

মেধাবী, কর্মঠ, দক্ষ এবং সাংগঠনিক যোগ্যতার যে যে গুণ থাকা প্রয়োজন,তার সব কিছুই শফিক খানের মধ্যে বিদ্যমান। তিনি প্রবাসে মাদারীপুরে মুখ উজ্জ্বল করেছেন। একজন মানবিক মানুষ হিসাবেও তিনি ব্যাপক সুপরিচিত নাম। প্রবাসী হয়েও তিনি মাধারীপুরএবং প্রবাসীদের কল্যাণে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা তার সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করি।

সম্প্রতি দেশে ফিরলে মাদারীপুরের এ কৃতি সন্তানকে মাদারীপুর জেলা চেম্বার অফ কমার্স কর্তৃক সংবর্ধনা প্রদানকালে বক্তরা এমন মন্তব্য করেন। মাদারীপুর জেলা চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি হাফিজুর রহমান খানের সভাপতিত্ব এ সময় উপস্থিত থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মাদারীপুর

বনিক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন ফারুকী, মাদারীপুরের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নিরাপদ চিকিৎসা চাই ও মৌসুমি দু হাজার সভাপতি অ্যাডভোকেট মশিউর রহমান পারভেজ। প্রবাসী ভিআইপি ক্লাব কাতারের সমন্বয়ক মিঠু বেপারী, মাদারীপুর চেম্বার অফ কমার্সের সচিব কিশোর কুমার, ব্যবসায়ী আকতার হাওলাদার ,কালাম হাওলাদার, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তার জন্য পরিবার মাদারীপুরের প্রতিষ্ঠাতা সোহাগ হাসান ক্লাবের গ্রীস শাখার সমন্বয়ক রুবেল খান ,প্রবাসী ভিআইপি ক্লাব মাদারীপুর ইতালি শাখার সমনায়ক সৈকত আহমেদ ,প্রবাসী ভিআইপি ক্লাবের সমন্বয়ক সোহেল হাওলাদার সহ মাদারীপুর জেলা চেম্বার অফ কমার্সের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাদারীপুরের হোটেল সার্বিক

ইন্টারন্যাশনাল এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কাতার প্রবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মিঠু বেপারী।

উল্লেখ্য ,শফিক খান ,মাদারীপুর জেলা ব্যবসায়ী সমিতির তথা বণিক সমিতির (প্রতিষ্ঠাতা)সভাপতি আব্দুল কাদের খানের দ্বিতীয় পুত্র, একজন প্রবাসী ব্যবসায়ী এবং মাদারীপুরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মোসার্স আব্দুল কাদের খানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর,প্রবাসী ভিআইপি ক্লাব মাদারীপুরের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ,অল ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের এক্সিকিউটিভ মেম্বর, স্পেন বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি, মাদারীপুর জেলা সমিতি বার্সেলোনার সভাপতি, বাংলাদেশ কালচার এন্ড হিউম্যান রাইটস এসোসিয়েশন বার্সেলোনা এর সাধারণ সম্পাদক শফিক খান।

বদরুল বিন আফরুজ, ফ্রান্স

ফ্রান্সে ফুড ডেলিভারি - উবার ইট, ডেলি ব্রো, স্টুয়ার্ট ও পান্ডা সহ আরো অন্যান্য ফুড ডেলিভারি রাইডারদের চার দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ফ্রান্সের বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের উদ্যোগে শনিবার বেলা এক টায় প্যারিসের স্টারলিং গার্ড জুরেছ পার্ক থেকে শ্রমিকরা গণমিছিল নিয়ে রাস্তায় নামেন। এ সময় শ্রমিকদের মজুরি বাড়াও, বাড়াতে হবে স্লোগানে মুখরিত ছিল পুরো এলাকা। এ সময় পুলিশি স্টেনদার মধ্য দিয়ে মিছিল ঠিক গাধা লিষ্ট ফ্রেন স্টেশনের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

পূর্ব ঘোষিত CGT এর ২ ও ৩ ডিসেম্বর ফুড ডেলিভারি রাইডারদের মজুরি বাড়ানোর দাবিতে ধর্মঘট কর্মবিরতি কর্মসূচির প্রথম দিন পালিত হয়েছে শনিবার।

শ্রমিকদের এই ধর্মঘটে প্যারিসের দ্বিতীয় মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত হয়ে তাদের এই ন্যায্য দাবি আদায়ের সমর্থন জানান। এছাড়াও মিছিলে উপস্থিত ছিলেন CGT এর প্রধান সহ আরো অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এছাড়া বাংলাদেশিদের পক্ষে আন্দোলনের সমর্থন জানিয়ে অংশগ্রহণ



করেন কমিউনিটির পরিচিত মুখ আইছার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক উবায়দুল্লাহ কয়েছ আরো অনেক।

কর্ম বিরতি ধর্মঘটে যে চার দফা দাবিতে উল্লেখ করা হয়। (১) ফরাসি সরকারের আইন অনুযায়ী প্রতি ঘন্টা সর্বনিম্ন যা উল্লেখ রয়েছে তা পরিশোধ করা (২) অনলাইনে থাকাকালীন সময় কোন ধরনের অর্ডার না আসলে তা ঘন্টা হিসেবে টাকা পরিশোধ করা (৩) রাইডারদের সাথে রেস্টুরেন্টের কর্মীরা যে

সমস্ত বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় তা বন্ধ করতে হবে (৪) রাইডারদের ইনকামের উপর যে ট্যাক্স বসানো হয়েছে তা কমিয়ে আনতে হবে।

মিছিল শেষে শ্রমিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা ফুড ডেলিভারি কোম্পানিগুলোকে খুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শ্রমিকদের ন্যায্য বাস্তবায়ন করার জন্য, অন্যথায় ধারাবাহিক আন্দোলন চলবে বলে খুঁশিয়ারি প্রদান করেন তারা।

বাকুলের শহরে বাকুলীদের পরিচিত। Filmmaker and Storyteller BAKUL ALAM এর পাশে বাকুল ড্রাইভ স্কুল।

বাইট ড্রাইভিং স্কুল

মিঠু ও বদরুলের বিভিন্ন ভূমিকায় ইম্পর্কিত। আলম দ্বারা পরিচালিত।

BRIGHT DRIVING SCHOOL

LICENSED BY THE STATE OF NEW YORK

- 5 HRS Class
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 45 Min Lesson
- 8 HRS DOS CLASS

TEL: (716-533-3686) (718-812-5061)

www.brightdrivingschool.com

959 BROADWAY ST, BUFFALO, NY 14212

DMV APPROVED EMPIRE SAFTY COUNCIL

BRIGHT DRIVING SCHOOL

ACCIDENT PREVENTION WORKSHOP

Save 10% on your Auto insurance for 3 years!

Reduce up to 4 points from your Driving Record

GROUP RATES AVAILABLE

We Offer Online & Class Room Course

ONLINE COURSE : www.brightdrivingschool.com

USE CODE : ALAM

GET \$10 OFF DISCOUNT FOR ONLINE COURSE FEE

SHAPIQUL ALAM

CERTIFIED INSTRUCTOR

TEL: 716-533-3686

959 BROADWAY ST, BUFFALO, NY 14212

PEOPLETECH

A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing

If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k

25% - 35%

DISCOUNT

QA Selenium Automation Course

Weekend Batch Start Date: April 11th 2020 (VA Campus) Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)

Weekday Batch Start Date: April 14th 2020 (VA Campus) Tuesday and Wednesday (5:00PM to 11:00PM)

Weekend Afternoon Batch Start Date: April 19th 2020 (NY Campus) Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)

Provided jobs to 6000+ Students

We have 15 years of experience in Training and Job Placement.

Certified Computer Training Institute by:

New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision State Council of Higher Education for Virginia

Authorized Employment Agency by:

NYC

Info@plt.us

1-855-JOB-PLT(1-855-542-7448)

www.plt.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস

অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবী দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান

LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases

Call us: 718-482-7766, 917-562-1368

প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসেস সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:

- দাড়া দুর্ঘটনা
- বাস, ট্রেন অথবা মেট্রো সাইকেল
- গ্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- ভুল ল্যাভারিটি
- খেলাঘর দাড়া দুর্ঘটনা

- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মাল কাজে দুর্ঘটনা
- নিহলে পড়ে পোলে
- সেভা পরিষেবা
- ভুলকরণ কামড়ালে
- জাতীয়তাবাদের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সত্যতা ও নিষ্ঠা। ট্রায়েটের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। প্রত্যেক কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

32-72 Steinway Street, Suite# 401 Astoria, NY 11103

www.surdezperetzlaw.com

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali 718-482-7766 917-562-1368 alimd@surdezlaw.com alimd1940@yahoo.com

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

\$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা স্বতঃ-স্বতঃ, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না। আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও / ৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office 37-05 74th St, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813

Long Island Office 1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549

Bronx Office 2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-744-7308, 718-457-0813

Ozone Park Office 175 B Fortbell Street Brooklyn, NY 11208 Tel: 917-744-7308

Buffalo Office 642 Walden Avenue Buffalo, NY 14211 Tel: 347-837-1162

নিউইয়র্কে শো টাইম মিউজিক আয়োজিত এনআরবি এ্যাওয়ার্ড

উত্তর আমেরিকা অফিস

এক যুগ পেরিয়ে ১৩ বছরে পা ফেলেছে শো টাইম মিউজিকের প্রতিভা বিকাশে সর্বাধিক জনপ্রিয় এনআরবি এ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান। প্রবাসে চরম ব্যস্ততার মাঝেও শিল্প সাহিত্যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে মানুষের কল্যাণে যারা কাজ করেন তাদের সম্মান জানাতে এই এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়ে থাকে।

আর তাই ৩ ডিসেম্বর রোববার বৃষ্টিমাত্র সন্ধ্যায় ১৩তম আসরেও ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। ছোট, বড় সব বয়সী মানুষের উপস্থিতিতে নিউইয়র্কের কুইন্স প্যালেস অডিটোরিয়াম ছিল এক মিলনমেলা।

দেশের অন্যতম সেরা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী, নায়িকা মৌসুমীর উপস্থিতি অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলে বহুগুণ। রাত ৮টায় উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন শো টাইম মিউজিকের সিইও আলমগীর খান আলম। তিনি বলেন, ১৩তম আসরেও আপনারা দেশের সব উপস্থিতি প্রমাণ করে আপনারা শো

টাইম মিউজিকের এই এ্যাওয়ার্ড প্রদানকে যথার্থ মনে করেন। অর্থাৎ আমরা মানুষকে সম্মানিত করার যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করছি সেটি সঠিক পথেই এগুচ্ছে। তিনি বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে যে কাজটি আমরা করছি সেটি আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

বাবু জামান আর সোনিয়ার প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ, বাংলাদেশ চলচ্চিত্রের প্রিয়দর্শিনী নায়িকা মৌসুমী বলেন, প্রবাসে থেকেও যে সকল বাবা মা তাদের সন্তানদের মাঝে দেশীয় সংস্কৃতি তথা বাংলা সংস্কৃতি ধরে রাখতে এত পরিশ্রম করছেন, তাদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা। এখানে জন্ম নেওয়া শিল্পীদের পরিবেশনায় তিনি তাঁর মুগ্ধতা প্রকাশ করেন।

এ সময় ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ এটনীর মর্দিন চৌধুরী বলেন, দিনে দিনে এনআরবি এ্যাওয়ার্ড একটি প্রেসিডেন্সি এ্যাওয়ার্ডে পরিণত হয়েছে। আর এই আয়োজন করে আলমগীর খান আলম যোগ্য ব্যক্তিদের



সম্মানিত করে নিজেদেরই সম্মানিত করছেন। আমি এর সঙ্গে আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব।

নিউইয়র্কের সেরা শিল্পীদের নাচ আর গানের ফাঁকে ফাঁকে শিল্পী, সাহিত্যিক, সমাজকর্মীদের হাতে এ্যাওয়ার্ড তুলে দেন চিত্রনায়িকা

মৌসুমীসহ অতিথিরা।

নিউইয়র্কের এ প্রজন্মের জনপ্রিয় শিল্পী আলবান, ঋত্বিকা ব্যানার্জি, জারিন মাইসা, সায়িক মজুমদার, জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী নীলিমা শশী, কৃষ্ণা তিথি, কামরুল ইসলাম, মিতু মাহমুদ, মিউজিসিয়ান শরীফ, নৃত্যশিল্পী প্রিয়া

ডায়েস, অ্যাটর্নি রুমা জামাতুল, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী নুরুল আজিম, নাসির সবুজ, রহমান মালিক, তারেক হাসান খান, গ্লোবাল মাল্টি সার্ভিস, ফারহানা খান (Women Entrepreneur), মাসুদ রানা তপন Sunmun Exchange (Money transfer), এসএসএম উদ্দিন Anchor Travel, লেখক ও আবৃত্তিকার গোপন সাহা, গীতিকার ইশতিয়াক রুপু, উপস্থাপক বাবুজামান, সনিয়া, সাংবাদিক ইকবাল ফেরদৌস, অভিনেতা তরিকুল ইসলাম মিঠু, ডিরেক্টর ইমন, বিপ্লব, ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট জলি, রেজওয়ানা আলভিস, হোম কেয়ার সার্ভিস মোঃ জামিল, কাজী লিটন, মোঃ খালেক, ডক্টর শাহজাদী পারভীন (মা ফাউন্ডেশন), কমিউনিটি এজিভিটি আহসান হাবীব, রাব্বি সাদ্দ, হাসান জিলানী, মোঃ কাসেম, সিপিএ চিশতী, মোহাম্মদ সারোয়ার ফ্রেস ফুড।

প্রিয়দর্শনী মৌসুমির হাতে Lifetime Achievement

এ্যাওয়ার্ড তুলে দেন বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী নুরুল আজিম।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডা. সারওয়ারুল হাসান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নুরুল আজিম, আব্দুল আলিম, মোঃ সোহাগ, হেলাল মিয়া, আব্দুর রশিদ বাবু, রেজওয়ান হক, ডিউক খান, রহমান মালিক, তানভীর কায়সার, সাদেক শিবলী, কণ্ঠশিল্পী চন্দন চৌধুরী, শামীম সিদ্দিকী, কমিউনিটি এজিভিটি আহসান হাবীব, রাব্বি সাদ্দ, মনিকা রায়, সাংবাদিক মোহাম্মদ সাদ্দ, মিজানুর রহমান মিজান, আকবর হায়দার কিরণ, কানু দত্ত, রাশেদ আহমেদ, তোফাজ্জল লিটন, সাংবাদিক নিয়ার সিদ্দিকী, তুষার পিক, বাংলাদেশ আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সাবেক সভাপতি আহসান হাবিব, মোস্তাকিম- রাবু বিল্লাহ, মাকসুদুল এইচ চৌধুরী, শাকিল মিয়াসহ অনেকে।

এর আগে প্রিয়া ডায়েসের নেতৃত্বে নৃত্য শিল্পীদের পরিবেশনা দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়।

প্যারালিগ্যাল বুটক্যাম্প ট্রেনিং প্রোগ্রাম

আপনি কি যুক্তরাষ্ট্রে প্যারালিগ্যাল হিসেবে ক্যারিয়ার গড়তে চান?

◆ ক্লাস শুরু- ২০ জানুয়ারি ২০২৪

◆ সময় - ২ মাস (১৬ টি ক্লাস)

◆ কোর্স ফি - \$৪০০ ◆ অনলাইন ক্লাস

ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি আমরা সহযোগিতা করবো চাকরি পেতেও।

রেজিস্ট্রেশন এর শেষ সময়- ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩

বিস্তারিত জানতে এখনই ভিজিট করুন
info@paralegalbootcamp.us
www.paralegalbootcamp.us

ফোন করুন
৩০১-৯৯৯-৫০৫০

MONEY TRANSFER

মানি ট্রান্সফার

বিদেশ থেকে বৈধ পথে টাকা পাঠানোর সহজ উপায়

2.5% Incentive

Highest Rate

No Fees

Notary Public

Fast, Secure & Reliable Remittance

Contact Us

718-406-9745

We Are Authorized Agents

World Tours & Travel

37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206,
Jackson Heights, NY-11372, USA

Foot Specialist

ALAM PODIATRY

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432

OUR SERVICES

Diabetic Foot Exam

Heel Injection

Ingrown Toenail

Fungal Toenails

Fracture Management

Diabetic Shoes

Foot Surgery

Vascular and nerve Testing

On-site X-ray Available

We Accept all Major insurance Plan

Dr. Sadi Alam, DPM

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

CONTACT US

347-509-4470

www.alampodiatry.com

Accepting New Patients

WE ACCEPT EBT



ADI'S SUPERMARKET



1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (December 08 - 14, 2023) | Promo Code : PSP09



FREE PURCHASE OF \$75 AND UP 1 BAG ONION FREE

SIZE 800-1000 SALE \$15.99/EA HILSHA	7 KG SALE \$2.99/LB KATLA	SALE \$3.49/LB FROZEN GOAT	SALE 99¢/LB CHICKEN QUARTER LEG	SALE \$1.99/LB CHICKEN BREAST
SIZE 100-200 SALE \$4.99/LB WHITE POMFRET	4 KG SALE \$3.29/LB MRIGEL	SIZE 800-1000 GM SALE \$2.29/LB PUTI	20 LB SALE \$18.99/EA KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE	580 GM SALE 2/5.00 MAGGI MASALA NOODLES
1 LB BAG SALE \$5.99/EA HAOR BRAND TAPOSHI IQF LOOSE	SALE 3/5.00 KESKI TRAY (HAOR)	2000 GM SALE \$4.99/EA SHAHJALAL PARATHA	SALE 3/5.00 SHAHJALAL SHINGARA	400 GM SALE 3/5.00 CHAO KOH COCONUT MILK
2 LB BAG SALE \$6.99/EA HAOR PANGASH STEAK	250 GM SALE 2/7.99 SHAHJALAL MOLA BLOCK	400 GM SALE 2/8.99 OVALTINE	900 GM SALE \$8.99/EA TAPAL DANEDAR TEA	439 GM SALE 3/5.00 GOYA CHICK PEAS

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS. *MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE*
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.



PREMIUM SUPERMARKET



Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (December 08 - 14, 2023) | Promo Code : PSP49

SALE \$13.99/EA SIZE 8/10 HILSHA	SALE \$14.99/EA SIZE 3 KG ROHU	SALE \$3.99/LB PANGASH WHOLE	SALE \$5.99/LB SIZE 100/200 WHITE POMFRET	SALE \$15.99/EA 5 LITER GOURMET MAGIC PURE SUNFLOWER OIL
SALE \$18.99/EA 20 LB SONARGAON PARBOILED BASMATI RICE	SALE \$20.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE	SALE 2/14.99 10 LB PARLIAMENT CHAKKI ATA	SALE 3/5.00 SHAHI KACHUR LATI	SALE 2/7.00 1 LITER RAJDHANI MUSTARD OIL
SALE 2/5.00 5 LB IDAHO POTATO BAG	SALE \$13.99/EA 2 KG DALDA VEGETABLE GHEE	SALE 3/4.00 12 OZ KRASDALE EVAPORATED MILK	SALE \$10.99/EA 1100 GM PYRAMID PURE HONEY WITH COMB	SALE \$4.99/EA 700 GM SHAN GINGER GARLIC PASTE
SALE \$4.99/EA 720 GM FU-WANG NOODLES	SALE \$14.99/EA 2 LB DELIGHT LARGE MEDJOOL DATE	SALE \$1.99/EA FRESH FOOD DRY CAKE	SALE \$11.99/EA 56 OZ NESTLE COFFEE MATE	SALE 2/5.99 2 KG TEER FLOUR

PREMIUM SUPERMARKET
 168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
 256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
 1196 LIBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
 74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
 2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134

CONTACT

WhatsApp Number



**FREE PARKING IN
BELLEROSE
STORE**

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS. *MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE*
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

**SHOP TODAY AND
BE A WINNER**

**SHOP & WIN
\$250 RAFFLE DRAW**

**SHOP EVERYDAY AND
BECOME A WINNER OF
\$250 WEEKLY**

ADI'S BRONX

9TH WEEK LUCKY WINNERS 17 NOVEMBER, 2023

SHAMWATTIE BACHU | RUMEL | SHUKKUR ALI



10TH WEEK LUCKY WINNERS 18 NOVEMBER, 2023

ABU | SHANKAR KARMAR | RAYHAN



12TH WEEK LUCKY WINNERS 02 DECEMBER, 2023

RABBANI | UTTAM SAHA | POLLY



আমরা ইবিটি ও ওটিসি কার্ড গ্রহণ করি
WE ACCEPT

EBT OTC CARDS



ADI'S SUPERMARKET

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135



SHOP & WIN \$250 RAFFLE DRAW

**Premium
Supermarket**

11TH WEEK LUCKY WINNERS NOV 11TH TO NOV 17TH 2023

BELLEROSE

THARU
TAZ
TEL: 347-657-8911

BRONX

TANEEZA RAZO
BIBI MOURIFF, MD S ALI
TEL: 347-658-0134

JACKSON HEIGHTS

ALAMGIR
SHARIF KHAN
TEL: 347-658-4362

JAMAICA

JAMAL ISLAM
MOHAMMED KHAN, MD HASSAN
TEL: 347-626-8798

OZONE PARK

PRIYA MALEK, MOHAMMAD ROSUL
EMRAN HUSSAIN
TEL: 347-658-0972

10TH WEEK LUCKY WINNERS PICTURE

BELLEROSE



BRONX



JACKSON HEIGHTS



JAMAICA



OZONE PARK



SHOP TODAY... YOU CAN WIN \$250 STORE VOUCHERS WEEKLY



আয়না আর্টসের এক্সট্রামেরিটাল

আবু সাঈদ চৌধুরী

‘এক্সট্রামেরিটাল’ বা ‘পরকীয়া’ নাট্যকার জেসমিন চৌধুরীর এক ব্যতিক্রমধর্মী উপস্থাপনা। লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল আয়োজিত এ সিজন অফ বাংলা ড্রামা ২০২৩ এর অংশ হিসেবে গত ১১ নভেম্বর তারিখে ব্র্যাডি আর্টস সেন্টারে এক ঘন্টার বিরতিতে দুটি সফল শো- এর পর তৃতীয় শো অনুষ্ঠিত হলো ম্যানচেস্টারে ১৯ নভেম্বর তারিখে, হল ভর্তি নাট্যমোদী দর্শকের সামনে। এতে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমারও হয়েছিল। নাটকটিতে মূল বক্তব্য বা মেসেজ ছিল দুটি যার উপস্থাপনা ছিল সহজ এবং সুস্পষ্ট। প্রথমটি হচ্ছে কেন কিছু নারী-পুরুষ নিজেদের বৈবাহিক সম্পর্কের ভেতরের শক্তিকে অবজ্ঞা করে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন এবং কীভাবে তা সন্তানদের উপর নেতিবাচক প্রভাব রাখে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে নারী-পুরুষ সম্পর্ক নিয়ে বহুল চর্চিত কিছু কৌতুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা নারী বিদ্বেষ ও নারীর প্রতি অবমাননাকে তুলে ধরা। এই দুটি বিষয়কে অত্যন্ত সুন্দর এবং সাবলীলভাবে পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে এবং বার্তাগুলো খুব সহজেই দর্শকরা ধরতে পেরেছেন। দর্শকদের মুহুমুহু হাসি, আবার পরক্ষণেই কোনো গভীর ভাবনার উল্লেখ নেমে আসা নীরবতা ও নাটক শেষের ধামতে না চাওয়া করতালি থেকেই নাটকটির সার্বিক সাফল্য ফুটে ওঠে।

বিগত কয়েক বছর ধরে ম্যানচেস্টারের নাট্যপ্রেমী দর্শকরা এই সময়টার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন আর আয়না আর্টসও তার নাট্যপ্রেমী দর্শকদের কখনও হতাশ করে না। তারা প্রতিবছর নিজেদের লেখা ও নির্দেশিত মৌলিক নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরেন মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া অতীত, বর্তমান ও নিকট ভবিষ্যতের হাসি-কান্না ও বাস্তবতার চিত্র। তাদের প্রতিটি নাটকে উঠে আসে পরিবার ও সমাজের অসঙ্গতি ও তার থেকে পরিত্রাণের বার্তা। ব্যতিক্রমধর্মী

পরিবেশনার মাধ্যমে আয়না আর্টস গ্রেট ব্রিটেনের জনপ্রিয় নাট্যসংগঠনে পরিণত হয়েছে। তাদের কাজের সুনাম ব্রিটেনের গান্ধি পেরিয়ে এখন বহির্বিদেশে আয়না আর্টসের আগের নাটকগুলো থেকে এবারের গল্পে ছিল এক অনন্য এবং উপভোগ্য ভিন্নতা। ‘গ্লে উইদিন গ্লে’ অর্থাৎ নাটকের ভেতরে নাটক কৌশলটির সুনিপুন প্রয়োগ দর্শকদেরকে একাধারে চমকিত এবং আমোদিত করেছে। গল্পের ধারাবাহিকতায় সুস্বচ্ছ হাস্যরসের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজের অসঙ্গতি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যা উপস্থিত দর্শকদের শুধু মুগ্ধই করেনি, অবিরাম হাসির খোরাক যুগিয়েছে। নাটকটির বেশিরভাগ অভিনেতার অভিনয় ছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত, যা দেখে বোঝার উপায় নেই যে তারা পেশাদার নন। অনাড়ম্বর অথচ উপযুক্ত মঞ্চসজ্জা এবং মাঝে অভিনেতাদের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি থেকে অপু চৌধুরীর নির্দেশনার দক্ষতা সহজেই বোঝা যায়।

আয়না আর্টসের কো-ফাউন্ডার অপু চৌধুরীর সাথে রয়েছে মঞ্চের নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় মঞ্চের সাথে তার গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের প্রখ্যাত সব অভিনেতাদের সাথে মঞ্চ ভাগাভাগির অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সহধর্মিণী জেসমিন চৌধুরীর সাথে যৌথ প্রচেষ্টায় প্রবাসের মাটিতে গড়ে তুলেছেন অসাধারণ একটি নাট্যদল- ‘আয়না আর্টস’। আয়নার সদস্যরাও কম নন, তারা তাঁদের নিপুণ অভিনয়ের ভেতর দিয়ে ব্যস্ততম প্রবাস জীবনে বাঙালী ও বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির কথা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন।

দলের প্রাণভোমরা ও কো-ফাউন্ডার লেখক জেসমিন চৌধুরীর অভিনব সব গল্পের নাট্যরূপ মানুষকে হাসায়, কাদায়, নিজেই শোধনানের পথ দেখিয়ে দেয়। বিলেতের হাতে গোনা গুটিকয়েক বাংলাদেশী নাট্যকারের মধ্যে জেসমিন চৌধুরী সম্ভবত একমাত্র নারী লেখক যিনি অত্যন্ত সাহসের সাথে এমন সব

বিষয় নিয়ে নাটক রচনা করে চলেছেন যেগুলো নিয়ে বন্ধু মহলেও খোলামেলা কথা বলার সাহস সবার হয় না।

তবে তাদের এ বছরের নাটক এক্সট্রামেরিটালের পরিবেশনাটি যে একেবারেই সমালোচনার উল্লেখ ছিল তা নয়। ম্যানচেস্টার প্রদর্শনীটি যে হলে করা হয়েছে তাকে কিছুতেই মঞ্চ নাটকের উপযোগী বলা যায় না। দর্শকদের বসার ব্যবস্থা গ্যালারির পরিবর্তে সমতল মেঝেতে হওয়ার কারণে পেছন দিকে বসা দর্শকরা নাটকটি ঠিকমতো উপভোগ করতে পারেননি। তাছাড়া একই কারণে আলোর ব্যবহারও ছিল অপরিপূর্ণ। এর পেছনে তাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি ম্যানচেস্টার শহরে ভালো থিয়েটার ভেন্যুর অপর্যাপ্ততাকেও দায়ী করা চলে।

সবশেষে আয়না আর্টস সম্পর্কে আরো কিছু কথা উল্লেখ না করলেই নয়। এটাই সম্ভবত ম্যানচেস্টারের প্রথম বাংলাদেশী নাট্যদল যারা পরিপূর্ণ মৌলিক মঞ্চনাটক পরিবেশনের ধারা শুরু করেছে ২০১৬ সালে লন্ডনে পারিবারিক নির্ধারিত বিষয়ে নিজেদের লেখা ‘মায়াজ হানিমুনস’ নাটকটি পরিবেশনের মাধ্যমে। ২০২১ সালে পরিবেশন করেছে ‘ওডনা’ যার বিষয়বস্তু ছিল ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন। ২০২২ এ হয়েছে অভিবাসী জীবন নিয়ে রচিত তাদের নিজেদের নাটক ‘টেলিগ্রাম’ এর তিনটা প্রদর্শনী। একই বছরে জলবায়ু পরিবর্তন এবং বাংলাদেশের উপর এর প্রভাব নিয়ে রচিত ‘ঘূর্ণি-এ ডিজাস্ট্রিস সাইকল’ এর ছয়টি প্রদর্শনী। নানান বাধাবিপত্তি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ম্যানচেস্টার শহরে পরিপূর্ণ মৌলিক মঞ্চনাটক পরিবেশনের ধারা শুরু করার এবং অব্যাহত রাখার জন্য আয়না আর্টসের নাম ম্যানচেস্টারের থিয়েটার ইতিহাসে লেখা হবে নিশ্চয়ই।

কোনো ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন ছাড়াই বিলেতে বাংলা সংস্কৃতিকে ধরে রাখার এবং বিকাশের কঠিন কাজটি করে যাচ্ছে এই দলটি। তাদের একমাত্র ভরসা টিকিট বিক্রির মাধ্যমে লব্ধ অর্থ এবং এই ব্যাপারে দর্শকদের কাছ থেকে

বেইনের নির্বাচনে তানভীর প্যানেলের জয়

আশরাফুল হাবিব মিহির

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বোস্টনে, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ড (বেইন)-এর দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে তানভীর-তাজ-শান্তা পরিষদ ঐতিহাসিক জয় লাভ করেন। আগামী দুই বছরের (২০২৪-২০২৫) জন্য সভাপতি পদে তানভীর মুরাদ ও সাধারণ সম্পাদক পদে রাজিবুর রহমান রাজিব নির্বাচিত হন। ক্যামব্রিজের মোর এলিমেন্টারি স্কুলে গত ১০ নভেম্বর শুক্রবার বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা এবং ১১ নভেম্বর শনিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত দু’দিনব্যাপী বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন

অব নিউ ইংল্যান্ড (বেইন)-এর নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাল্লাউদ্দিন খান ও মোহাম্মদ আবদুল জলিল চৌধুরী উভয় প্যানেলের সদস্যদের উপস্থিতিতে ফলাফল ঘোষণা করেন, এতে তানভীর-তাজ-শান্তা পরিষদ কমিটির ১৫টি পদের মধ্যে সভাপতি সহ ১৩টি পদে জয় লাভ করেছেন। বাকী ২টি পদে (সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক) বিজয়ী হন খোকা-সাজু-রাজীব পরিষদ। নব নির্বাচিত সভাপতি তানভীর মুরাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পাশাপাশি সকলকে সাথে নিয়ে, সুন্দর কমিউনিটি গড়ার লক্ষ্যে আগামী দুই বছর কাজ করে যাবার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। নির্বাচনে বিজয়ীরা

হলেন-সভাপতি তানভীর মুরাদ, সহ-সভাপতি সাজ্জাদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক রাজিবুর রহমান রাজিব, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হাশিরুল আমিন সৈকত, সাংগঠনিক ও দপ্তর সম্পাদক প্রীতম বড়ুয়া, কোষাধ্যক্ষ ইবনুল হাসান ইপু, যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষ সেলিনা চৌধুরী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মাহের নোহা আহমেদ, যুগ্ম-সাংস্কৃতিক সম্পাদক নাসরিন শাহরিয়ার, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ইসতিয়াক আহমেদ, ক্রীড়া সম্পাদক নূর মোহাম্মদ, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মিরাজুল ইসলাম, গণ-সংযোগ সম্পাদক মাসুদ আকবর, নির্বাহী সদস্য (এক) ইমতিয়াজ উদ্দিন, নির্বাহী সদস্য (দুই) আব্দুল কাদের।



CIVA Centre for
Immigration & Visa Assistance

**347-507-1209, 347 279 8366**

OUR SERVICES

আমেরিকা :

- ১. **স্টুডেন্ট ভিসা**
ফেলোশিপ দেশ থেকে আমেরিকায় স্টুডেন্ট ভিসা (এক ক্রেডিট গ্রান্টস)
এসেসি করা
আমেরিকার থাকা স্টুডেন্টদের বর্তমান প্রতিষ্ঠান থেকে
(কম থারুও / কম উপস্থিতি / শহরের) কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় ট্রান্সফার করানো
- ২. **ভিজিট ভিসা**
দ্রুত এসেসি এবং সর্বসম্মত কম সময়ে এসপ্রেসিভেট ভেট গ্রনট (শর্ট গ্রনট)
ভিজিট থেকে স্টুডেন্ট ভিসায় অনুমোদন করানো
ভিজিট ভিসার সময় বাড়ানো
- ৩. **স্টাটাস**
হাসের বর্তমানে স্টাটাস সেই বা সমস্যা এর মধ্যে আসেন , তারা যোগাযোগ করুন।
আমরা আপনাকে স্টাটাস কিং পেতে বা বহল রাখতে সহায়তা করবো।

কানাডা :

- কানাডায় স্টুডেন্ট ভিসা এসেসি,
খুবই কম সময়ে সর্বসম্মত কম খরচে ভিজিট ভিসা এসেসি (ফ্যামিলি মেম্বারস)

CONTACT US

Morshed's Multiservices LLC
37-22, 73rd Street, Suit # 1D
Jackson Heights, NY-11372
write2civa@gmail.com
write2civa

Book a FREE consultaton today!



+ 347 507 1209

+ 347 279 8366

+ 347 476 3393



+ 88 0191 108 2288

+ 88 0171 218 4998

+ 88 0173 566 6213

প্রতিবাদী সমাবেশে জয়নব এর পোষা কুকুর!

এমরান হোসেইন

জয়নব তাঁর পোষা কুকুরটি নিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশের পাশে অপেক্ষা করছিল। জয়নব জানালো -সে উচিটা স্টেট ইউনিভার্সিটির সোসাল ওয়েলফেয়ার বিভাগে পড়াশুনা করছে। দুবছর বয়সে বাবা-মায়ের সাথে অভিবাসন ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। বাবা-মায়ের সাথে আসা অনেক কিশোর-কিশোরী সমাবেশের লাইন থেকে ছুটে এসে কুকুরটিকে আদর করে আবার প্রতিবাদে যোগ দিতে দেখা যায়।

ইসরাইলের অব্যাহত অমানবিক হামলার প্রতিবাদে বিশ্বমোডেলগুলো কথা না বললেও বিশ্বের কোথাও না কোথাও প্রতিদিন মানবতাবাদী মানুষগুলো প্রতিবাদে নামছেন। রোববার দুপুরে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যানসাস রাজ্যের উচিটা

শহরের ২১ ফাস্ট এন্ড রকরোডে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শতশত মানুষের এ প্রতিবাদী সমাবেশে ফিলিস্তিনি ছাড়াও বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মালয়শিয়া, ভারতসহ নানা দেশের মানুষ যোগ দেন। বিক্ষোভ মিছিল থেকে গাজার অবিলম্বে ইসরায়েলী হামলা বন্ধের দাবি জানানো হয়।

এতে অংশ নেয়া বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল নানা শ্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার। এতে লেখা ছিল- আমরা এ জেনোসাইডের বিচার চাই, ইসরায়েল তুমি চলে যাও, নদী থেকে সমুদ্র ফিলিস্তিন হবে স্বাধীন,গাজা তুমি কেঁদো না, ফিলিস্তিন কখনো হেরে যাবেনা, ইসরায়েল এবার তুমি থামো। রাস্তার ধারে চলা এ বিক্ষোভে অনেকে গাড়ির হর্ন বাজিয়ে সংহতি প্রকাশ করতে দেখা যায়।

Florida তে মুণ্ড করবেন ?
হাসান মাহমুদের কাছে আসুন ।



we INSURE
HOME | AUTO | BUSINESS



OBAMACARE

আপনি কি ফ্লোরিডায় মুণ্ড করবেন? আপনার মেডিক্যাল ইন্সুরেন্স, বাড়ী ও গাড়ীর ইন্সুরেন্স নিয়ে চিন্তিত?
আপনি ক্যামেনা মুক্ত হতে এখনই কল করুন।

You can get Obamacare Now!!

9404 S Orange Blossom Trail Ste B
Orlando, FL 32837
o 407.409.7227
c 407.600.8955, f 877.399.8214

hasan.mahmud@weinsuregroup.com
weinsuregroup.com/ hasan.mahmud



Hasan Mahmud
Agency Owner

sunman express
global money transfer

**টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ**

DOWNLOAD
MOBILE APP

SUNMAN EXPRESS
MOBILE APP

sunmanexpress.com 718-505-2224

GOLDEN AGE
HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

এজি অনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office 71-24 35th Avenue Jackson Hts, NY 11372 Ph: 718-775-7852 Fax: 917-396-4115	Bronx Office 831 Burke Avenue Bronx, NY 10467 Ph: 347-449-5983 Fax: 347-275-9834	Yonkers Office 558 E Kimball Ave Yonkers, NY 10704 Ph: 718-844-4092 Fax: 917-396-4115	Jamaica Ave. Office 180-15 Jamaica Ave Jamaica, NY 11432 Ph: 718-785-6883 Fax: 917-396-4115
--	---	--	--

www.goldenagehomecare.com

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক বামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

IRS
e-file
PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

**Save Yourself
This Tax Season**

Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)

Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com

ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS **ENROLLED AGENT** **Authorized e-file Provider**

প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রশ্নোত্তরে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।

≡ Tax ≡ Immigration ≡ Real Estate

- Income Tax and Accounting Services For: Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
- Sales and Payroll Tax
- Business Licenses and Setup
- FBAR and FATCA Filing
- Notary Public
- Immigration Form Fill-Up Services
- Credit Repair, Real State and much more...

Member of

NYSSEA
New York State Society of Enrolled Agents

naea
National Association of Enrolled Agents

184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাহিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center

সেবা সমূহ

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসে রক্ত, প্রসাব পরীক্ষা ও ইকোরি ব্যবস্থা আছে।
- ফু, হৃদসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- বাসের হেলথ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার : সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার : সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় :
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার : বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মি পর্যন্ত।
শনিবার : বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মি পর্যন্ত।

বাহিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE: 166-41 88 th Ave, Jamaica, NY 11432 Tel: 917-780-4510 Fax: 347-875-3911	JACKSON HEIGHTS OFFICE: 40-37 74 th Street Elmhurst, NY 11373 Tel: 917-780-4510 Fax: 347-875-3911	OZONE PARK OFFICE: 97-47 77 th Street, Ozone Park, NY 11416 Tel: 718-307-5796 Fax: 347-875-3911
---	---	---

IMMIGRATION LAW OFFICE
ইমিগ্রেশন'ল অফিস

Dilli R. Bhatta
Attorney at Law

Shamim Shahed
Certified Paralegal

- Immigration
- Asylum & Defence from Deportation
- Family Law
- Accident & Injury
- Business Law
- Any Kind of Visa Processing

BHATTA LAW & ASSOCIATES
(631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

Parkchester + Medical

PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেস্টার মেডিক্যাল

WE WELCOME WALK INS

MEDICAL CENTER
718.828.6610

1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610

WE ARE OPEN:

MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM	TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM	SATURDAY 9:00AM-3:00PM
------------------------------------	---	---------------------------

WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচি:

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৮:৩০ মি থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টী	মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মি থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টী	শনিবার সকাল ৯:০০ মি থেকে দুপুর ৩:০০টী
--	---	--

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপূরণ
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

শারীরিক অভ্যন্তরীণ সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়াবেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

প্রবাসে সাফল্যের অনন্য উদাহরণ শাকিল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এবার ভিন্ন কিছু করা যাক।

যেই ভাবা সেই কাজ! ভাবনা অনুযায়ী কয়েকজন বন্ধুকে সাথে নিয়ে শুরু করলেন গ্রোসারি দোকানের ব্যবসা। সাহসী ও অমসৃণ পথে নেমে পড়লেন ব্যবসার কাজে। তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন ৮ হাজার বর্গফুটের ব্যস্ততম রেস্টোরাঁ এবং সুপারমার্কেট ' ইত্যাদি'। নিউইয়র্কে এশীয় অভিবাসীদের টাইম স্কয়ার খ্যাত ডাইভাসিটি প্লাজার পাশ ঘিরে 'ইত্যাদি' বাংলাদেশি জনসমাজের যেন এক অবধারিত ঠিকানা হয়ে উঠেছে। শুধু বাংলাদেশি নয়, সব জাতিগোষ্ঠির লোকজন অনায়াসে শপিং করছেন। কেউ সংলগ্ন রেস্টোরাঁ এলাকায় বসে স্বাদ নিচ্ছেন বাংলাদেশি খাবারের।খাবার সংগ্রহের জন্য মানুষের ভিড় লেগে থাকে

সর্বক্ষণ।

ইত্যাদিতে প্রায় ৯০ শতাংশ কর্মচারী বাঙালি। ন্যূনতম মজুরীতে কাজ করলেও ১৫০ জন কর্মচারীকে বাংলাদেশি টাকায় মাসে প্রায় ৩/৪ কোটি টাকার বেশী বেতন দিয়ে থাকেন শাকিল। রেষ্টুরেন্টে ব্যবসার বিষয়ে শাকিল জানান, এখানে বিদেশিদের চেয়ে বাঙালি শেফদের অনেক চাহিদা। যেমন মিষ্টি তৈরি, ম্যাকস তৈরি ইত্যাদি কাজে বাংলাদেশি শেফের অনেক চাহিদা বলে জানানলেন।

বেশিরভাগের ক্ষেত্রে কাজে কর্তার দক্ষতার কোনো সার্টিফিকেট বা মূল্যায়নপত্র না থাকায় অনেক কাজের সুযোগ থেকে বাংলাদেশিরা বঞ্চিত হতে হয় বলে শাকিল জানানলেন। বিদেশে আসার আগে কারিগরি বা পেশাগত দক্ষতা নিয়ে আসলে সহজেই আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া সম্ভব বলে

কেমন হবে এ নির্বাচন?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আবার কোথাও অপ্রকাশ্যে পূর্দার অন্তরালে আসন সমঝোতার পথে হাঁটিতে দেখা যেতে পারে আওয়ামী লীগকে।

নির্বাচন ঘনি়নে আসতেই দীর্ঘদিন পর ১৪ দলীয় জোটের শরিক দলগুলোর শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। সোমবার গণভবনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে শরিক দলকে নিয়েই ভোট করার বিষয়ে আশ্বস্ত করেন তিনি। এ সময় আসন সমঝোতা প্রশ্নে আলাপ-আলোচনার জন্য আওয়ামী লীগের চার শীর্ষ নেতাকে দায়িত্ব দেন। এরই অংশ হিসাবে মঙ্গলবার ১৪ দলীয় জোটের সমন্বয়ক ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, বরীয়ান রাজনীতিবিদ আমির হোসেন আমুর ইন্সটিচনের বাসায় বৈঠক করেন জোট নেতারা। ১৪ দলের জোটের নেতারা জানান, ১৭ তারিখের আগে তাদের আসন ভাগাভাগি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

বিএনপিসহ তাদের বলয়ে থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর বর্জনের মধ্যে এবারের নির্বাচনে যারা অংশ নিচ্ছেন, তাদের অনেকেই নানাভাবে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে থাকতে চাইছেন। কেউ প্রকাশ্যে জোটে থেকে,আবার কেউ অপ্রকাশ্যে আসন সমঝোতার আশায় রয়েছেন। তবে আওয়ামী লীগ এখন পর্যন্ত নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় করে তুলতে বেশি আগ্রহী। এ কারণে তারা দল মনোনীত প্রার্থীর বাইরেও যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন-তাদের মাঠ থেকে সরে দাঁড়াতে বলবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে।

অনেকটা এ কারণে ১৪ দলীয় জোটের শরিকদের মধ্যে হতাশাও বিরাজ করছে। ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। দিনক্ষণ মিলিয়ে দেখলে ভোটের আর মাত্র ৩১ দিন বাকি। আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীরা পুরোদমে মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন। দলের বাইরেও ক্ষমতাসীনদের অসংখ্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ভোটের মাঠে গরম হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাদের শরিকরা এখনো অন্ধকারে। কোন দলের কোন প্রার্থী কোন আসন থেকে নির্বাচন করবেন এখনো অজানা। দলীয় নাকি নৌকা প্রতীক নিয়ে ভোটের ময়দানে নামবেন তাও জানেন না শরিক দলের নেতারা। তাই এখনো হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন তোপখানা-পল্টন-বন্দবন্দু অ্যাভিনিউ এলাকায় অবস্থিত তাদের ছোট ছোট কার্যালয়ে।এদিকে ১৪ দলীয় জোট ও মহাজোটের বাইরেও আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল সমঝোতার জন্য আওয়ামী লীগের দিকে তাকিয়ে আছে। বিশেষ করে ইসলামি দলগুলো আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতা করেই নির্বাচন করতে চায়।

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বেশি অর্থ দিয়ে এস্টোরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ভবনটি ক্রয় করার পর মইনুল ইসলাম সংগঠনের সাথে জড়িত একাংশকে নিয়ে 'জালালাবাদ ভবন' উদ্বোধন করেন। সংগঠনের সভাপতি বদরুল খানের নেতৃত্বে কমিটির অধিকাংশ নির্বাচিত সদস্য এতে বৈকে বলেন। তারা অভিযোগ করেন, মইনুল সংগঠনের অর্থ ব্যবহার করে নিজের নামে ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং নিজের নামে ভবন ক্রয় করে 'জালালাবাদ ভবন' নাম দিয়ে বিক্রি করছেন। এর ধরে ধারে সংগঠন থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মইনুলকে বহিষ্কার করা হয়। মইনুল ইসলামও সংগঠনের সাথে জড়িত কিছু সাবেক নির্বাচিত কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে পালটা কমিটি করেন। সংগঠনের নির্বাহী কমিটিতে নেই , কমিউনিটির এমন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ লোকজন ভবনের উদ্বোধনী সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তারা ব্যাপকভাবে মইনুল ইসলামের ' মহতী উদ্যোগের' প্রশংসাও করেন।

ভবনকে ব্যক্তি মালিকানাধীন

জাতীয় পার্টির নেতারা জানিয়েছেন, ভোটের আগেই জয়ের নিশ্চয়তা চায় জাতীয় পার্টি। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কাছে তারা কমপক্ষে ৫০টি আসন চায়। এ আসনগুলোয় নৌকার প্রার্থীকে বসে যাওয়া এবং তাদের পক্ষে কাজ করার জন্য সরাসরি ও নানা মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হচ্ছে।

জাতীয় পার্টির কি হবে
জাতীয় পার্টিকে (জাপা) ৩৬টি আসন ছাড় দেওয়ার আলোচনা আছে আওয়ামী লীগে। একই সঙ্গে জোটসঙ্গী ১৪ দলের নেতাদের ৬টি আসন ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। শরিক দলের নেতারা নৌকা নিয়ে ভোট করবেন। জাতীয় পার্টি নিজস্ব প্রতীক লাঙল নিয়ে ভোটে যাবে। ক্ষমতাসীন দল, জাতীয় পার্টি ও শরিক দলের একাধিক নেতার সঙ্গে কথা বলে এমন আভাস পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, বুধবারও জাতীয় পার্টির নেতারা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং আমির হোসেন আমুর সাথে বৈঠক করে তাদের দাবি জানিয়েছেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরসহ তিন সদস্যের প্রতিনিধি দলের বৈঠকের গুঞ্জন শোনা যায়। জানা গেছে, বৈঠকে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা হলেও কোনো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি। এজন্য নেতারা আরও সময় প্রয়োজন বলে মনে করছেন। ফলে ১৪ দলের প্রার্থীদের পুরোপুরি ভোটে নামতে আরও কিছুদিন অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে। সূত্র জানিয়েছেন, এর বাইরে দুই বারের প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টির সঙ্গেও আজ আমির হোসেন আমুর বাসায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ১৪-দলীয় জোটের সমন্বয়ক ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমু বলেন, ‘১৪ দলের শরিকদের আসন ভাগাভাগির বিষয়টি জাতীয় পার্টির সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারিত হবে। নির্বাচন জোটগতভাবে হবে। বুধবার জাতীয় পার্টির সঙ্গে আলোচনা করবে আওয়ামী লীগ। জোটের আসন বিন্যাস ও প্রার্থী চূড়ান্ত করতে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।’

আসন সমঝোতার বিষয়ে আমির হোসেন আমু সাংবাদিকদের বলেন, ‘এখন পর্যন্ত সব আনসার্টেনে (অনিশ্চিত)। কারণ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধেই তো আওয়ামী লীগের প্রার্থী আছে। ফলে কে থাকবে, কে

শাকিল মনে করেন। দেশে দক্ষ জনগোষ্টি গড়ে তুলার জন্য সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হবে, গড়ে তুলতে হবে কারিগরি নানা প্রতিষ্ঠান।

বাঙালিদের বিদেশে সাফল্য পাওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ, পরিশ্রম সততা ও উদ্যম। প্রবাসে একজন পরিশ্রমি মানুষের এগিয়ে যাওয়ার জন্য কোন প্রকার বাধা পেতে হয় না, হয়রানির শিকার হতে হয় না। যা বাংলাদেশে হয়ে থাকে। শাকিল মনে করেন, পরিশ্রম করলে, লক্ষ্য ঠিক থাকলে আমেরিকার মতো দেশে নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি শত শত বাঙালির স্বাবলম্বী হওয়ার গল্পে সাক্ষী হওয়া সম্ভব। আলাপে, আচরণে সদা বিনয়ী সফল ব্যবসায়ী শাকিল আল নোমান তাই মনে করেন। যা তার নিজের সাফল্যের গল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে।

থাকবে না, কে প্রত্যাহার করবে, কে করবে না তা এখনই বলা যাচ্ছে না। আসন বিন্যাসের ঘোষণা হয়তো আগে হতে পারে। কিন্তু সব বিষয়ের জন্য আরও অপেক্ষা করতে হবে। এরপর জাতীয় পার্টি আছে, তাদের সঙ্গে আলোচনা হবে। তাদের আসন বিন্যাস হবে।’ আওয়ামী লীগের এক সূত্র জানিয়েছেন, ১৪ দলের শীর্ষ ছয় নেতাকে এবার নৌকা দেওয়া হতে পারে। এর মধ্যে ওয়াকার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বারশা, জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু, তরিকত ফেডারেশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভান্ডারী। এ ছাড়া জাতীয় পার্টি-জোপির চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও মহাসচিব শেখ শহীদুল ইসলামকে আসন ছাড়ে ওয়াকার্স পার্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তারা নিজস্ব প্রতীক বাইসাইকেল নিয়ে নির্বাচন করবেন।

জাতীয় পার্টির নেতারা জানিয়েছেন, ভোটের আগেই জয়ের নিশ্চয়তা চায় জাতীয় পার্টি। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কাছে তারা কমপক্ষে ৫০টি আসন চায়। এ আসনগুলোয় নৌকার প্রার্থীকে বসে যাওয়া এবং তাদের পক্ষে কাজ করার জন্য সরাসরি ও নানা মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হচ্ছে। এ নিয়ে আওয়ামী লীগ চূড়ান্ত কোনো কিছুই জানায়নি জাতীয় পার্টিকে। চাহিদার তালিকা আসন না পেলে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি রয়েছে জাতীয় পার্টির। কারণ হিসেবে দলটির নেতাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে, মাঠে নৌকার প্রার্থী থাকলে লাঙল নিয়ে বিজয়ী হওয়া কঠিন হবে। সে কারণে এখনই আসন নিয়ে নিশ্চিত হতে চান প্রার্থীরা।

এ প্রসঙ্গে নাম প্রকাশ না করার শর্তে জাতীয় পার্টির একজন কো-চেয়ারম্যান বলেন, ‘গত তিনটি নির্বাচন আমরা আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট ও সমঝোতায় করেছি। আগামী নির্বাচনও জোটগতভাবে করতে চাই। এজন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে ৫০টি আসনের একটি তালিকা পাঠানো হয়েছে। যেখানে নৌকা প্রতীকের কোনো প্রার্থী থাকবে না। আশা করি অন্য বারের মতোই প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রত্যাশিত আসনে ছাড় দেবেন।’ নাম প্রকাশ না করার শর্তে আওয়ামী লীগের দুজন নেতা জানিয়েছেন, জাতীয় পার্টিকে আসন ছেড়ে দেওয়া হলেও নৌকার প্রার্থী প্রত্যাহার করা হবে না। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন চান ক্ষমতাসীনরা। জাতীয় পার্টি যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয়ে আসতে পারে সেজন্য জাতীয় পার্টির রেসব আসনে ভোট আছে, সেখানে তুলনামূলক দুর্বল প্রার্থী বা একেবারেই নতুন মুখকে নৌকা দেওয়া হয়েছে। আসন ভাগাভাগি হলে জাতীয় পার্টিকে সর্বমোট ৩৬টি আসন ছেড়ে দেওয়ার আভাস মিলেছে আওয়ামী লীগের কাছ থেকে।

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হামলা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কফিনে শেষ পেরেক মেরে দিয়েছে। সীমান্ত প্রবাহ বন্ধ করতে না পারা সহ অনেক কারণেই প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জনপ্রিয়তা তলানিতে ঠেকেছে। তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হারিসের অবস্থা আরও নাজুক। নিজের দলের লোকজনই মনে করছেন না, আগামী বছরের নির্বাচনে বাইডেন-হারিস জুটি সুবিধা করতে পারবেন বলে। ডেমোক্রেট দলের সামনে এখন পর্যন্ত কোন বিকল্পও নেই রিপাবলিকান দলকে মোকাবেলা করার জন্য।

রিপাবলিকান দলে জনমতের দিক থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ধারে কাছেও কেউ আসতে পারছেন না। ফলে ট্রাম্পের নির্বাচিত হয়ে আসা অনেকটা অবধারিত হয়ে উঠেছে। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আনা কোন মামলায় সাজা দেয়া হলেও নির্বাচনে তাঁকে অযোগ্য ঘোষণা করার কোনো সুযোগ নেই। ফলে কোন কোন মহল থেকে আগে মনে করা হচ্ছিল, একের পর এক মামলার কারণে ট্রাম্পকে নির্বাচনের দাঁড়ানো থেকে বিরত রাখা যাবে। সেটি আর সম্ভব হচ্ছে না।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সংবাদ মাধ্যমগুলোই বলছে, ট্রাম্পের আরেক দফা নির্বাচিত হয়ে আসার পরিণাম হবে ভয়াবহ। নিউইয়র্ক টাইমস সম্প্রতি এ নিয়ে একাধিক মন্তব্য প্রতিবেদন ছেপেছে। ওয়াশিংটন পোস্টসহ প্রভাবশালী পত্রিকা দ্যা আটলান্টিক ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় দফা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে বিস্তারিত প্রতিবেদন করেছে। এমন সব প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, ট্রাম্পের হাতে আমেরিকার গণতন্ত্র হুমকির মুখে পড়বে। প্রথম দফার চেয়ে ট্রাম্প আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবেন এবং তাঁর স্বৈচ্ছাচারিতা মার্কিন সমাজের জন্য বয়ে বেড়ানো কঠিন হয়ে উঠবে।

সংবাদমাধ্যমের আগ্রাসী আক্রমণ ও আশঙ্কার মুখে ট্রাম্প আগের

কাছাকাছি হতে চাইছে বিএনপি-জামায়াত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইসলাম খান বলেন, ‘যারা যুগপৎ আন্দোলনে আছি, আমরা প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করেই কর্মসূচি নিছি। এর বাইরে অন্যান্য দলের সঙ্গে যোগাযোগ যারা দায়িত্বে আছেন, তাঁরা করবেন।’

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ শীর্ষস্থানীয় অনেক নেতাকে গ্রেপ্তারের পর চলমান আন্দোলনে কিছুটা ভাটা পড়ছে। আন্দোলন বেগবান করতে সারা দেশে দলের কর্মীদের মাঠে নামাতে তৎপর হয়েছে দলটি। একই সঙ্গে বহু জেলায় জামায়াতের ভালো সাংগঠনিক সামর্থ্য থাকায় তা-ও কাজে লাগাতে চান বিএনপির নেতারা।

বিএনপির কাছাকাছি আসার বিষয়ে কথা যে হচ্ছে, তা স্বীকার করেছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়বে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। গত মঙ্গলবার তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘দুই দলের আরও কাছাকাছি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। যখন হয়ে যাবে, তখন তো বাস্তবে দেখা যাবে।’

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থিতা চূড়ান্ত হয়ে যাবে আগামী ১৮ ডিসেম্বর। সেদিন থেকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত আন্দোলনে নামার পরিকল্পনা রয়েছে বিএনপি, সমমনা দলগুলো ও জামায়াতের।

সেই লক্ষ্যে বিএনপির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই আন্দোলনের কর্মসূচি

মতোই পাল্টা হামলা চালাচ্ছেন। ট্রাম্পের নির্বাচনি প্রচারণা শিবিরসহ কংগ্রেসে তাঁর মিত্ররা নড়েচড়ে বসতে শুরু করেছেন। সংবাদমাধ্যমের এমন হামলাকে নৈরাজ্যবাদী ও যড়যন্ত্র করে ট্রাম্পকে ধামিয়ে দেয়ার নীলনকশা বলে তারা উল্লেখ করছেন।

দ্যা আটলান্টিক পত্রিকা ৪ ডিসেম্বর সোমবার ঘোষণা দিয়েছে তাদের জানুয়ারি। ফেব্রুয়ারি সংখ্যা ট্রাম্পের দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের সম্ভাব্য ভয়াবহতা নিয়ে প্রতিবেদনে ভরপুর থাকবে। ট্রাম্পের দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের পরিণামে আমেরিকার ইমিগ্রেশন, সিভিল রাইট, বিচার বিভাগ, জলবায়ু ইম্ম্যু সহ নানা বিষয়ে কী ঘটতে পারে তা নিয়ে পরিবেদন করা হচ্ছে। আটলান্টিকের প্রধান সম্পাদক জেফ্রি গোল্ডবার্গ ‘একটি সতর্কবাণী’ শিরোনামে প্রতিবেদন সিরিজ এরমধ্যেই উন্মুক্ত করে লিখতে শুরু করেছেন। নিউইয়র্ক টাইমসের গণতন্ত্র সোমবারের প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে ট্রাম্পের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমেরিকাকে কী কী মোকাবেলা করতে হবে। এ প্রতিবেদনে সমসাময়িক স্বৈরশাসক এবং তাদের জনপ্রিয়তাসহ এর ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্যা ওয়াশিংটন পোস্টের এডিটর এট লার্জ রবার্ট কেগান তাঁর মতামত কলামে লিখেছেন, ট্রাম্পের আরেক দফা প্রেসিডেন্ট হইয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে। এ নিয়ে আর ভান করা বন্ধ করতে হবে এবং আবারও ট্রাম্প নির্বাচিত হলে আমেরিকা স্বৈরশাসকের কবলে যাবে বলে তিনি উল্লেখ করছেন।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের লোকজন প্রভাবশালী মার্কিন মিডিয়াগুলোর এমন আশঙ্কা ও প্রতিবেদনকে অপপ্রচার বলে উল্লেখ করেছেন ট্রাম্পের প্রচারণা মুখপত্র স্টিভেন চিয়াং বলেছেন, এসব ‘ফেইক নিউজ’ আজকাল আর কেউ পড়ে না। এসবই ২০১৬ সালের নির্বাচনের আগের

মতো অপপ্রচার বলে তিনি উল্লেখ করেন। ট্রাম্পের মিত্র ফ্লোরিডা থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসম্যান মাইক ওয়াল্টজ বলেছেন, বামপন্থিদের চেনা প্রচারণা শুরু হয়ে গেছে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। টেক্সাস থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসম্যান উয়েসলি হান্ট বলেছেন, আমেরিকার বামপন্থিরা একদম ভীত হয়ে অপপ্রচার শুরু করেছে। ট্রাম্পের আরেকদফা নির্বাচনের মাধ্যমে আমেরিকায় স্বৈরশাসন শুরু নয়, স্বৈরশাসনের অবসান হবে বলে তিনি মনে করেন।

অবশ্য রিপাবলিকান দলের ট্রাম্প বিরোধী নেতা হিসেবে পরিচিত কংগ্রেস সদস্য লিজ চেনি বলেছেন, বেদনার সাথে দেখতে হচ্ছে জীবন সে যে রিপাবলিকান দল করেছেন, ভর দের মধ্য থেকেই একজন ট্রাম্পের উদ্ধান ঘটছে। যে ব্যক্তির কাছে শুধু তাঁর নিজেই প্রধান দোষ, নিজের সফলতা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। কংগ্রেসম্যান জ্যামি রাস্কিন বলেছেন, আমেরিকায় অনেকটা হাস্কেরির শাসক ভিন্টর ওরবানের মতো গণতন্ত্র চালু করবেন ট্রাম্প। যেখানে কোনো অধিকার থাকবে না, থাকবে না স্বাধীনতা বা আইনের শাসন।

ট্রাম্প নির্বাচিত হয়ে আসলে তিনি প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠবেন। এরমধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং তাঁর পরিবারকে বিচারে দাঁড় করাবেন। প্রশাসনিক বা বিচার বিভাগের যেসব লোকজন ট্রাম্পের বিচার প্রক্রিয়ার সাথে এখন জড়িত, তারাও ট্রাম্পের আক্রোশের শিকার হবেন, এমন আশঙ্কার কথা বলা হচ্ছে।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় দফায় আমেরিকায় হিটলার মুসোলিনির মতো স্বৈরশাসকের উদ্ধান ঘটবে। এমন আশঙ্কার কথা উচ্চারণ হলেও ট্রাম্প বলছেন ভিন্ন কথা। গত শনিবার দেয়া বক্তৃতায় ট্রাম্প বলেছেন, তাঁকে ক্ষমতায় বসালে আমেরিকার গণতন্ত্র আবার মুক্তি পাবে !

কাছাকাছি হতে চাইছে বিএনপি-জামায়াত

নির্ধারণের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মতিউর রহমান আকন্দ। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত আন্দোলনে এক রকম পরিবেশ থাকবে। ১৮ তারিখের পর নির্বাচন বর্জনের আন্দোলনের ধরন কী হবে, তা সময় বলবে। তবে ভোট বর্জন করা সব রাজনৈতিক দলের সম্মিলিতভাবে আন্দোলন করার উদ্যোগ নেওয়া সময়ের দাবি। এমন উদ্যোগ কেউ গ্রহণ করলে জামায়াত তা স্বাগত জানাবে।

এক জোট কিংবা এক মঞ্চে থেকে আন্দোলনের বিষয়টি পুরোপুরি উড়িয়ে দেননি জামায়াতের এই নেতা। তিনি বলেন, ‘এক মঞ্চে আন্দোলন আর যার যার অবস্থান থেকে আন্দোলন এক কথা নয়। এর আগে সিদ্ধান্ত ছিল, এক দাবিতে যার যার অবস্থান থেকে আন্দোলন। সামনে এক মঞ্চে আসার পরিবেশ হলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

তবে আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে জামায়াতের সঙ্গে যুগপৎ কিংবা জোট গঠনের প্রক্রিয়াকে সহজভাবে নিজে না বিএনপির যুগপৎ আন্দোলনের অন্যতম শরিক জোট গণতন্ত্র মঞ্চ।

মঞ্চের অন্যতম শীর্ষ নেতা ও বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়াকার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিএনপি ও গণতন্ত্র মঞ্চ ৩১ দফার ভিত্তিতে যুগপৎ আন্দোলনে আছে। এই পর্যায়ে জামায়াতকে যুগপতে অন্তর্ভুক্তি আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

একটা বোঝাপড়ার ভিত্তিতে গণতন্ত্র মঞ্চ বিএনপির সঙ্গে আছে জানিয়ে সাইফুল হক আশা প্রকাশ করেন, বিএনপি এখন কোনো পদক্ষেপ নেবে না, যা এই বোঝাপড়ায় ঘাটতি তৈরি করবে।

অবরোধে ৮ গাড়িতে আশুন
দশমবারের মতো বিএনপির ডাকা ৪৮ ঘণ্টার টানা অবরোধের প্রথম দিন গতকাল বুধবার কক্সবাজারে সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করেন দলটির নেতা-কর্মীরা। সশাল সাড়ে সাতটার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চকরিয়া পৌর শহরের মাতামুছরী সেতুর ওপর এ ঘটনা ঘটে।

অবরোধের সমর্থনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর, সিলেট ও রাজশাহীতেও বিক্ষোভ হয়েছে। রাজশাহী নগরীর তেরখাদিয়া এলাকায় বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। রাজশাহী সিটি করপোরেশনের নগর ভবনের প্রধান ফটকের সামনে দুটি ককটেল বিক্ষো্রিত হয়েছে। সিলেটে বিক্ষোভ থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

অবরোধের মধ্যে রাজধানীসহ সারা দেশে ৮টি যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার দিবাগত রাত থেকে গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত এই অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। গতকাল বিকেলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মিডিয়া স্পেলের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহজাহান শিকদার এ তথ্য জানান।

দেড় মিলিয়ন ডলারের ভবন কি থাকবে?

করে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা করে বাড়িটি রক্ষার চেষ্টা করছেন এবং এ নিয়ে তাঁর আইনজীবী কাজ করছেন বলে জানান। বাড়ি ক্রয়ের পর নিজের অর্থ ব্যয় করে ভবনের মোরামত কাজ করেছেন এবং এসবই করেছেন নিজের জন্য নয়, জালালাবাদের ভবনের জন্য। এর আগে তিনি বলেছেন, বাড়ি ক্রয়ের জন্য সংগঠনের নামে সহজ মর্টগেজ পাওয়া যায় না বলেই তিনি আলাদা কর্পোরেশন গঠন করে নিজের নামে বাড়িটি ক্রয় করেছেন। জালালাবাদ ভবন করার জন্যই তিনি এমন উদ্যোগ করছেন, ব্যক্তিগত স্বার্থে নয় বলে মইনুল ইসলাম দৃঢ়তার সাথে জানান।

মইনুল ইসলাম বলেন, বদরুল খান গং ব্যক্তিগত কারণে এ ভবনের বিরোধিতা করছেন এবং এরমধ্যেই ২০ হাজার ডলারে মতো মামলার পেছনে ব্যয় করে ফেলেছেন। তিনি বলেন, ভবন ক্রয় করাকে তারা মেনে নিতে পারেননি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিশ্লেষের কারণে। এখন বদরুল খানরা সংগঠনের কবর বিক্রি করছেন। ওয়াশিংটন মোমোরিয়ালে যে কবরের জমি প্রতিটি তার আয়মল ১৩০০

ডলারে দেয়া হতো, এখন বদরুল খানরা তা ৭ হাজার ডলারে বিক্রি করছেন। একটি সামাজিক সংগঠন মানুষের কাছে কবর বিক্রি করে মুনাফা করছে বলে মইনুল খেদ প্রকাশ করেন।

এ নিয়ে সংগঠনের সাবেক সভাপতি মঈনুল হক হেলাল এবং বদরুল খানকে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা জানান, সংগঠনের কবর কার কাছে কত মূল্যে বিক্রি করা হয়েছে তার কোন সঠিক হিসাব মইনুল প্রদান করেননি। এছাড়া ওয়াশিংটন মোমোরিয়ালে কবরের জমির মূল্য বৃদ্ধির কারণে অন্যান্য সংগঠনও কবরের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন সাংগঠনিক নিয়মেই কবরের মূল্য নির্ধারণ করে তা বিক্রি করছে বলে বদরুল খান জানান।

মঈনুল ইসলাম বলেছেন, জালালাবাদ বাসীর জন্য ক্রয় করা ভবন রক্ষা করা হবে এবং এরমধ্যেই এ ভবনটি জালালাবাদবাসীর কাঙ্ক্ষিত ভবনে রূপান্তর হয়েছ। সাবেক সভাপতি মঈনুল হক হেলাল এ প্রতিবেদককে জানান, তার কমিটি নতুন কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের সময় সংগঠনের হিসেবে কোন অর্থ দেয়া হয়নি। বর্তমান কমিটি নিজস্ব

অভিহিত করে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক’র ভবনের নামে অপপ্রচারের প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দেন সভাপতি বদরুল খানসহ কমিটির অধিকাংশ সদস্য। তারা বলেন, মইনুল তার কয়েকজন অনুসারীদের নিয়ে করপোরেশন করে নিজদের নামে বাড়ি কিনেছেন। এটি জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পত্তি নয়। বিবৃতিতে উল্লেখ করেন, যুক্তরাষ্ট্রস্থ জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব কোন ভবন নেই। বর্তমান কার্যকরী কমিটি কিংবা উপদেষ্টা পরিষদ - কারো কোন ধরনের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়নি। কিছু ব্যক্তি তাদের নিজস্ব নামে ক্রয়কৃত ভবনকে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের ভবন হিসেবে পরিচিতি দিতে লিপ্ত হয়েছে বলে বদরুল খানরা বিবৃতি প্রদান করেন।

এদিকে মইনুল ইসলাম সহ তার সহযোগীরা জালালাবাদ ভবন উদ্বোধন করে, এতে সভাসমিতি করতে শুরু করেন। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের স্বনামধন্য সংগঠনটির কার্যক্রম কার্যত স্থবির হয়ে পড়ে। সভাপতি বদরুল খান

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে জাতিসংঘের সামনে যুবদলের বিক্ষোভ সমাবেশ

সালাহউদ্দিন আহমেদ

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াসহ ত্রৈফতারকৃত দলের সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মীর নিঃশর্ত মুক্তি, নির্বাচনী তফসিল বাতিল এবং শেখ হাসিনা সরকার-কে পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের এক দফা দাবীতে যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্নে জাতিসংঘ সদর দফতরের সামনে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা সরকার বিরোধী নানা শ্লোগান দেন এবং ব্যানার-ফেস্টুন হাতে সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। বক্তারা বলেন, একতরফা প্রহসনের নির্বাচন দেশ-জাতি আর বিদেশীরা মেনে নেবে না। সমাবেশ শেষে যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের পক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিবের নিকট স্মারক লিপি প্রদান করেন যুবদল নেতা আবু সাঈদ আহমদ, ইলিয়াস খান ও জাকির এইচ চৌধুরী।

যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের বিদায়ী সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, সাবেক সহ সভাপতি মোঃ আনোয়ার হোসেন, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মোঃ গিয়াস উদ্দিন, বিএনপি নেতা মোশারফ হোসেন সবুজ, কেন্দ্রীয় যুবদলের সিনিয়র আন্তর্জাতিক সম্পাদক আবু সাইদ আহমদ, কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক ইলিয়াস খান ও কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক



সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী। যৌথভাবে সমাবেশ পরিচালনা করেন যুবদল নেতা আমানত হোসেন আমান, মোহাম্মদ কাশেম ও শাহবাজ আহমেদ।

সমাবেশে অতিথিবৃন্দ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি নেতা হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, আহবাব হোসেন চৌধুরী খোকন, ফয়েজ আহমেদ চৌধুরী, চৌধুরী সাহেব আহমদ, কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, যুক্তরাষ্ট্র জাসাস নেতা জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জাতীয়তাবাদী মহিলাদল নেত্রী সৈয়দা মাহমুদা শিরিন ও ফাতেমাতুজ্জোহরা পলি প্রমুখ।

সমাবেশে জিল্লুর রহমান জিল্লু বলেন, ভোটের বিহীন নির্বাচনের সরকার শেখ হাসিনার পায়ের নীচে মাটি নেই বলেই একতরফা নির্বাচন করতে চাচ্ছে। কিন্তু দেশের জনগণ এই নির্বাচন মেনে নেবে না। প্রতিদিন-ই সোমবার হয় না। সাপ্তাহে যেমন বৃদিন তেমনি সময়ও পরিবর্তনশীল। তিনি বলেন, সরকার বিএনপি-কে ধ্বংস করতে চায় বলেই

নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে, হামলা করে, গ্রেফতার করে স্বৈরাচারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি একদিন হাসিনা সরকারের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেবে বলে তিনি হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

আবু সাইদ আহমদ বলেন, আগামী লীগের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে দেশের মানুষ জেগে উঠেছে। বিএনপি-যুবদলের নেতৃত্বে চলমান আন্দোলনে এই সরকারের পতন হবে এবং দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে। তিনি গণতান্ত্রিক সকল আন্দোলনে দেশ ও প্রবাসের সকল জাতীয়বাদী শক্তিকে একাবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান।

ইলিয়াস খান বলেন, বাংলাদেশের আগামী দিনের নেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে হাসিনা সরকার বিরোধী আন্দোলন চলছে, আন্দোলন চলবে। আমরা রাজপথে আছি, রাজপথেই থাকবো। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছাড়া জাতীতাবাদী শক্তি ঘরে ফিরবে না।

ইসরায়েলের হয়ে যুদ্ধে গিয়ে ব্রিটিশ যুবক নিহত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েলের পক্ষে গাজায় যুদ্ধে গিয়ে নিহত হয়েছেন এক ব্রিটিশ যুবক।

তার নাম **বিনিয়ামিন নিদহাম** (১৯)। ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিদহাম ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী আইডিএফের হয়ে গাজায় অভিযানের সময় নিহত হয়েছেন। ১৯ বছর বয়সী নিদহামের ইসরায়েল ও যুক্তরাজ্যের দ্বৈত নাগরিকত্ব ছিল। তিনি ১০ বছর আগে পরিবারের সঙ্গে ইসরায়েল চলে যান। ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলের হামলার পর নিদহাম দ্বিতীয় ব্রিটিশ নাগরিক, যিনি হামাসের হাতে নিহত হয়েছেন।

টাইমস অব ইসরায়েল জানিয়েছে, নিদহাম কমবাটি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পসের ৬০১তম ব্যাটালিয়নের সঙ্গে গাজায় অভিযানে গিয়েছিলেন। ইসরায়েলি কর্মকর্তারা বলেছেন, গাজায় দুই দিনের জন্য অভিযানে গিয়েছিলেন নিদহাম। সেই সময় অ্যাকশনে তাঁর মৃত্যু হয়। শুক্রবারে তিন গাজায় প্রবেশ করেন এবং রোববারে তাঁর মৃত্যু হয়।

সোমবার আইডিএফ জানিয়েছে, গাজায় রোববার যুদ্ধ অভিযানে তিন সেনা নিহত হয়েছেন। তাঁদের একজন নিদহাম। বাকি দুই সেনার নাম নেরিয়া শায়ের এবং বেন জুসম্যান। ৭ অক্টোবর থেকে হামাসের হাতে এ পর্যন্ত ৪০৬ ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছেন।



মিশিগানে আরবান মিউজিক ফেস্টিভ্যাল ১৩ জানুয়ারি

বিশেষ প্রতিনিধি

মিশিগানের ব্যান্ড মিউজিক ও স্থানীয় শিল্পীদের তুলে ধরে বাংলা সংস্কৃতির বিকাশ ও লালনে এগিয়ে এসেছেন কিছু উদ্যমী তরুণ।এ লক্ষ্য সামনে নিয়ে আগামী ১৩ জানুয়ারি নাইটস অব কলম্বাস হলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলাদেশী আরবান মিউজিক ফেস্টিভ্যাল।বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত

অনুষ্ঠানে স্থানীয় এবং নিউইয়র্ক থেকে আগত অনেক ব্যান্ড দল ও তাদের শিল্পীরা অংশগ্রহন করবেন।অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ ফ্রি।

এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগতাদের অন্যতম ইকবাল হোসেন ও হিমেল হোসেন গত ২ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায়

হ্যামট্রামিকসহ স্থানীয় একটি রেষ্টুরেন্টে সাংবাদিকদের সাথে এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করেন।উদ্যোগতারা জানান প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনোদন প্রদানের পাশাপাশি বর্তমান প্রজন্মকে শেকড়ের সাথে সম্পৃক্ত করতে মূলত এমন উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। এতে সাংবাদিকদের সামনে স্থানীয় ব্যান্ডসমূহ ও মিশিগানের লোকাল শিল্পীদের সমস্যা এবং সম্ভাবনার নানা দিক তুলে ধরা হয়।অনুষ্ঠানে আরো যারা উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন,নাবিল সাঈদ, কবির আহমদ, রাফি আহমদ,দেলওয়ার আনসারী,আবেদ মনসুর এমদাদ চৌধুরী,জনি দেব,হিমু,নাইল,ফাহিম আহমদ,আরিফ জিসান, নওরিন হোসেন প্রমুখ।

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগঃ516-247-8260 Email: jji1831847@gmail.com

পাত্র চাই

কান্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, ফোন: ৫৭১-৪৮৯-৯০১৩

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

বাসা ভাড়া

উডহ্যান্ডেন বুলেভার্ড আট-লান্টিক এভিনিউ এর সাথে (৭৯৩০৮) এ এবং জে ট্রেন ৫ ব্লক এর দূরত্ব। ঘরের সামনে কিউ-১১, কিউ-২১,কিউ-৫৩ এবং কিউ-৫২ বাস আছে। ২ বেডরুম, লিভিং রুম, কitchen বাথরুম। যোগাযোগ: 347-248-0925

লাইভ ইন বেবিসিটার আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে সোমবার-শুক্রবার নবজাতক শিশুর যত্ন নেওয়ার জন্য লাইভ ইন বেবিসিটার খুঁজছেন। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে 917-280-7656 নম্বরে কল করুন।

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিস্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাণ্ড প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

World Travel and Vacation
TRAVEL THE WORLD

Mohammad Hossain
President
214.714.3110 (৩৭/৭)

1901 knightsbridge Rd, farmers Branch, TX-75234
Mohammad.benu@gmail.com

ওমরা ভিসা, হজ্জের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্ততার প্রতিষ্ঠান।
দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগঃ 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্রী চাই

বাংগালি আমেরিকান অবিবাহিত ধার্মিক প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার ৪০ পাত্রের জন্য অনুদ্ব ৩৫ বয়সী কানাডা আমেরিকান মার্জিত, সুশ্রী ধার্মিক পাত্রীর সন্ধানে। ফোন 203-559-6862

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

সুখবর! সুখবর!!

আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন।

571-830-9213

Email: rashid.ozonepark@gmail.com



রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় আতঙ্কে উদ্বেগে ব্যবসায়ীরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আকাশে মেঘ থাকলে তা অর্থনীতিকে মোখাচ্ছন্ন করে। তাদের মতে, রাজনীতিতে অস্থিরতা চলতে থাকলে বিনিয়োগ আসবে না। বিনিয়োগ না বাড়লে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও ত্বরান্বিত হবে না।

এক মাসের বেশি সময় ধরে চলা হরতাল-অবরোধে স্থবিরতা চলছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে। একটার পর একটা ইস্যুর মুখে কুলিগে উঠতে না পারা ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা এখন শঙ্কিত টিকে থাকা নিয়ে।

উৎপাদন খাতের বড়, ছোট অসংখ্য ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান আছে, যারা নানামুখী সংকটে ঝুঁকছে। ব্যবসায়ীদের বড় অংশ ভুগছে ডলার-সংকটের কারণে ঋণপত্র (এলসি) খুলতে না পেরে। এলসি খোলার জন্য বড় বড় শিল্প গ্রুপও এখন ব্যাংকের এমডিদের কাছে ধরনা দিচ্ছে। এলসি জটিলতায় অনেক কমে গেছে আমদানি। তথ্য-উপাত্ত বলছে, গত অর্থবছরের নভেম্বরে যেখানে সাড়ে ৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি হয়েছিল, এ অর্থবছরের নভেম্বরে তা নেমে গেছে ৪ দশমিক ৯২ বিলিয়নে।

আমদানি পণ্য ও সরবরাহ ব্যবসার

এলসি জটিলতায় অনেক আমদানি কমে গেছে। তথ্য-উপাত্ত বলছে, গত অর্থবছরের নভেম্বরে যেখানে সাড়ে ৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি হয়েছিল, এ অর্থবছরের নভেম্বরে তা নেমে গেছে ৪.৯২ বিলিয়নে।

প্রাণকেন্দ্র রাজধানীর মৌলভীবাজার। চাল, ডাল, তেল, চিনি, মসলা, মনিহারি, ফলমূলসহ প্রায় সব ধরনের পণ্য আমদানি হয়ে এখান থেকেই সারা দেশে সরবরাহ করা হয়। ডলার-সংকটে ব্যবসা এখন কঠিন সময় পার করছে। আগে বছরে যেখানে একজন ব্যবসায়ী দুইশোর বেশি এলসি খুলতে পারতেন, এখন ১৮টি করাও দুরূহ হয়ে গেছে। এলসির হার হ্রাস পাচ্ছে দ্রুতই।

আমদানিতে কড়াকড়ির ফলে আমদানিনির্ভর শিল্পগুলোর ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। যেমন সম্প্রতি কমে গেছে স্ক্রাপ জাহাজ আমদানি। অনেক শিপব্রেকিং ইয়ার্ডও বন্ধ হয়ে

গেছে। এ ছাড়া বড় ধাক্কা খেয়েছে সিমেন্ট খাতও। এ পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রি কমেছে ৩০-৪০ শতাংশ।

উদ্যোক্তারা জানান, এমএস (মাইন্ড স্টিল) রডের বিক্রি ৬০-৭০ শতাংশ কমে গেছে। বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা যায়, সিরামিক প্যায়ের সরবরাহ ৩০ শতাংশের বেশি কমে গেছে।

আমদানিতে ডলার-সংকটের কোপ পড়ায় রপ্তানিও এখন ধ্বংস। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, গত অক্টোবর মাসে ৩ দশমিক ৭৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা ২৬ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। আগের বছরের একই মাসে মোট ৪ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। রপ্তানি যখন এমনিতেই চ্যালেঞ্জের মুখে, তখন নতুন করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও মানবাধিকার ইস্যুতে রীতিমতো চোখ রাঙচ্ছে আমেরিকা-ইইউভুক্ত দেশগুলো।

এদিকে ব্যাংকগুলো ভুগছে তারল্যসংকটে; পাশাপাশি ডলার-সংকট তো আছেই। তারল্যসংকটে পড়া ব্যাংকগুলো চড়া সুদের কলমানিতে ধার করছে প্রতিনিয়ত। টাকার অভাবে অনেক

ল্যাটিন আমেরিকার বইমেলায় বাংলাদেশের উজ্জ্বল উপস্থিতি

শৈলী জামান খান

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ল্যাটিন আমেরিকার সবচেয়ে বড় এবং ৩৭ তম গুয়াদালাহারা আন্তর্জাতিক বইমেলা। মেলার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, এবারই প্রথমবারের মত বাংলাদেশ এই বইমেলায় অংশগ্রহণ করল। এটি ছিল মেক্সিকো সিটির বাংলাদেশ হাই কমিশনের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের লেখক এবং তাদের প্রকাশনার প্রথম অংশগ্রহণ।

২৫ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে গুয়াদালাহারা আন্তর্জাতিক এই বইমেলায় বাংলাদেশের স্টলের উদ্বোধন করেন মেক্সিকো সিটির রাষ্ট্রদূত আবিদা ইসলাম। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পুতুল, রিঞ্জা, বর-কনে, গহনা এবং সূচিকর্ম করা, বাংলাদেশী হস্তশিল্পের জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো স্টলটি উপস্থিত দর্শক এবং পাঠকদের মনে বাংলাদেশকে জানার আগ্রহ তৈরি করেছে।

ক্ষমতাধর নারীর তালিকায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এই তালিকায় গত বছরও স্থান পেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত বছর তিনি ৪২তম অবস্থানে ছিলেন।

ফোর্বসের এবারের তালিকায় শীর্ষ স্থানে রয়েছেন ইউরোপীয় কমিশনের (ইসি) প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন। আর দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছেন ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লগার্ড। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে আছেন যথাক্রমে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি ও মার্কিন সংগীত তারকা টেলর সুইফট।

ফোর্বসের তালিকার সঙ্গে প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও প্রকাশ করা হয়েছে। এতে শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে,

আ.লীগ-জাপার লুকোচুরি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছিলেন, আসন ছাড় নিয়ে জাতীয় পার্টির সঙ্গে আলোচনা চলছে। তবে গতকাল তিনি বলেন, জাতীয় পার্টি একসময় মহাজোট ছিল। তারা নির্বাচন করছে। আলোচনার আগে কিছু বলা সম্ভব নয়। দু-এক দিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।

সূত্র আরও জানায়, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের, কে-চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও মহাসচিব মুজিবুল হক চুমু মঙ্গলবার রাতে গণভবনে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন। তবে এই সাক্ষাতের বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন চুমু। তিনি বলেছিলেন, বুধবার আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে তাঁদের বৈঠক হবে।

গতকাল বিকেলে চুমু বলেন, সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের সঙ্গে বৈঠক হবে। তবে স্থান নিয়ে তিনি কিছু বলেননি। গতকাল বিকেলে ১৪ দলীয় জোটের মুখপাত্র ও সমন্বয়ক আমির হোসেন আমুর বাসায় জাপার নেতাদের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার গুঞ্জন উঠেছিল। তবে তা ঠিক নয়। সন্ধ্যার দিকে জানানো হয়, আমু নয়, ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে বৈঠক করবেন জাপার নেতারা।

সূত্র বলেছে, রাতে ওবায়দুল কাদের, জাহাঙ্গীর কবির নানক, মাহবুবউল আলম

৭৬ বছর বয়সী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাংলাদেশে তিনি সবচেয়ে বেশি সময় ধরে প্রধানমন্ত্রী। সবচেয়ে বেশি সময় ধরে সরকারপ্রধান থেকেও বিশ্ব রেকর্ড করেছেন তিনি। কোনো দেশে কোনো নারী সরকারপ্রধান এত দিন ক্ষমতায় থাকতে পারেননি।

এই তালিকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপরে ৪৫তম অবস্থানে রয়েছেন নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের প্রেসিডেন্ট লিন মাটিন। আর শেখ হাসিনার পরের অবস্থানে রয়েছেন

ইন্দোনেশিয়ার অর্থমন্ত্রী শ্রী মুলিয়ানি ইন্দ্রাবতী। অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার আগে তিনি বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান পরিচালন কর্মকর্তার (সিওও) দায়িত্ব পালন করেছেন।

হানিফ ও মির্জা আজমের সঙ্গে জাপার দুই নেতার বৈঠক হয়। তারা হলেন আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও মুজিবুল হক চুমু। তবে আলোচনার বিস্তারিত জানা যায়নি। এই বৈঠক হয়েছে রাত আটটার পর। কারণ, ওই সময় পর্যন্ত ওবায়দুল কাদের ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে ছিলেন। এরপর তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে ধানমন্ডি ২৭ নম্বর সড়কের দিকে যান।

এদিকে আসন ছাড় নিয়ে সোমবার শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন ১৪ দলীয় জোটের নেতারা। মঙ্গলবার ওয়ার্কার্স পার্টি ও জাসদের নেতারা বৈঠক করেন আমির হোসেন আমুর সঙ্গে।

আওয়ামী লীগের সূত্র বলেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জি এম কাদেরসহ জাপার তিন নেতা গণভবনে শেখ হাসিনার সঙ্গে পাঁচ-ছয় মিনিট কথা বলেন। তাঁদের মধ্যে দুজন একপর্যায়ে বেরিয়ে গেলে অপরজন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আরও এক মিনিট কথা বলেন।

জাতীয় পার্টির একটি সূত্র বলেছে, দলটি এবার আওয়ামী লীগের কাছে কমপক্ষে ৪০টি আসন ছাড় চেয়েছে। ৭-৮ ডিসেম্বরের মধ্যে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাঁদের বার্তা দেওয়া হতে পারে। একাদশ সংসদ নির্বাচনে জাপাকে ২৯টি আসন ছেড়েছিল আওয়ামী লীগ। তবে এর মধ্যে দুটিতে আওয়ামী লীগেরও প্রার্থী ছিলেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বিয়ানীবাজার সমিতির প্রতিষ্ঠাকালীন কিছু তথ্য ও কথাবার্তা

বিয়ানীবাজার এর পাতন গ্রামের বাগমারা মসজিদ মেরামত সংক্রান্ত একটি সভা আমার মামা মরহুম জনাব আয়ুব আলী সাহেবের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। তখন নিউইয়র্কে বিয়ানীবাজার এর অনেক প্রবাসী বসবাস করতেন। লোক মারা গেলে দেশে পাটানো এবং এখানে দাফন কাফন সম্পন্ন করতে ৮ হাজার ডলার এর মতো খরচ হয়ে যেত।এক প্রবাসীর মৃত্যুর টাকা কালেকশনের জন্য সম্ভুল আবেদিন, সামছুদ্দিন সুনাই, মরহুম আব্দুর রফ খান মিস্ত্রী সাহেব সহ আর কিছু ব্যক্তিত্ব উপস্থিত হন। তারা আলাপ আলচনা করে বিয়ানীবাজারের একটি সমিতি গঠনের সিদ্ধান্তে পৌঁছেন । সভাপতি মসতুফা চৌধুরি ও সম্পাদক আবদুল আজিজ ভূঁইয়া এবং কেশিয়ার হিসেবে কালাম স্যারকে দিয়ে কমিটি গঠিত হয়।

পাতন এর সকল মুরব্বীয়ান ও যুবকদের প্রতি আমাদের পরম শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই। পরবর্তীতে সকল বিয়ানীবাজারবাসী একত্রিত হয়ে একটি এক বছরের জন্য কমিটি গঠন করেন। সৌভাগ্যক্রমে, আমি ১৩ বছর এই সমিতির কার্যকরি সদস্য , সহ সম্পাদক ও সম্পাদক , সভাপতির দায়িত্ব পালন করি।তখনকার সময় দেশে অথবা এইদেশে মৃতদেহ দাফন করার জন্য একটি ফিউনারেল হোমের প্রয়োজনীয়তার তাগিদ সৃষ্টি হয়। আফগানিস্তান অভিবাসী একজন ফিউনারেল ডাইরেক্টর আহমদ আফজালী এর সাহায্যে সকল বাঙ্গালী মুসলমানকে নিয়ে ১৬০০ ডলার এ দাফন কাফন এর ব্যবস্থা করা হয়। বিয়ানীবাজার সমিতির একটি নিজস্ব কবরস্থান ক্রয় করার জন্য মরহুম আবদুল মনজুর মুমিন সাহেবকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তিনি নিউইয়র্ক সিটির কিছু কবর স্পেশাল প্রাইসে ক্রয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সাইপ্রাসহিল ও লাগোস্ত্রা এয়ারপোর্টের পাশে একটি গোরস্থান ক্রয় করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

শেষ মুহুর্তে মরহুম আবদুল হক সাহেব এর মাধ্যমে লংআইলেন্ডর ওয়াশিংটন মেমরিয়াল পার্কের কবরস্থান ক্রয় করা হয়।তখন কেউ একজন বিয়ানীবাজার

সমিতির ব্যংক একাউন্ট থেকে ১৫ হাজার ডলার জালিয়াতি করে নিয়ে যায়। আজও তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এই ফিউনারলে হোমের মাধ্যমে আমরা ২ থেকে আড়াই হাজার ডলারের ভিতরে মৃত ব্যক্তিকে এখানে কবর দেয়া অথবা দেশে পাটানোর ব্যবস্থা করতে সক্ষম হই। পরবর্তীতে বাংলাদেশ বিমান নিউইয়র্ক এ আসায় ফ্রি মৃতদেহ বহন করায় আমরা ১৬০০ ডলারে দেশে পাটাতে সক্ষম হই। এবং আমরা মৃত ব্যক্তির ফেমেলিকে ৬ হাজার ডলার করে অনুদান দিতে সক্ষম হই।

যখন 9-11 এর দুর্ঘটনা হয়, তখন আমাদের অনেক লোকই কাগজপত্র ছাড়া বসবাস করত বলে ইমিগ্রেশন এর ভয়ে সবাই ভিত থাকত। ঘর থেকে বাইর হতে ভয় পেত এবং বিভিন্ন জাগায় মারধর সহ অনেকে লাঞ্চিত হয়। এই সময় বিয়ানীবাজার সমিতি লিগেল এডভাইস দেয়ার জন্য হিউমেন রাইটসে লয়ার, ভারতীয় ও বাঙ্গালী লয়ারদেরকে নিয়ে পরামর্শ সভা বিভিন্ন জায়গা যেমন অস্ট্রিয়া, ওজনপার্ক ,জামাইকা, ব্রুকলিন এ অনুষ্ঠিত হয়। কমিনিটিকে উত্সাহিত করার জন্য সকল জাতিগোষ্ঠি মিলে ইউনাইটেড রেলি ও পথমেলার ব্যবস্থা করে লোকজনকে বাইরে বের করা হয়। যা আমাদের কাউন্সিলম্যান , সিনেটর ও এসেম্বলিয়ানদের সাহায্য সহযোগিতায় করা হয়।

বিয়ানীবাজার সমিতি শুধু বিয়ানীবাজারের নয়, বাংলাদেশের যেকোন প্রান্তের লোক অসুবিধায় থাকলে আমরা তাদের সাহায্যে অগ্রিম ভূমিকা পালন করতাম। যেমন ফটো সাংবাদিক মিজানুর রহমান। যার নামে একটি street এর নামধারী করা হয়। যেটি বাংলাদেশের প্রথম street হিসেবে নামকরন করা হয়েছিল।

বিয়ানীবাজার সমিতির প্রথম ফুটবল খেলা শুরু করে ইসরিভাল মাঠে জালালাবাদ ফুটবল ফেডারেশন। জহির উদ্দিন সাহেবকে প্রেসিডেন্ট করে এই ফেডারেশন গঠিত হয়। বিয়ানীবাজার লাল ও সবুজের দুইটি দল প্রতিযোগিতায় সম্মানজনক প্রাইজ নিয়ে আসে। এই ট্রফিগুলো এখনো মিছবা আহমদ এর

কাছে আছে।বিয়ানীবাজার মহিলা কলেজকে একটি মাইক্রোবাস দেওয়া হয় এবং নগদ টাকাও দেওয়া হয়। তখনকার অনেক নতুন কলেজকে ২ লক্ষ করে টাকা অনুদান দেয়া হয়। বিয়ানীবাজার সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র ঢালাইয়ের জন্য ৬০ হাজার টাকা, আল আমান মসজিদের সেকেন্ড ভবন ক্রয়ের জন্য ৪০ হাজার ডলার কর্ফে হাসানা দেওয়া হয়। এইগুলো সম্ভব হয়েছিল সদস্যদের টাকার সাহায্য সহযোগিতায়। আমাদের তখন ঘরের ভাড়ার কোন টাকা বা কবর থেকে কোন ইনকামের ব্যবস্থা ছিল না।

আলচনার মাধ্যমে বিয়ানীবাজার সমিতির একটি ঘর ক্রয়ের জন্য সাধারণ সভায় সবার সম্মতিতে বুরহান উদ্দিন কফিল, আহমদ এ হাকিম, শফিকুর রহমান এর নামে ক্রয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবে একটি সংগঠনের দুই পক্ষ থাকে। সাংগঠনিক দ্বন্দ্ব বিবাদকে আমরা স্বাগত জানাই। কিন্তু কেউ কেউ হিংসা করে ভাল কাজের বাধা সৃষ্টি করে, কথা দিয়ে কথা না রাখে ও বিয়ানীবাজার সমিতির ঘরের জন্য টাকা দিবেন বলে সম্মতি দেন, কিন্তু না দিয়ে সমিতির বৈধ কাগজপত্র, রিসিটবুক, সাধারণ সভার রেজিস্ট্রেশন বুকসহ সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বিনষ্ট করেন। ঘরের হিট এর তেলের বিলসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিলপত্র না দিয়ে সমিতির কলংকের ইতিহাস রচনা করেন। ওয়েল কম্পানি আমার উপর কোর্ট এর একটি অনাদায়কৃত টাকার জাজমেন্ট ইসু করে, যেটা আমার মোটেই জানা ছিল না। ঘরের ৪ টা এপার্টমেন্টে ৪৪০০ , এবং স্টোর রেন্ট বাবদ ২৫০০, টোটাল ইনকাম ৬৯০০ ডলার। মরগেজ এর জন্য ৩২০০ ডলার ও গ্যাস বিলসহ অন্যান্য আরও এক হাজার ডলার । সর্বমোট ৪২০০ ডলার খরচ হতে থাকে, তাহলে অবশিষ্ট ২৭০০ ডলার থাকে । অতএব, ঘরের ইনকাম প্রথম থেকেই প্রায় ২ থেকে আড়াই হাজার ডলার সমিতির একাউন্টে জমা থাকার কথা।

তাই আমি অনুরোধ করি, এইসব বাজে কথা রেখে কত নম্বর এপার্টমেন্ট থেকে কত টাকা আদায় করেছেন তার তালিকা প্রকাশ করুন। এবং উদ্ধৃত টাকাগুলো আপনারা

বুরহান উদ্দিন কফিল

কোথায় রেখেছেন তা জনগনের কাছে পরিষ্কার করে জবাব দেন, এটা একটি কাল্পনিক কথা নয়।

আপনারা ঘরে কাজ করিয়েছেন, এটার রিসিট দেখান এবং ফরক্লজিং এর যদি কোন চিঠি পেয়ে থাকেন তা আমাদের সবাইকে জানানো আপনারাদের সাংগঠনিক দায়িত্ব। জনাব আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের কাছে ঘর সংক্রান্ত জালিয়াতির কাগজগুলো সমিতির সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। তাই এগুলো সমিতির দায়িত্বশীল মানুষের কাছে পৌঁছানো আপনারাদের ইমানী দায়িত্ব।

অনির্বাচিত প্রাক্তন সভাপতি, মোসতফা কামাল সাহেব বিয়ানীবাজার সমিতির ব্যনারে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের (২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১) তার লিখিত বক্তাবে বলেছিলেন, বিয়ানীবাজার সমিতির ঘর থেকে ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত ৮ হাজার ডলার থেকে ১০ হাজারে উন্নিত করেছিলেন। জনাব প্রাক্তন সভাপতি সাহেব, বিয়ানীবাজারবাসীর এই হিসাবটুকু বুঝতে আনেক কষ্ট হয়। যদি ৮ হাজার ডলার মাসিক ইনকাম হয়ে থাকে,এক বছরের ইনকাম ৯৬০০০ ডলার করেন। তাইলে ১২ বছরে ১১৫২০০০ ডলার হওয়ায় কথা। সমিতির মরগেজ দেয়ার পর আপনার হিসাব অনুসারে প্রায় ১ মিলিয়ন ডলার বিয়ানীবাজার সমিতির একাউন্টে থাকার কথা। কিন্তু আপনারদের ব্যাংকের হিসাবে ১ লক্ষের মত পাওয়া যায়। বাকী টাকা গুলো কি আপনি দুবাইতে নিয়ে গেছেন? যদি দুবাইতে না নেন তবে প্রত্যেকটি টাকার রিজোলিউশন বুক সাধারন এবং কার্যকরী পরিষদের রেজোলিউশন বুক রিসিট বইগুলো, খরচের রিসিটগুলোসহ যাবতীয় কাগজপত্র বিয়ানীবাজার সমিতির কার্যকরী পরিষদকে দিতেই হবে। অন্যতায় আপনারা চোর হিসেবে গণ্য হবেন। চোর এই ব্যক্তি, যে বা যারা সম্পত্তি অগোচরে নিয়ে যায়। তখন তারা চোর চোর মানা হয়। কিন্তু আপনি ও আপনার সহযোগি আরেকজন প্রাক্তন সভাপতি আজিবুর বহমান বুরহান নির্লজ্জভাবে ৩ বছরের টেক্স ফ্রড করে ও আমার নামে ক্যপিটাল ব্যংকে মরগেজ

এপলাই করে ঘরটি উনার নামে নেয়ার যে অসং কাজ করেন -তা ডাকাতি করার সমান। কারণ, তিনি তা সাধারন সভায়ও বুক উঁচু করে মেনে নিয়েছিলেন। জনাব অনির্বাচিত সভাপতি সাহেব, আপনি সাংবাদিক সম্মেলনে আমার নাম তিনবার উল্লেখ করেছিলেন। আপনিতো কেরোসিন তেলের সাথে সরিষার তেল মিশিয়ে অসং ব্যবসা করেন। তেলের বিলগুলো যখন বিয়ানীবাজার সমিতির এড্রেসে এসেছিল তখন ভাড়া টাকাগুলো কার কাছে দেওয়া হত? আমিতো এক টাকাও নেই নাই বা আমার সাথের আহমদ এ হাকিম এবং শফিকুর রহমান সাহেবও নেন নাই। তাই এই বিলগুলো কার পে করার দায়িত্ব ছিল? আপনারা তেলের বিলগুলো আসার পর ডাষ্টবিনে ফেলে দেন ও পাখি সাহেবের কাছে দেন।

আমি অত্যন্ত নম্রভাবে জানতে চাই, আমার নামে এই ঘর রাখার জন্য আপনারদের এত জেলাস মনোভাব কেন? আপনি আরও উল্লেখ করেন, আমি নাকি ঘর বিক্রি করে জাজমেন্টের পরয়া পে করব। আমি একা বসবাস করি,আমার ইনকাম সিমীত, তাই কোর্টের জাজমেন্টের টাকা এবং লিগেল ফি বহন করা কষ্টকর। আমি কোন মন্ত্রি -মন্ত্রিণের এর কাছ থেকে কোন অসং টাকা গ্রহণ করিনি। জনাব মোস্তফা সাহেব, আপনি বলেছেন ঘরকে ফরক্লজিং থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আপনার গেছে আকুল আবেদন, ফরক্লোজিং এর একটি চিঠি বিয়ানীবাজার সমিতির সদস্যদেরকে দেখান। নতুবা আমি উকিলের মাধ্যমে জানতে চাইব। ঘরের কোন এপার্টম্যান্টের এবং স্টোর এর ভাড়া কত? সবটুকুর হিসাব লিখিতভাবে সাধারন সদস্যদের জানানোর জন্য অনুরোধ করি। এবং এইসব বাজে কাজ থেকে সরে থাকার অনুরোধ জানাই।

পরিশেষে, বিয়ানীবাজার সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যারা সাহায্য সহযোগিতা করে মৃতুবরণ করেছেন, তাদের জম্মাত কামনা করি এবং তাদের রুহের উপর সওয়াব বর্ষিত হোক, এ কামনা করি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়াত দান করুন। আমীন!

আতিকুর রহমান সালু স্মরণে দোয়া ও আলোচনা সভা



ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য, ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান, বীর মুক্তিযোদ্ধা, আন্তর্জাতিক ফারাকা কমিটির চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং কমিউনিটি অ্যাগ্জিভিস্ট আতিকুর রহমান সালু স্মরণে দোয়া এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

তারিখ : রোববার, ১০ ডিসেম্বর ২০২৩

সময় : সন্ধ্যা ৫টা

স্থান : সেফ মহল, জ্যাকসন হাইটস

(মান্নান প্রোসারির দ্বিতীয় তলা)

বন্ধুমহল এবং শুভাকাঙ্ক্ষীগণ আমন্ত্রিত

নিবেদক-

গিয়াস আহমেদ

চেয়ারম্যান
ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটি



১৭ ডিসেম্বর
রবিবার
সন্ধ্যা ৫টা

বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যালয়
86-24 Whitney Avenue
Elmhurst, New York 11373

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা
শিশু-কিশোরদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা
আলোচনা সভা, মঞ্চ নাটক
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজ

সুধী, আপামী ১৭ই ডিসেম্বর, রবিবার সন্ধ্যা ৫টায় সোসাইটির কার্যালয়ে আমাদের প্রাণের মাতৃভূমি বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা, আলোচনা সভা, মঞ্চ নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছে। বিজয় দিবসের এই অনুষ্ঠানে আপনারা স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।

 প্রদীপ ভট্টাচার্য আহ্বায়ক ৩৪৭-৪৭৬-৫২৯৪	 আবুল বাশার হুইয়া সদস্য ৩৪৭-২৭৯-২৬৪০	শাহ মিজানুর রহমান প্রধান সমন্বয়কারী ৯১৭-৫০৫-৪৪৯৫	 সুশান্ত দত্ত সদস্য ৩৪৭-২৭৯-২৬৪০	মো: আখতার বাবুল সদস্য সচিব ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫০
আনুগো		মো: কহল আমিন সিদ্দিকী সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৪৭৬-৫০৮২		

মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান (সিনিয়র সহ-সভাপতি) ৯১৭-৫২০-১০৪৪, ফারুক চৌধুরী (সহ-সভাপতি) ৯১৭-৬২৭-০৮৭৭, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী (সহ-সাধারণ সম্পাদক) ৬৪৬-০২১-৪১১৭, মো: নওশেদ হোসেন (কোষাধ্যক্ষ), ৬৪৬-০০৮-২২৪৫, আবুল কালাম হুইয়া (সাংস্কৃতিক সম্পাদক) ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, ডা: শাহজাউল লিপি (সাংস্কৃতিক সম্পাদক) ৩৪৭-৪৫৯-৮৯৯৮, রিজু মোহাম্মদ (প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক) ৭১৮-৫৮১-৬৬০৭, মোহাম্মদ টিপু খান (সমাজকল্যাণ সম্পাদক) ৬৪৬-৬২০-৮৬২২, ফয়সল আহমদ (সাহিত্য সম্পাদক) ৩৪৭-৭০৫-৫৮২০, মাইনুল উদ্দিন মাহবুব (কীর্তি ও আপ্যায়ন সম্পাদক) ৭১৮-০১২-৯৭২১, প্রদীপ ভট্টাচার্য (কুল ও শিক্ষা সম্পাদক) ৩৪৭-৪৭৬-৫২৯৪, কার্যকরী সদস্য: ফারওয়া চৌধুরী ৭১৮-৬৯৭-৯০০৫, মো: আখতার বাবুল ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫০, আবুল বাশার হুইয়া ৩৪৭-২৭৯-২৬৪০, সুশান্ত দত্ত ৭১৮-৭১০-৫৬১৭, মো: সাদী সিদ্দী ৭১৮-৮২০-০৬১৯ ও শাহ মিজানুর রহমান ৯১৭-৫০৫-৪৪৯৫



জর্জ সান্তোস

কংগ্রেসের সদস্য পদ হারালেন জর্জ সান্তোস

উত্তর আমেরিকা অফিস

মার্কিন কংগ্রেসে রিপাবলিকান সদস্য জর্জ সান্তোসের কংগ্রেস সদস্যপদ বাতিল করা হয়েছে। ১ ডিসেম্বর শুক্রবার মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে ভোট সন্দস্যপদ হারিয়েছেন তিনি।

নিউইয়র্ক থেকে নির্বাচিত সান্তোসকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৩১১ জন সদস্য। আর প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন ১১৪ জন। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ষষ্ঠ ব্যক্তি এবং গত ২০ বছরে প্রথম হিসেবে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হলেন সান্তোস।

সান্তোস নির্বাচনী প্রচারণের জন্য সংগৃহীত তহবিলের অর্থ নিজের জন্য ব্যবহার করেছিলেন। তদন্তে বেরিয়ে এসেছে সান্তোস কীভাবে ভ্রমণ, সৌন্দর্য বৃদ্ধির চিকিৎসা ও বিলাসী পণ্য কেনায় এসব অর্থ ব্যয় করেছিলেন। এর আগেও একবার সান্তোসকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাবের ওপর প্রতিনিধি পরিষদে ভোটভুক্তি হয়েছিল। তবে সেবার ডেমোক্রটিক পার্টির জ্যেষ্ঠ নেতারা প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেওয়ায় রক্ষা পেয়েছিলেন তিনি।

শুক্রবারের ভোটভুক্তিতে হাউসে সান্তোসের নিজ দল রিপাবলিকান পার্টির শীর্ষ চার নেতাসহ ১১২ জন সদস্য তাঁকে রাখার পক্ষে ভোট দিলেও শেষ রক্ষা হয়নি। সান্তোসকে বহিষ্কারের পক্ষে ভোট দিয়েছেন রিপাবলিকান পার্টির ১০৫ জন সদস্য। এর সঙ্গে ডেমোক্রটিক পার্টির ২০৬ ভোট মিলিয়ে প্রস্তাবের পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পড়েছে।

গত মে মাসে প্রতারণা, সরকারি তহবিল তছরূপ, মুদ্রা পাচার এবং কংগ্রেসে মিথ্যা বক্তব্য দেওয়ারসহ ১৩টি অভিযোগে সান্তোসকে অভিযুক্ত করেন আদালত। এরপর অক্টোবরে তাঁর বিরুদ্ধে আরও ১০টি অভিযোগ তোলা হয় আদালতে। এসব অভিযোগে আগামী বছর তাঁর বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এবার জিম্বাবুয়ে ও উগান্ডায় মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞা

নির্বাচনে কারচুপি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আফ্রিকার দেশ জিম্বাবুয়ে ও উগান্ডার ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। নির্বাচনে কারচুপি, ভোটারদের ভয় দেখানো, বিরোধীদের নির্বাচনে অংশ নিতে বাধা দেওয়া এবং বিচার বিভাগের ওপর হস্তক্ষেপের অভিযোগ এনে গতকাল সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিন্কেন এ ঘোষণা দেন। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বিবৃতিতে অ্যান্টনি ব্লিন্কেন বলেন, ‘জিম্বাবুয়েতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করায় আজ আমি নতুন ভিসা নিষেধাজ্ঞা নীতি ঘোষণা করছি। এই নীতির আওতায় যারা জিম্বাবুয়ের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করার জন্য দায়ী বা অভিযুক্ত, তাদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও জাতীয়তা আইনের ধারা ১১২ (এ) (৩) (সি) অনুসারে ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে।’

কোন ধরনের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে, সে বিষয়ে ব্লিন্কেন বলেন, ‘এ ধরনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে—নির্বাচনে কারচুপি, ভোটারদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা বা ব্যক্তিকে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা দেওয়া, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মীদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে বাইরে রাখা; গণতন্ত্র, শাসন বা মানবাধিকারসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত নাগরিক সমাজের সংস্থাগুলোর ক্ষমতা সীমিত করা। ভোটার, নির্বাচন পর্যবেক্ষক বা নাগরিক সমাজকে হুমকি বা শারীরিক সহিংসতার মাধ্যমে ভয় দেখানো।’

এর বাইরে ঘৃণা-দুর্নীতির মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা ব্যক্তির বা ভিসা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বেন বলে ঘোষণা করেন ব্লিন্কেন। তিনি আরও বলেন, ‘নির্বাচনী মামলার বিচারের সময় বিচার বিভাগের স্বাধীন কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করা জিম্বাবুয়েতে মানবাধিকারের অপব্যবহার বা লঙ্ঘনে জড়িত ব্যক্তির বা এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বেন।’

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, কেবল যেসব ব্যক্তি এসব কাজে যুক্ত থাকবেন, তারাই নয়, তাদের পরিবারের সদস্যদের

ওপরও মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। ব্লিন্কেন বলেন, ‘এ ধরনের ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরাও এই বিধিনিষেধের আওতাভুক্ত হতে পারেন। সোজা কথায়, যে বা যারা জিম্বাবুয়ের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ণ করেন—২০২৩ সালের আগস্টে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের সময় এবং তার পরে বা আগে—এই নীতির অধীনে মার্কিন ভিসার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।’

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘এই ভিসা নিষেধাজ্ঞা নীতি এই আইনের সঙ্গে জড়িত নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য হবে। জিম্বাবুয়ের জনগণের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা নির্দেশিত নয়। যুক্তরাষ্ট্র জিম্বাবুয়ের অবাধ ও সঠিক নির্বাচনের আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করে, যা জনগণের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে এবং গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবাধিকার সুরক্ষাকে শক্তিশালী করে।’

উগান্ডা প্রসঙ্গে পৃথক এক বিবৃতিতে বলা হয়, দেশটির গণতন্ত্রকে দমন ও ক্ষুণ্ণ করায় ভিসা বিধিনিষেধ আরোপের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ব্লিন্কেন বলেন, ২০২১ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় উগান্ডার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য দায়ী বা জড়িত ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে একটি ভিসা নিষেধাজ্ঞা নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। ওই সময় দেশটির সরকারকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া উন্নত করতে এবং ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়া, সহিংসতা ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য দায়ীদের জবাবদিহি করতে অনুরোধ করা হয়।

সে প্রক্রিয়ায় কোনো উন্নতি না হওয়ায় বিবৃতিতে বলা হয়, আমি উগান্ডার বর্তমান বা সাবেক কর্মকর্তাদের বা অন্যদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ভিসা-নীতির সম্প্রসারণ ঘোষণা করছি। যারা উগান্ডার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করার জন্য বা প্রান্তিক সদস্যদের দমন করার লক্ষ্যে নীতি বা কর্মের জন্য দায়ী বা জড়িত তারাই এর লক্ষ্য।

এ ছাড়া পরিবেশকর্মী, মানবাধিকার রক্ষাকারী, সাংবাদিক, এলজিবিটিকিউআই+ ব্যক্তি ও সুশীল সমাজ সংগঠকদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তির এই নিষেধাজ্ঞায় পড়বেন। জিম্বাবুয়ের মতোই বলা হয়, গণতান্ত্রিক পরিবেশ ক্ষুণ্ণকারী ওই সব ঘটনায় যুক্ত ব্যক্তিদের পাশাপাশি তাদের পরিবারের সদস্যরাও বিধিনিষেধের অধীন হতে পারেন।

অভিবাসী ঠেকাতে ভিসানীতি কঠোর করছে যুক্তরাজ্য

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বৈধ ও অবৈধ পথে বিপুল পরিমাণ অভিবাসী প্রবেশ করছে যুক্তরাজ্যে। এ অবস্থায় অবৈধ অভিবাসী ঠেকাতে এরই মধ্যে ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে যুক্তরাজ্য। এবার বৈধ অভিবাসীর স্রোত ঠেকাতেও দেশটি ভিসানীতি কঠোর করার ঘোষণা দিয়েছে। বৈধ দিয়েছে নির্দিষ্ট শর্তও। গত সোমবার ব্রিটিশ সরকার এই ঘোষণা দিয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

ব্রিটেনের রাজনীতিতে বৈধ অভিবাসন সব সময়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে বিগত এক দশকের রাজনীতিতে বিষয়টি ব্যাপক আলোচিত হয়েছে। ২০১৬ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসার অন্যতম কারণও ছিল এই বৈধ অভিবাসননীতি। দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকও বিষয়টি নিয়ে কঠোর হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ব্রিটেন সরকার ঘোষিত সর্বশেষ নীতি অনুসারে, যেসব অভিবাসী এখন থেকে ব্রিটেনে যাবেন, তাঁদের অবশ্যই কোনো না কোনো নির্দিষ্ট দক্ষতা থাকতে হবে। পাশাপাশি অভিবাসীদের জন্য সর্বনিম্ন আয়সীমাও বাড়ানো হয়েছে এক-তৃতীয়াংশ এবং এই পরিমাণ অর্থ আয় করতে হবে নির্দিষ্ট খাতের দক্ষ শ্রমিক হিসেবে। তবে দেশটির বণিক ও শ্রমিক ইউনিয়ন সরকারের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে। কারণ, দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত্ব স্বাস্থ্য খাত ও বেসরকারি খাত এখনো ব্যাপকভাবে শ্রমিকহীনতায় ভুগছে।

গত নভেম্বরে প্রকাশিত ব্রিটিশ সরকারের তথ্যানুসারে, ২০২২ সালে যুক্তরাজ্যে রেকর্ড ৭ লাখ ৪৫ হাজার অভিবাসী প্রবেশ করেছে। এসব অভিবাসীর মধ্যে ভারত, নাইজেরিয়া ও চীন থেকে সবচেয়ে বেশি এসেছে। বর্তমান ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লেকারলি বলেছেন, সরকারের এই উদ্যোগ বৈধ অভিবাসীর সংখ্যা ৩ লাখে নামিয়ে আনবে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক এই নতুন নীতি ঘোষণা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ‘বর্তমানে অভিবাসীর সংখ্যা ব্যাপক হারে বাড়ছে। আজ আমরা এটি কমিয়ে আনতে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছি।’ এর আগে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা দিয়েছিল, অবৈধভাবে ব্রিটেনে প্রবেশ করা অভিবাসীদের আফ্রিকার দেশ রুয়ান্ডায় পাঠিয়ে দেওয়া হবার।



ম্যানহাটনে ঢুকলেই টোল ১৫ ডলার

কার্যকর মে থেকে

উত্তর আমেরিকা অফিস

ম্যানহাটনে প্রবেশ করলে প্রতি গাড়ির জন্য ১৫ ডলার টোল দিতে হবে। মে ২০২৪ সাল থেকে এই টোল আদায় শুরু হবে। মিডটাউন ম্যানহাটনের ৬০ স্ট্রিট (কুইন্স ব্রিজ) থেকে ডাউন টাউনের ব্যাটারি পার্ক পর্যন্ত এই টোলের আওতায় পড়বে। সকাল ৫টা থেকে রাত ৯টা অবধি এই রোড কার্যকর হবে। অন্য সময় তা হবে খুবই সামান্য। অর্থাৎ টোলের শতকরা ৭৫ ভাগ কমানো হবে। সুখবর রয়েছে ইয়োলো ট্যাক্সি, উবার, লিফটসহ হায়ার ভেহিকেলগুলোর চালকদের জন্য। তারা দীর্ঘদিন ধরে এই টোলের বিরোধিতা করে আসছিলেন। আন্দোলনের ফলেই তারা এই টোল প্রদান থেকে রেহাই পেলেন। তাদের কোন ধরনের টোল প্রদান করতে হবে না। তবে ইয়োলো ট্যাক্সির প্রতি যাত্রী কে উল্লেখিত এলাকায় গমন করলে বাড়তি ১ ডলার ২৫ সেন্টস গুণতে হবে। আর উবার বা লিফট যাত্রীকে বাড়তি দিতে হবে ২ ডলার ৫০ সেন্টস।

ট্রাফিক মোবাইলিটি রিভিউ বোর্ড (টিএমআরবি) প্রাইভেট কার, পিকআপ ট্রাকস ও এসইউভি গাড়ির জন্য এমন টোল নির্ধারণ করেছে। মোটর সাইকেল চালকদের টোল দিতে হবে ৭ ডলার ৫০ সেন্টস। ট্রাকের টোল নির্ধারণ করা হয়েছে ২৪ ডলার থেকে ৩৬ ডলার পর্যন্ত। ট্রাকের সাইজের ওপর তা আদায় করা হবে। নিম্ন আয়ের চালকরা শতকরা ৫০ ভাগ মূল্য ছাড় পাবেন। সাপ্তাহিক

ছুটির দিনে টোল কমিয়ে আনা হবে। তবে কত কমবে তা পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে। এফডিআর ড্রাইভ ও ওয়েস্ট সাইড হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি চালালে কোন টোল দিতে হবে না। এমটিএ বাস ও সরকারি যানবাহন এ টোলের আওতাভুক্ত থাকবে।

টিএমআরবি এই প্রস্তাব এমটিএ এর কাছে ফাইল করেছে। ৩০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার তা প্রকাশ করা হয়। নিউইয়র্ক স্টেট গভর্নর ক্যাথি হোকুল জানিয়েছেন তিনি সতর্কতার সাথে প্রস্তাবটি পুনর্বিবেচনা করছেন। এর আগে ম্যানহাটনের ব্যস্ত রাস্তায় গাড়ি চলাচলে ২৩ ডলার টোল আদায়ের প্রস্তাব করা হয়েছিল। যা জনসাধারণের তীব্র সমালোচনায় পড়ে। ট্যাক্সিও এই টোলের আওতায় ছিল। নিউজার্সির গভর্নর ফিল মারফি এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মামলাও করেছিলেন। নতুন এই প্রস্তাব অনেকটা গ্রহণযোগ্য বলে কমিউটার এসোসিয়েশন জানিয়েছে। যতবারই ম্যানহাটনের ব্যস্ত এলাকায় প্রবেশ করা হোক না কেন প্রতিদিন একবারই টোল দিতে হবে। হাডসন রিভার ও ইস্ট রিভারের টানেলগুলো দিয়ে যারা ম্যানহাটনে প্রবেশ করবেন তাদের জন্য রয়েছে মূল্য ছাড়। তখন ১৫ ডলারের পরিবর্তে ১০ ডলার চার্জ করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের কোন শহরে এই ধরনের কন্জেশন সারচার্জ বা টোল আদায় এটাই হবে প্রথম। গত ২ বছর ধরে স্টেট, সিটি ও এমটিএ অতিরিক্ত ট্রাফিক ও পরিবেশের কথা বিবেচনা করে এই ধরনের টোল বসানোর কথা বলে আসছিল। ফেডারেল সরকারের কাছ থেকে এ ব্যাপারে স্টেট ও এমটিএ সম্মতিও পেয়েছে।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির
সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ট্রিনিশেশন/ এসাইলাম সেন্টার:
গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং
CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫, ৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

ব্রহ্মসে ৫২তম বিজয় দিবসের ব্যাপক প্রস্তুতি

শেখ শফিকুর রহমান

ব্রহ্মস বাংলাদেশী কমিউনিটির উদ্যোগে আগামী ১৬ই ডিসেম্বর ৫২তম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ব্যাপক কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছে।কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে বীরমুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান, আলোচনা সভা, শিশু কিশোরদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজের আয়োজন।

এ উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়েছে নিম্নরূপ আহ্বাবায়ক মঞ্জুর চৌধুরী জগলুল, প্রধান সমন্বয়কারী শামীম মিয়া, সদস্য সচিব মোঃ মিয়া জাকারিয়া ও প্রধান উপদেষ্টা মোঃ আব্দুস শহীদ।

১৬ই ডিসেম্বর শনিবার ব্রহ্মসের

বিএনপির নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে তারেক নির্বাচন বিমুখ: কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক,
ঢাকা

বিএনপি নির্বাচনে জিতলে দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ায় দলের নেতৃত্ব হারানোর ভয় থেকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নির্বাচন বিমুখ বলে অভিযোগ করেছে কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক।



আব্দুর রাজ্জাক

আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর এই সদস্য বলেছেন, ‘আগামী মাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিএনপি একটি বড় রাজনৈতিক দল। আমরা তাদের বারবার বলেছি, আপনারা নির্বাচনে আসেন। অনেক চেষ্টা করেছি নির্বাচনে আনার জন্য কিন্তু বিএনপি আসেনি। তাদের নেতা তারেক জিয়া সাজাপ্রাপ্ত, খালেদা জিয়া সাজাপ্রাপ্ত; তাঁরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। কাজেই, বিএনপি যদি নির্বাচনে জিতেও, তারেক জিয়া ও খালেদা জিয়া নেতা থাকতে পারবে না।

বাংলাদেশ এভিনিউয়ের

শেষ পৃষ্ঠার পর

জানান বহুজাতিক এ সমাজে বিজয়ের মাসে ‘বাংলাদেশ এভিনিউ’ উল্লেখানের পথ সুগম করার জন্যে। তিনি সামনের দিনগুলোতেও এলাকাবাসীর সমর্থন অব্যাহত থাকবে বলে আশা পোষণ করেন। এ সময় পেনসিলভেনিয়া স্ট্রেট গভর্নরের প্রতিনিধি হিসেবে স্ট্রেটের পলিসি অ্যান্ড প্ল্যানিং সেক্টরটির বাংলাদেশী আমেরিকান আকবর হোসেন, মেয়র তৈয়বকে গভর্নরের বিশেষ সম্মাননা স্মারক হস্তান্তরকালে বলেন, একটি রাস্তার নামকরণের মধ্যদিয়ে মূলত বহুজাতিক এ সমাজে আমরা আরো বড়কিছু করতে পারবো যদি ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি। এই সড়কের নামকরণের মধ্যদিয়ে সেই অভিযাত্রা শুরু হলে।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন স্ট্রেট সিনেটর টিম কিয়ার্নি, আপার ডারবি সিটির মেয়র (নির্বাচিত) এডোয়ার্ড

স্ট্রালিং বাংলাবাজারের আল আকসা পাটি হলে বিকেল থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে পুরো অনুষ্ঠানটি।অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ড্রিফ্টিং-৩৪ নিউইয়র্ক স্ট্রেট এসেম্বলীওম্যান নাথালিয়া ফার্নান্ডেজ ও ব্রহ্মস কমিউনিটি বোর্ড-৯ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এন মজুমদার।

উল্লেখ্য বৈশ ব্রহ্মসে বসবাসরত বাংলাদেশীদের অংশগ্রহনে ও সার্বিক সহযোগিতায় সফলতার সহিত ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়ে আসছে সুনামের সাথে।

উক্ত অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক প্রবাসী সকল বাংলাদেশীদেরকে স্বপরিবারে যোগদানের আমন্ত্রন জানিয়েছেন ব্রহ্মস বাংলাদেশী কমিউনিটির সম্মানিত নেতৃবৃন্দ।

নেতৃত্ব চলে যাবে দলের অন্যদের কাছে। সেজন্য, নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে তারেক জিয়া কিছুতেই চায় না নির্বাচন হোক, বিএনপি নির্বাচনে আসুক।’

মঙ্গলবার রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত সেমিনার, সয়েল কেয়ার অ্যাওয়ার্ড ও মৃত্তিকা দিবস পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ‘দেশে শান্তি দরকার, উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দরকার। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হচ্ছে। এটিকে বানচাল করার জন্য আমরাও সহিসেতা ও বরতারণ পথ বেছে নিয়েছে বিএনপি। তারা ভুলপথে রয়েছে, নির্বাচন বর্জনের মাধ্যমে তারা আরও জনবিচ্ছিন্ন দলে পরিণত হবে।’

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্জিত সাফল্যের কথা শুনে সবাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, যেখানে যাই, কথা বলি সারা পৃথিবীর মানুষই আমাদের প্রশংসা করে।

ব্রাউনন, স্ট্রেট রিপ্রেজেন্টেটিভ জিনা কিউরি, সিটির কাউন্সিলম্যান (ইলেক্ট) মো. সালাহউদ্দিন প্রমূখ। এ সময় উপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. জিয়াউদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের, বীর মুক্তিযোদ্ধা লাবলু আনসার, বীর মুক্তিযোদ্ধা রাশেদ আহমেদকে উল্লেখানী মধ্যে আহবান করে বিশেষভাবে সম্মান জানানো হয়।

উল্লেখ্য, পেনসিলভেনিয়া স্ট্রেটের মেলবোর্ন সিটির ৫ জন কাউন্সিলম্যানের সকলেই বাংলাদেশি এবং ট্যাক্স কালেক্টর, ভেপুটি ট্যাক্স কালেক্টরও বাংলাদেশি অর্থাৎ মেয়রসহ পুরো প্রশাসনেই বাংলাদেশিরা নির্বাচিত হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রে আর কোন সিটিতে এমন আধিপত্য এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি প্রবাসীরা।

উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, ক্যালিফোর্নিয়া, মিশিগান স্ট্রেটে আরো অন্তত ৬টি সড়কের নামকরণ হয়েছে বাংলাদেশের নামে।

NYCHA বাসিন্দাদের স্বপ্ন পূরণের

শেষ পৃষ্ঠার পর

আত্মীয়দের উদ্বেগ বা চাপ অনুভব করার দরকার নেই, যা আমি করছি।' তিনি বলেন, '১৭ জন নিউ ইয়র্কবাসীর মধ্যে একজন আমাদের শহরের পাবলিক হাউজিং সিস্টেম NYCHA-তে বাস করছে। এটি আমাদের শহরের অবকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। NYCHA-এর সমস্যাগুলি সমাধান করা আমাদের আবাসনের অভাব মোকাবেলার পূর্বশর্ত। যাইহোক, দীর্ঘদিন ধরে NYCHA-এর বাসিন্দারা কথোপকথন থেকে বাদ পড়েছেন এবং তাদের নিজেদের বাড়ির ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো কথা বলতে পারেননি। বিষয়টি এই প্রশাসনের অধীনে পরিবর্তন হচ্ছে।'

ফেডারেল সরকার পাবলিক হাউজিং সিস্টেমের জন্য পর্থাণ্ড তহবিল সরবরাহ করতে অবহেলা করেছে বলে জানান অ্যাডামস্‌। তিনি বলেন, 'আমাদের প্রশাসনই সর্বপ্রথম NYCHA কে আমাদের হাউজিং প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাসিন্দারা ৮০ বিলিয়ন ডলারের মেরামতের প্রয়োজনে জরাজীর্ণ ভবনগুলিতে বিপজ্জনক এবং অনুপযুক্ত পরিস্থিতিতে বসবাস করছে। এবং আমরা তা উপলব্ধি করার পরে, NYCHA দ্রুতি প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছি-বাসিন্দাদের জীবনকালের একটি সুযোগ দিতে যা

নির্বাচনী হলফনামার তথ্য কোটি টাকার জিপে চড়েন মান্নান, জীও হয়েছে কোটিপতি

সিলেট অফিস

সুনামগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী পরিকল্পনামন্ত্রী এম



এম এ মান্নান

এ মান্নানের আয় ও স্বাবর সম্পদ কমলেও বেড়েছে অস্বাবর সম্পদ। তাঁর জ্বরী সম্পদও বেড়েছে প্রায় কোটি টাকা। সাবেক এই আমলা পাঁচ বছর আগে অর্ধেকোটি টাকার জিপে চড়লেও এখন চড়েন ১ কোটি ১০ লাখ ৬৩ হাজার ৯৬৬ টাকার জিপ গাড়িতে। তাঁর স্ত্রী জুলেখা মান্নান ঢাকার হলিক্রস কলেজের অধ্যাপক হিসেবে অবসর নিয়েছেন।

নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া এম এ মান্নানের হলফনামা খেঁচে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। হলফনামার তথ্য অনুসারে, এম এ মান্নানের বার্ষিক আয় কমেছে ৭ লাখ ৪১ হাজার ১৯ টাকা। স্বাবর সম্পদও কমেছে ২৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা। তবে বেড়েছে ১ কোটি ৪৯ লাখ ১৫ হাজার ৪৫৭ টাকার অস্বাবর সম্পদ।

তাঁর জ্বরী নামে অস্বাবর সম্পদ রয়েছে ৮৮ লাখ ১০ হাজার ৮৮৫ টাকা। একাংশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় জমা দেওয়া হলফনামায় এম এ মান্নানের জ্বরী নামে স্বাবর-অস্বাবর সম্পদের মধ্যে ছিল ৫ দশমিক ৬৮ একর কৃষিজমি। সে হিসাবে মন্ত্রীর জ্বরী সম্পদ বেড়েছে প্রায় কোটি টাকা।

যুক্তরাজ্যের ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উন্নয়ন অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করা এম এ মান্নানের ব্যাংকে দায়দেনা ও মামলা নেই। ২০১৮ সালে তিনি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা পাস ছিলেন। এবারের হলফনামায় পেশা হিসেবে উল্লেখ করেছেন চাকরি, পরিকল্পনামন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও পরামর্শক। ২০১৮ সালে তিনি ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও পরামর্শক। তবে সে সময় চাকরি ছিল না। এম এ মান্নান এবার হলফনামায় বছরে আয় দেখিয়েছেন ১৭ লাখ ১৩ হাজার ২১২ টাকা। এর মধ্যে পরামর্শক হিসেবে ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা, চাকরি থেকে আয় ১৪ লাখ ৩৮ হাজার ২১২ টাকা।

এম এ মান্নানের অস্বাবর সম্পদের মধ্যে নগদ আছে ৩৪ লাখ ৪৩ হাজার ৫১ টাকা, যা ২০১৮ সালে ছিল ৩ লাখ ৬১ হাজার ৮৬৪ টাকা। আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমার পরিমাণ ১ কোটি ১০ লাখ ৭৯ হাজার ৪২৮ টাকা, যা পাঁচ বছর আগে ছিল ৫৫ লাখ ৩৫ হাজার ৮০২ টাকা। সঞ্চয়পত্র ৬০ লাখ ৩৮ টাকা, যা আগে ছিল ৬৯ লাখ টাকা। ১ কোটি ১০ লাখ ৬৩ হাজার ৯৬৬ টাকার জিপ আছে। ২০১৮ সালে ছিল ৫৩ লাখ ৭৪ হাজার ৪৮২ টাকার জিপ গাড়ি। তাঁর ইলেকট্রনিক সামগ্রী ২ লাখ টাকার এবং আসবাবপত্র ১ লাখ টাকার। অন্যান্য সম্পদ রয়েছে ১৫ লাখ ১ হাজার ৫৬০ টাকা, যা আগে ছিল না। এম এ মান্নানের জ্বরী নামে নগদ ৩১ লাখ ৫০ হাজার ৮৮৫ টাকা আছে। ২০১৮ সালে তাঁর নগদ কোনো টাকা ছিল না। ৫৫ লাখ ৬০ হাজার টাকার সঞ্চয়পত্র রয়েছে তাঁর। এ ছাড়া আছে ৫০ হাজার টাকার স্বর্ণালংকার ও ৫০ হাজার টাকার আসবাবপত্র। এগুলো আগে ছিল না।

এম এ মান্নানের স্বাবর সম্পদের মধ্যে নগদ আছে ৩৪ লাখ ৪৩ হাজার ৫১ টাকা, যা ২০১৮ সালে ছিল ৩ লাখ ৬১ হাজার ৮৬৪ টাকা। আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমার পরিমাণ ১ কোটি ১০ লাখ ৭৯ হাজার ৪২৮ টাকা, যা পাঁচ বছর আগে ছিল ৫৫ লাখ ৩৫ হাজার ৮০২ টাকা। সঞ্চয়পত্র ৬০ লাখ ৩৮ টাকা, যা আগে ছিল ৬৯ লাখ টাকা। ১ কোটি ১০ লাখ ৬৩ হাজার ৯৬৬ টাকার জিপ আছে। ২০১৮ সালে ছিল ৫৩ লাখ ৭৪ হাজার ৪৮২ টাকার জিপ গাড়ি। তাঁর ইলেকট্রনিক সামগ্রী ২ লাখ টাকার এবং আসবাবপত্র ১ লাখ টাকার। অন্যান্য সম্পদ রয়েছে ১৫ লাখ ১ হাজার ৫৬০ টাকা, যা আগে ছিল না। এম এ মান্নানের জ্বরী নামে নগদ ৩১ লাখ ৫০ হাজার ৮৮৫ টাকা আছে। ২০১৮ সালে তাঁর নগদ কোনো টাকা ছিল না। ৫৫ লাখ ৬০ হাজার টাকার সঞ্চয়পত্র রয়েছে তাঁর। এ ছাড়া আছে ৫০ হাজার টাকার স্বর্ণালংকার ও ৫০ হাজার টাকার আসবাবপত্র। এগুলো আগে ছিল না।

বাসিন্দাদের সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য NYCHA বাসিন্দাদের সিদ্ধান্ত আগামী কয়েক দশক ধরে নিউ ইয়র্ক সিটিতে পাবলিক হাউজিং এর ভবিষ্যত গঠন করবে বলে জানান সিটি মেয়র অ্যাডামস্‌।

অ্যাডামস্‌ বলেন, 'NYCHA এর বাসিন্দারা এখন কথা বলতে শুরু করেছে। তাদের নিজস্ব পছন্দ বাছাই করেছে এভাবেই একটি গভর্মেন্টের কাজ করা উচিত।' এর পরের দিকে রয়েছে ব্রহ্মস রিভার অ্যাডিশন, যা সম্প্রতি বেশ কয়েকটি গুরুতর অবকাঠামোগত সমস্যা মোকাবেলা করেছে, যার ফলে এর দুটি ভবনের একটিতে ভাড়াটিয়া স্থানান্তরিত হয়েছে। আসন্ন সপ্তাহ এবং মাসগুলিতে অন্যান্য NYCHA ক্যাম্পাসে ভোট দেওয়া হবে। আগামী সপ্তাহ এবং মাসগুলিতে, অন্যান্য NYCHA ক্যাম্পাসগুলিও ভোট দেবে।

মেয়র অ্যাডামস্‌ বলেন, 'আমি জানি এই শহরে টিকে থাকতে এবং উন্নতি করতে কী লাগে কারণ আমি একজন ব্লু-কলার নিউইয়র্কার। আমেরিকান স্বপ্নের ভিত্তি হলো নিরাপদ এবং যুক্তিসঙ্গত মূল্যের আবাসনের অ্যাক্সেস। NYCHA হাউজিং মেরামত করে এবং সিদ্ধান্তগুলি বাসিন্দাদের হাতে তুলে দিয়ে, আমরা সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার পথে আছি।'

কেয়ার-স্পাউস ভিসাতে নতুন শর্ত

যুক্তরাজ্য

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি

যুক্তরাজ্য কর্ত্তোর ভিসা নীতির পরিকল্পনা করেছে অভিবাসন রোধ করতে। ৪ ডিসেম্বর সোমবার যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলি পাঁচ দফার একটি পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।

নভেম্বর মাসে যুক্তরাজ্য সরকারের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ২০২২ সালে দেশটিতে ৭ লাখ ৪৫ হাজার মানুষ অভিবাসন গ্রহণ করেছে, যেটি যুক্তরাজ্যের অভিবাসন ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এর ফলে উদ্বেগ সৃষ্টি হওয়ায় নতুন এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে

ঢাকার রিকশাচিত্র পেল এবার ইউনেস্কোর

শেষ পৃষ্ঠার পর

এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বাউলগান (২০০৮), জামদানি বুনশিল্প (২০১৩), মঙ্গল শোভাযাত্রা (২০১৬) ও শীতলপাটি বুনশিল্পের (২০১৭) পর পঞ্চম বিমূর্ত্ত ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেস্কোর ‘ইনটেনজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি’ তালিকায় স্থান পেল রিকশা ও রিকশাচিত্র।

আফ্রিকার দেশ বতসোয়ানার কাসান শহরে ৪ ডিসেম্বর সোমবার শুরু হয় ইউনেস্কোর আন্তসরকার কমিটির ৩ই অধিবেশন। ৬ ডিসেম্বর বুধবার প্রায় তিন ঘণ্টার অধিবেশনে উপস্থাপন করা হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিমূর্ত্ত ঐতিহ্য। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর উপস্থাপন করা হয় তাঁদের নিজ নিজ দেশের ঐতিহ্য।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন প্যারিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত খন্দকার মুহম্মদ তালাহ ও দূতাবাসের প্রথম সচিব ওয়ালিদ বিন কাসেম।

এ অধিবেশন ইউনেস্কোর ইউটিউব অ্যাকাউন্টে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হয়

অ্যাসাইলাম, ভিসা ওয়েভার, পারিবারিক

শেষ পৃষ্ঠার পর

তিনি অতিথি হিসাবে যোগদান করেন। সারোয়ার হোসাইন-এলএল.বি (লন্ডন), এলএলএম, মানবাধিকার আইনজীবি এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সাবেক স্ট্রাফ ল’হয়ার। আমেরিকায় অভিবাসন নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তিনি। সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি বিশেষ করে বাংলাদেশীদের সাথে কাজ করছেন। অ্যাসাইলাম, ভিসা ওয়েভার, পারিবারিক অভিবাসন ও দর্শকদের প্রশ্ন নিয়ে বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন সারোয়ার হোসাইন।

প্রথমেই ভিসা ওয়েভার নিয়ে সারোয়ার হোসাইন বলেন, ‘ভিসা ওয়েভার বর্তমানে একটি আলোচিত বিষয় হলেও দুঃখজনকভাবে নির্দিষ্ট ৪১টি দেশের লিস্টের মধ্যে বাংলাদেশের নাম নেই। কোন ভিসা নেমা ছাড়াই আমেরিকা ভ্রমণের এই সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। যেহেতু আমাদের জন্য ভিসা ওয়েভারের সুযোগ নেই, তাই আমরা অ্যাসাইলাম বিষয়ে বেশ ঝুঁকে পড়েছি। এখনকার বৈশ্বিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বাংলাদেশকেও নাড়া দিয়েছে। বর্তমানে ভিসিট ভিসা এবং সীমান্ত অতিক্রমের মাধ্যমে প্রচুর বাংলাদেশি আমেরিকায় প্রবেশ করেছে। অনেকেই অ্যাসাইলামের জন্য আবেদন করেছেন, অনেকের অ্যাসাইলাম পেভিং আছে। অ্যাসাইলাম মূলত দুই প্রকারের। ভিসা নিয়ে বৈধ হিসাবে আমেরিকায় প্রবেশ করেছেন, এবং নিজ দেশে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় কারণে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে তাকে নিজ দেশ ছেড়ে আমেরিকায় চলে আসতে হয়েছে। এখন নিজ দেশে ফেরা নিরাপদ না তাই অ্যাসাইলাম দাবী করেছেন, একে এফারমেটিভ অ্যাসাইলাম বলে। আর যারা জীবন বাঁচাতে সীমান্ত পার করে আমেরিকায় প্রবেশ করে অ্যাসাইলাম চান তাদেরকে বলা হয় ডিফেন্সিভ অ্যাসাইলাম। পার্শ্ববর্তী দেশ ছাড়াও অন্য দেশের মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে এদেশে ঢুকছেন। যদিও এটা লম্বা সময়ের এবং অমানবিক একটা প্রক্রিয়া। এই দুয়ের মধ্যে ভিসাগত পার্থক্য ছাড়াও ইন্টারভিউয়ের ব্যাপারে কিছু ভিন্নতা আছে।’

অ্যাসাইলাম আবেদনের প্রোসেসি সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, ‘অনেক মানুষ এদেশে এসেছেন। কেউ সুরক্ষিত আছেন কেউ এখনো নিজের বৈধ অবস্থান গড়তে অপেক্ষায়। এফারমেটিভ অ্যাসাইলাম আবেদনকারীর ইন্টারভিউ পেতে সময় লাগে আনুমানিক ৭-৮ বছর। যেখানে ডিফেন্সিভ অ্যাসাইলামের জন্যে সময় লাগে ৭ দিন থেকে বড়জোর ছয়মাস। ইন্টারভিউ এদের জন্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্ন থাকে



যুক্তরাজ্য সরকার। এতে যেসব পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে অভিবাসী দক্ষ কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি।আগে যেখানে তাদের ন্যূনতম বেতন ছিল ২৬ হাজার ২০০ পাউন্ড, এখন সেটি বাড়িয়ে ৩৮ হাজার ৭০০ পাউন্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। আর এই বেতন বৃদ্ধির ফলে

দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হলে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং প্যারিসের বাংলাদেশ দূতাবাসের সহযোগিতায় সম্পূর্ণ নথি নতুনভাবে উপস্থাপন করা হয়।

ইউনেস্কোর বিমূর্ত্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আন্তসরকার কমিটির ১৮তম অধিবেশন শেষ হবে আগামী ৯ ডিসেম্বর শনিবার। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ ও সচিব খলিল আহমদ এ অর্জনকে বাংলাদেশের জন্য বিরল সম্মান হিসেবে অভিহিত করেন। এ ছাড়াও, নিবন্ধন ও স্বীকৃতি প্রক্রিয়ায় অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য তারা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর ও প্যারিসে বাংলাদেশ দূতাবাসকে অভিনন্দন জানান। এই ইউনেস্কোর মাধ্যমে ইউনেস্কোতে বাংলাদেশের ধারাবাহিক সাফল্যের মুকুটে আরও একটি পালক যুক্ত হলো। এর আগে, গত ১৫ নভেম্বর ৪২তম সাধারণ পরিষদের সভায় বাংলাদেশ ইউনেস্কো নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়। ইউনেস্কোতে বাংলাদেশের এ ধারাবাহিক সাফল্যকে সংশ্লিষ্ট মহল বাংলাদেশের কূটনৈতিক অগ্রযাত্রা হিসেবে অভিহিত করেন।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ ও সচিব খলিল আহমদ এ অর্জনকে বাংলাদেশের জন্য বিরল সম্মান হিসেবে অভিহিত করেন। এ ছাড়াও, নিবন্ধন ও স্বীকৃতি প্রক্রিয়ায় অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য তারা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর ও প্যারিসে বাংলাদেশ দূতাবাসকে অভিনন্দন জানান। এই ইউনেস্কোর মাধ্যমে ইউনেস্কোতে বাংলাদেশের ধারাবাহিক সাফল্যের মুকুটে আরও একটি পালক যুক্ত হলো। এর আগে, গত ১৫ নভেম্বর ৪২তম সাধারণ পরিষদের সভায় বাংলাদেশ ইউনেস্কো নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়। ইউনেস্কোতে বাংলাদেশের এ ধারাবাহিক সাফল্যকে সংশ্লিষ্ট মহল বাংলাদেশের কূটনৈতিক অগ্রযাত্রা হিসেবে অভিহিত করেন।

সর্বশেষ ২০১৭ সালে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শীতলপাটি বুনকৌশলকে বিমূর্ত্ত সংস্কৃতি ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ইউনেস্কো। ছয় বছর ধরে এ চিত্রকর্মের নিবন্ধন ও স্বীকৃতির প্রক্রিয়া চলমান থাকলেও প্রথম চেষ্টায় তা হয়নি। তবে ২০২২ সালে আবার নথি জমা

করতে পারবেন। এই আবেদনপত্র এপ্রভ হতে ২৫ মাস সময় লাগবে। আর যারা আমেরিকান নাগরিক তারা স্পাউস, সন্তান, পিতা-মাতা এবং ভাইবোনের জন্যে আবেদন করতে পারবে, সময় লাগবে ১১ মাস। বন্ধু বা আত্মীয়কে আনতে পারবেন না। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি কোন স্ট্রেটের 'লেবার ল' অনুযায়ী লাজজনক ব্যবসার মালিক হোন তাহলে বিদেশি কোন নাগরিককে স্পেশ্যাল ক্যাটাগরি ইবি-৩ বা এমপ্লয়মেন্ট ইউনেস্কো ক্যাটাগরিতে আনতে পারবেন। অন্যকে স্পন্সর করার ক্ষেত্রে তার নিজস্ব উপার্জন, পরিবারে কতজন সদস্য আছেন, শেষ পাঁচ বছরের মধ্যে কতজনকে স্পন্সর করেছেন, এই তথ্যগুলো নির্ভর করে।'

দর্শকদের থেকে প্রশ্ন ছিল, পারিবারিক ভিসার জন্য ঢাকার দূতাবাসে দুবছর যাবত ফি জমা থাকলেও ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকছে না কেন? এই ব্যাপারে সারোয়ার হোসেইন জানান, 'ঢাকার আমেরিকান দূতাবাসে প্রচুর আবেদনপত্র পেভিং অবস্থায় আছে। জরুরি ভিত্তিতে তারা কাজ করে থাকে, সাধারণত ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট থেকেও আবেদনপত্রের কাজ দ্রুতগামী করা হয়। এছাড়াও কংগ্রেসম্যানের সাহায্যে মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব।'

অ্যাসাইলামের জন্য "Credible Fear Interviews" সম্পর্কে অনেক আবেদনকারী ভয় পান। এই তীতি সম্পর্কে সারোয়ার হোসাইন বলেন, 'ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। তবুও আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, ভয় পাবেন না, নিজের দেশে ফিরতে ভয় পাচ্ছে, তা প্রমাণ করতে হবে। ইন্টারভিউ অতিক্রম না করতে পারলে আবেদনকারীকে কোর্টে আনতে হবে। কোর্টে মানবিক বিষয়গুলো বিশদভাবে প্রশ্ণের মাধ্যমেও জেতা সম্ভব।'

অ্যাসাইলামের জন্য "Credible Fear Interviews" সম্পর্কে অনেক আবেদনকারী ভয় পান। এই তীতি সম্পর্কে সারোয়ার হোসাইন বলেন, 'ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। তবুও আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, ভয় পাবেন না, নিজের দেশেই ভয় পেয়েছেন আপনারা। এদেশে সুরক্ষা দাবী করছেন, সুতরাং এদেরকে ভয় পেতে চলবে না। কেউ যদি ক্রেডিভল ফিয়ার ইন্টারভিউয়ের নোটিশ পেয়ে থাকেন তাহলে তারা প্রস্তুতি নিতে পারেন, ডামি ইন্টারভিউ সেশনে বসতে পারেন। ভয় পেয়ে জানা প্রশ্ন ভুলে যাবার সম্ভবনা থাকে, ইন্টারভিউ ফেল করলেও বড় ক্ষতি হবে না। জ্যাকসন হাইটসে আমার চ্যারিটি অরগানাইজেশন আছে, বাংলাদেশ-আমেরিকান কমিউনিটির অধীনে। এখানে আমরা বিনামূল্যে সিটিজেনশিপের আবেদন ও দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকি। আপনারা প্রয়োজনে সেখান থেকে সেবা নিতে পারেন।'

অ্যাসাইলামে আবেদনকারী আমেরিকান নাগরিক কিংবা গ্রিনকার্ডধারী কাউকে বিয়ে করতে পারবেন। এই বিয়ের মাধ্যমে অ্যাসাইলাম আবেদন এডজাস্ট করা সম্ভব। তবে আবেদনকারীর আমেরিকায় প্রবেশ বৈধ হতে হবে। পারিবারিক অভিবাসন নিয়ে এমনই সব প্রয়োজনীয় তথ্য জানান সারোয়ার হোসাইন। তিনি বলেন, 'আমেরিকায় পার্মানেন্ট রেসিডেন্টরা শুধুমাত্র তাদের স্পাউস আর সন্তানের জন্যে আবেদন

২০২২ সালে যে তিন লাখ নতুন অভিবাসী যুক্তরাজ্যে আসার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিলেন, তারা আর আসতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন মিস্টার ক্লেভারলি। এছাড়া নতুন এই পরিকল্পনায় পারিবারিক ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম আয়ের পরিমাণও বাড়ানো হয়েছে। ফলে এখন থেকে পারিবারিক ভিসায় যুক্তরাজ্যে যেতে হলে আবেদনকারীর ন্যূনতম আয় থাকতে হবে ৩৮ হাজার ৭০০ পাউন্ড।

সংসদ সদস্যদের উদ্দেশ্যে দেয়া এক বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাজ্যে অভিবাসনের লাগাম টানা প্রয়োজন। বছরের পর বছর ধরে দেশটিতে স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা ভিসার অপব্যবহার করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হলে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং প্যারিসের বাংলাদেশ দূতাবাসের সহযোগিতায় সম্পূর্ণ নথি নতুনভাবে উপস্থাপন করা হয়।

ইউনেস্কোর বিমূর্ত্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আন্তসরকার কমিটির ১৮তম অধিবেশন শেষ হবে আগামী ৯ ডিসেম্বর শনিবার। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ ও সচিব খলিল আহমদ এ অর্জনকে বাংলাদেশের জন্য বিরল সম্মান হিসেবে অভিহিত করেন। এ ছাড়াও, নিবন্ধন ও স্বীকৃতি প্রক্রিয়ায় অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য তারা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর ও প্যারিসে বাংলাদেশ দূতাবাসকে অভিনন্দন জানান। এই ইউনেস্কোর মাধ্যমে ইউনেস্কোতে বাংলাদেশের ধারাবাহিক সাফল্যের মুকুটে আরও একটি পালক যুক্ত হলো। এর আগে, গত ১৫ নভেম্বর ৪২তম সাধারণ পরিষদের সভায় বাংলাদেশ ইউনেস্কো নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়। ইউনেস্কোতে বাংলাদেশের এ ধারাবাহিক সাফল্যকে সংশ্লিষ্ট মহল বাংলাদেশের কূটনৈতিক অগ্রযাত্রা হিসেবে অভিহিত করেন।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ ও সচিব খলিল আহমদ এ অর্জনকে বাংলাদেশের জন্য বিরল সম্মান হিসেবে অভিহিত করেন। এ ছাড়াও, নিবন্ধন ও স্বীকৃতি প্রক্রিয়ায় অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য তারা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর ও প্যারিসে বাংলাদেশ দূতাবাসকে অভিনন্দন জানান। এই ইউনেস্কোর মাধ্যমে ইউনেস্কোতে বাংলাদেশের ধারাবাহিক সাফল্যের মুকুটে আরও একটি পালক যুক্ত হলো। এর আগে, গত ১৫ নভেম্বর ৪২তম সাধারণ পরিষদের সভায় বাংলাদেশ ইউনেস্কো নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়। ইউনেস্কোতে বাংলাদেশের এ ধারাবাহিক সাফল্যকে সংশ্লিষ্ট মহল বাংলাদেশের কূটনৈতিক অগ্রযাত্রা হিসেবে অভিহিত করেন।

অ্যাসাইলাম, ভিসা ওয়েভার, পারিবারিক

তিনি অতিথি হিসাবে যোগদান করেন। সারোয়ার হোসাইন-এলএল.বি (লন্ডন), এলএলএম, মানবাধিকার আইনজীবি এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সাবেক স্ট্রাফ ল’হয়ার। আমেরিকায় অভিবাসন নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তিনি। সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি বিশেষ করে বাংলাদেশীদের সাথে কাজ করছেন। অ্যাসাইলাম, ভিসা ওয়েভার, পারিবারিক অভিবাসন ও দর্শকদের প্রশ্ন নিয়ে বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন সারোয়ার হোসাইন।

প্রথমেই ভিসা ওয়েভার নিয়ে সারোয়ার হোসাইন বলেন, ‘ভিসা ওয়েভার বর্তমানে একটি আলোচিত বিষয় হলেও দুঃখজনকভাবে নির্দিষ্ট ৪১টি দেশের লিস্টের মধ্যে বাংলাদেশের নাম নেই। কোন ভিসা নেমা ছাড়াই আমেরিকা ভ্রমণের এই সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। যেহেতু আমাদের জন্য ভিসা ওয়েভারের সুযোগ নেই, তাই আমরা অ্যাসাইলাম বিষয়ে বেশ ঝুঁকে পড়েছি। এখনকার বৈশ্বিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বাংলাদেশকেও নাড়া দিয়েছে। বর্তমানে ভিসিট ভিসা এবং সীমান্ত অতিক্রমের মাধ্যমে প্রচুর বাংলাদেশি আমেরিকায় প্রবেশ করেছে। অনেকেই অ্যাসাইলামের জন্য আবেদন করেছেন, অনেকের অ্যাসাইলাম পেভিং আছে। অ্যাসাইলাম মূলত দুই প্রকারের। ভিসা নিয়ে বৈধ হিসাবে আমেরিকায় প্রবেশ করেছেন, এবং নিজ দেশে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় কারণে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে তাকে নিজ দেশ ছেড়ে আমেরিকায় চলে আসতে হয়েছে। এখন নিজ দেশে ফেরা নিরাপদ না তাই অ্যাসাইলাম দাবী করেছেন, একে এফারমেটিভ অ্যাসাইলাম বলে। আর যারা জীবন বাঁচাতে সীমান্ত পার করে আমেরিকায় প্রবেশ করে অ্যাসাইলাম চান তাদেরকে বলা হয় ডিফেন্সিভ অ্যাসাইলাম। পার্শ্ববর্তী দেশ ছাড়াও অন্য দেশের মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে এদেশে ঢুকছেন। যদিও এটা লম্বা সময়ের এবং অমানবিক একটা প্রক্রিয়া। এই দুয়ের মধ্যে ভিসাগত পার্থক্য ছাড়াও ইন্টারভিউয়ের ব্যাপারে কিছু ভিন্নতা আছে।’

অ্যাসাইলামে আবেদনের প্রোসেসি সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, ‘অনেক মানুষ এদেশে এসেছেন। কেউ সুরক্ষিত আছেন কেউ এখন

'প্রতিবন্ধী দিবস' না বলে 'ব্যক্তির অক্ষমতা দিবস' বলুন

এইচ বি রিভা

৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক 'পার্সনস্‌ উইথ ডিসএবিলিটি ডে'। বাংলায় আমরা একে 'ব্যক্তির অক্ষমতা দিবস' বলতে পারি। আমেরিকাতে 'Disable person' এর পরিবর্তে 'persons with disability' বলা হয়। এই দিনে ডব্লিউএইচও বিশ্বব্যাপী অংশীদারদের সাথে সংহতি প্রকাশ করে প্রতিবন্ধকতায় থাকা ব্যক্তিদের এবং তাদের দ্বারা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কাজ করতে বিশ্বব্যাপী আহ্বান জানানো।

১৯৯২-সালে ইউনাইটেড ন্যাশন জেনারেল অ্যাসেম্বলি রেজোলিউশন ৪৭/৩ দ্বারা প্রতিবন্ধকতায় থাকা ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক দিবসের বার্ষিক উদযাপন ঘোষণা করা হয়েছিল। দিবসটি পালনের লক্ষ্য হলো-প্রতিবন্ধকতা বিষয় সম্পর্কে বোঝাপড়ার প্রচার করা এবং প্রতিবন্ধকতায় থাকা ব্যক্তিদের মর্যাদা, অধিকার এবং মঙ্গলের জন্য সমর্থন জোগাড় করা। এটি রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতায় থাকা ব্যক্তিদের একীকরণ থেকে প্রাপ্ত লাভের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে প্রতিবন্ধকতায় থাকা ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক দিবস পালনের মূল কর্মসূচির মধ্যে থাকে উদ্বোধনী, প্যানেল আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিশ্বব্যাপী প্রতিবন্ধকতায় থাকা ব্যক্তিদের অধিকার ও দৃষ্টিভঙ্গি সচেতনতা বাড়াতে এবং প্রচারের জন্য আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনের জন্য সদস্য রাষ্ট্র, সুশীল সমাজ সংস্থা এবং বেসরকারি খাতকে তাদের নিজস্ব অনুষ্ঠান আয়োজনে স্বাগত জানানো হয়।

আমরা কেন 'প্রতিবন্ধী দিবস' না বলে 'ব্যক্তির অক্ষমতা দিবস' বলব?

"প্রতিবন্ধী ব্যক্তি" মানে-শুরুতেই ব্যক্তির অক্ষমতা বর্ণনা করা। পরিবর্তে "ব্যক্তির অক্ষমতা দিবস" বললে, প্রথমে একটি অক্ষমতা বর্ণনা করার পরিবর্তে ব্যক্তি এবং তার পরিচয়ের উপর জোর দেয়া হয়। সিডিসির তথ্য মতে, অক্ষমতা হলো শরীর বা মনের এমন একটি অবস্থা যা এই অবস্থায় থাকা ব্যক্তির পক্ষে নির্দিষ্ট কার্যকলাপ করা এবং তার চারপাশের বিশ্বের সাথে যোগাযোগ করা কঠিন করে তোলে। আর একটি অদৃশ্য অক্ষমতা হলো, শারীরিক, মানসিক, বা মায়বিক এমন একটি অবস্থা যা বাইরে থেকে দৃশ্যমান না হলেও একজন ব্যক্তির নড়াচড়া, ইন্দ্রিয় বা কার্যকলাপকে সীমিত করতে পারে। অক্ষমতা তিনটি মাত্রায় আসে, দুর্বলতা (Impairment), কার্যকলাপের সীমাবদ্ধতা(activity limitation) এবং অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা(participation restrictions)।

অক্ষমতা প্রগতিশীল, স্থির এবং বিরতিহীন হতে পারে। একটি অক্ষমতার অবস্থা কখনো সময়ের সাথে চিকিৎসা যত্নে উন্নত হতে পারে বা পরিবর্তন হতে পারে। স্বাস্থ্য বৈষম্য কখনো ব্যক্তির ক্ষমতা হ্রাস করতে পারে বা অক্ষমতার দিকে ধাবিত করতে পারে। ১.৩ বিলিয়নেরও বেশি মানুষ আজ উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা বা অক্ষমতার সম্মুখীন, যা বিশ্ব জনসংখ্যার ১৬ শতাংশ। আমেরিকার জনসংখ্যায় তা ২৬ শতাংশ। অনেক অক্ষমতায় থাকা ব্যক্তি সময়ের আগেই মারা যান, অনেকে বিভিন্ন স্বাস্থ্য অবস্থার বিকাশের ঝুঁকিতে থাকেন। অনেকেই পরিবার ও সমাজে গ্রহণযোগ্য হোন না, আবার অনেকেই অন্যান্য জনসংখ্যার তুলনায়



দৈনন্দিন কাজকর্মে সীমাবদ্ধতায় পড়েন। এটাকে "স্বাস্থ্য বৈষম্য" বলা যেতে পারে, কারণ এগুলি মূলত পরিহারযোগ্য এবং স্বাস্থ্য খাতের অভ্যন্তরে এবং বাইরে অন্যান্যমূলক কারণগুলির দ্বারা চালিত। এই কারণগুলির মধ্যে রয়েছে, আমাদের সমাজে বৈষম্য, অসাম্য নীতি, স্বাস্থ্যের নির্ধারক, চিকিৎসা ও যত্নের অভাব, এবং পরিবার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নেতিবাচক মনোভাব। এই স্বাস্থ্য বৈষম্যের কারণেই অনেক প্রতিবন্ধকতা বা অক্ষমতায় থাকা ব্যক্তির প্রায়শই পিছনে পড়ে থাকেন। কাজেই ব্যক্তির অক্ষমতাকে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তি" বলে পার্মানেন্ট লেভেল লাগানোর কোনো কারণ নেই।

যখন কোনো প্রতিবন্ধকতা বা অক্ষমতায় থাকা ব্যক্তির সাথে আমাদের দেখা হয় বা কথা বলতে যাই, তখন কিছু ভুল আমরা করে বসি। আমরা অনেক সময় সহমর্মিতা প্রকাশ করতে গিয়ে এমন কিছু বলে ফেলি যেখানে শ্রদ্ধা ও ভক্ততার ঘাটতি থাকে। কিছু উদাহরণ ও ব্যাখ্যা হলো-

(১) আপনার কি সমস্যা? আপনার কি হয়েছে?

প্রথমত আমাদের মনে রাখা দরকার যে, অক্ষমতায় থাকা-ব্যক্তির কোনও ভুল নয়। তাই কখনও জিজ্ঞাসা করবেন না যে, আপনার কী হয়েছে বা কি সমস্যা? প্রশ্ন করা মন্দ কিছু নয় কারণ এটি দেখায় যে আপনি কাউকে জানতে আগ্রহী। কিন্তু যেকোনো কথোপকথনে, অতিরিক্ত ব্যক্তিগত কিছু জিজ্ঞাসা করা ঠিক নয়। তাছাড়া, ভেবে দেখুন, আপনার খুব ঘনিষ্ঠ নয় এমন কারো দ্বারা আপনার রোগ বা চিকিৎসার ইতিহাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, আপনি কেমন অনুভব করবেন! আপনি যখন ব্যক্তির সাথে ঘনিষ্ঠ হবেন, তখন হয়তো অক্ষমতা নিয়ে কথা বলতে পারেন। কিন্তু মনে রাখবেন, সবাই তাদের অক্ষমতা সম্পর্কে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না।

(২) তোমাকে বের হতে দেখে খুব ভালো লাগছে!

অনেকই ধরে নেয় যে অক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের জন্য বাড়ি ছেড়ে বের হওয়া একটি বিশাল সংগ্রাম, বা তারা সক্রিয়ভাবে সামাজিক বা বিনোদনমূলক জীবন পরিচালনা করতে সক্ষম নন। অক্ষমতায় থাকা অনেক লোকের জন্য এটি সত্য নাও হতে পারে। এখানে অন্য আরেকটি সমস্যা হলো, অক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের অনেক সময় বিভিন্ন প্রোগ্রাম বা ফাংশন থেকে বাদ দেয়া হয় এই ভেবে যে, 'সে তো এখানে আসতে পারবে না।' তারা হয়তো ড্রাপস্কেলের মতো নির্দিষ্ট জায়গার বাইরে থাকে। কিন্তু একজন অক্ষমতায় থাকা ব্যক্তি কেন ড্রাপ স্ক্রোরে বা বন্ধুদের সাথে বসে আনন্দ উপভোগ করতে পারবে না? ব্যক্তির ক্ষমতা বা অক্ষমতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আপনি তাকে প্রস্তাব দিয়ে তো দেখুন।

(৩) আমি একজন ভালো ডাক্তারকে চিনি, তার কাছে যান, তিনি আপনাকে ঠিক করতে পারবেন।

এটি একটি ভাল অর্থপূর্ণ পরামর্শ যা দিনশেষে আমাদের ক্রটিকেই উপস্থাপন করে। প্রথমত, কারো প্রতিবন্ধকতা ফিল্ম করা বা নিরাময় সম্পর্কে কথা বলা মানে, আপনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে তার মাঝে কিছু ত্রুটি আছে। অক্ষমতা থাকা অনেকের জন্য পরিচয়ের একটি অংশ হতে পারে। এটি এমন কিছু নয় যা তারা নেতিবাচক হিসাবে দেখেন। এবং আপনারও এমনভাবে দেখা উচিত নয়।

(৪) কিন্তু তুমি অনেক সুন্দর।

এখানে প্রসংখা করতে গিয়ে যে ভুলটা আমরা করে ফেলি, তা হলো এই "কিন্তু"র ব্যবহার। এই 'কিন্তু' এটিকে বোঝায় যে, সুন্দর হওয়া আপনার অক্ষমতার সাথে যায় না, 'কিন্তু' তবু আপনি সুন্দর। এটা হাস্যকর। সৌন্দর্যের সংজ্ঞা কেবল পরিপাটি

পোশাক বা সচল শরীরে নয়, সৌন্দর্যের সংজ্ঞা আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত।

(৫) আপনি বসুন, আমি করছি।

অন্যকে সাহায্য করা ভালো একটি কাজ। সক্ষম ব্যক্তিদেরও কখনো সাহায্য দরকার হতে পারে। তবে অক্ষমতায় থাকাদের জন্য এটি কিছুটা জটিল। একজন অক্ষমতায় থাকা ব্যক্তির জন্য জিনিসগুলি সহজ করতে চাইলে তাদের স্বাধীনতাকে সম্মান করা গুরুত্বপূর্ণ। একটি ভাল উপায় হতে পারে, ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য আগে প্রস্তাব দেওয়া, কিন্তু এটিকে খুব জোর করবেন না বা চুক্তিতে পরিণত করবেন না। সাহায্যের হাত এগিয়ে দেওয়া এবং দায়িত্ব নেওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আবার এমনও হতে পারে, অনেকের মাঝখানে এমন প্রস্তাবে অক্ষমতায় থাকা ব্যক্তি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ নাও করতে পারেন।

(৬) এই তো তুমি এটা করতে পেরেছো, কনগ্রেস!

অনেক সময় লোকেরা অক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের সাথে শিশুদের মতো আচরণ করেন। যদি তারা সত্যিই শিশু না হয় তবে এটি করা ঠিক নয়। কখনোই ভেবে নিবেন না যে, একজন অক্ষমতায় থাকা ব্যক্তি আপনার চেয়ে কম বুদ্ধিমান বা অপরিণত। এই ধরনের বাহবা-এর মতো শব্দ বাক্যের অত্যধিক ব্যবহার, বা খুশি করতে অতিমাত্রায় প্রসংখা যদিও কখনো উদারতাকে প্রকাশ করে তবে এটি কখনো ব্যক্তির আত্মমর্যাদাকে আঘাত করতে পারে। তাদের সাথে স্বাভাবিক আচরণ বজায় রাখা সম্পর্কে আরো উন্নত করতে পারে।

(৭) তোমার জন্য খুব খারাপ লাগে।

অক্ষমতায় থাকা কাউকে এ কথা বলা মানে তার জন্য নিজ অনুভূতির প্রকাশ। হয়তো আপনি ভালোবাসা প্রকাশ থেকেই বলছেন কিন্তু এটি বলা

মানে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যে, তাকে দেখে ভালো লাগার মতো কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। এবং এটা ব্যক্তিকে তার অক্ষমতা সম্পর্কে নতুন করে আপডেইট দিতে পারে যা তার মন খারাপের কারণ হতে পারে। পরিবর্তে প্রয়োজনে বলতে পারেন, 'তুমি আমার অনুপ্রেরণা'।

(৮) ধরে নিবেন আশেপাশে এমন কেউ নেই।

আপনি কোনো অনুষ্ঠানে গেলেন বা পথেঘাটে কোথাও অক্ষমতা নিয়ে বাস করা কাউকে চোখে পড়ল এবং আপনি কৌতুহলপূর্ণভাবে তাকিয়ে রইলেন-মনে মনে ভাবতে লাগলেন, আহা! কি হয়েছে তার! এমনটি করবেন না। কারণ অক্ষমতা নিয়ে বাস করাদেরও ষষ্ঠইন্দ্রিয় কাজ করতে পারে এবং আপনার তাকানোর অর্থ তারা বুঝতে পারে। কাজেই, আশেপাশে এমন কেউ আছে, সেটাই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। স্বাভাবিকভাবে ভাবুন। তাছাড়া এমন উৎসুক দৃষ্টি ব্যক্তির পাশে থাকা পরিবারের কাউকেও বিভ্রান্ত করতে পারে।

(৯) তোমাকে দেখলে একদম স্বাভাবিক লাগে।

কখনো আমরা অক্ষমতায় থাকাদের দেখে ছট করেই তাদের সঙ্কটগুলো বুঝতে পারি না কিংবা কেউ নানা প্রতিবন্ধকতা নিয়েও সবকিছু ঠিকঠাক মতো করার চেষ্টা করেন। অনেক সময় আমরা তাদের দেখে বিস্মিত হই এবং বলে ফেলি, তোমাকে দেখে বোঝায় যায় না তুমি এতো সঙ্কট নিয়ে লড়াইছো। এ কথা বলা মানে, তার এই অবস্থানে থাকার কথা না। আপনি আশা করছিলেন হয়তো, কষ্টে জর্জরিত জবুজবু হতাশাগ্রস্ত কাউকে দেখার। এমন মন্তব্য এড়িয়ে চলুন।

(১০) আপনি খুব অনুপ্রেরণামূলক।

আবারও, এটি একটি ভাল অর্থপূর্ণ মন্তব্য। আপনি যার সাথে কথা বলছেন সে যদি অবিশ্বাস্য কিছু করে থাকে, বা সংগ্রামের সাথে উচ্চাভিলাষী কোনো লক্ষ্য অর্জন করে থাকে, তাহলে অবশ্যই সে অনুপ্রেরণাদায়ক এবং এটা বলা উপযুক্ত হতে পারে। কিন্তু আপনি যদি কেবল অক্ষমতায় রয়েছে বলে কোনো ব্যক্তিকে খুশি করতে একধা বলেন, তবে বলব, আপনার জিস্টা ধরে রাখুন। তারা হয়তো এমন একটি জীবনযাপন করছে, যেখানে কেবল কাজে যাওয়া, খাবার রান্না করা এবং তারপর বিশ্রাম নেয়াই তাদের কাজ। এক্ষেত্রে বাড়তি প্রশংসা তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারে এবং ভাবতে বাধ্য করতে পারে যে, আপনি তাকে করুণা করছেন।

আপনি যখন অক্ষমতায় থাকা কোনো ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করবেন, তখন মনে রাখা দরকার যে তারা মানুষ।

তাদের অক্ষমতা তাদের অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি মাত্র। আমাদের মতো তাদের চাহিদাও একই। তাদের সাথে মর্যাদা এবং সম্মানের সাথে আচরণ করুন যেমনটি আপনি আশা করেন অন্যের কাছ থেকে। আপনি যখন অক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের সাথে আলাপচারিতা করবেন, তাদের অক্ষমতা নয়, তাদের ক্ষমতার উপর ফোকাস করবেন। অক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা হলেন অনন্য ব্যক্তি যাদের প্রচুর জ্ঞান, দক্ষতা, প্রতিভা, আগ্রহ এবং অভিজ্ঞতা রয়েছে যা আমাদের সমাজে অসাধারণ বৈচিত্র্য, সম্পদ এবং সৃজনশীল শক্তি যোগ করে।

মনে রাখবেন, অক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা হয়তো আমাদের অনেকের চেয়ে ভিন্ন উপায়ে কাজ করেন, তবে তারা একই সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম।

মর্টগেজ

নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?

Low Income, No Problem

Direct Lender

আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম

★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেণ্ট

★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

● ব্যক্তিগত পরামর্শ

● ফ্রি এপ্রোভাল

● ইন্টারেস্ট রেট কম

● ফাস্ট ক্লোজিং

● ইনভেস্টমেন্ট

● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435

Akib Hussain

হামাসের দূরদর্শিতাঃ যুদ্ধের লাভ ক্ষতি

অধ্যাপক আব্দুল কাইউম আনোয়ার

বর্তমান বিশ্বে যতোসব যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হচ্ছে, সেসবের পটভূমিতে ধর্ম কোন মুখ্য ভূমিকা পালন করছে না। ইহুদি, খ্রিষ্টান কিংবা ইসলাম, প্রতিষ্ঠিত কোন ধর্মই এই সব যুদ্ধের কলকাঠি নাড়ছে না। ইসলাম ধর্মের বয়স হয়েছে চৌদ্দ শত বছরের উপরে। মুহম্মদ (সঃ) এর নবুওতি প্রাপ্তি ৬১০ সালে। তারপর নবীর ধর্ম প্রচার চলে দুই দশকের উপরে, তাঁর মৃত্যুর সাল ৬৩৩ পর্যন্ত। নবী নিজে বছবার নতুন ধর্ম প্রচারে বাধা বিয়ের সম্মুখীন হন। যুদ্ধ করতে হয়েছে ইসলামের পূর্বকার ধর্মাবলম্বী ইহুদিদের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি সম্পন্ন হয় এবং অবশেষে তখনকার মতো বিরোধের অবসান হয়। সেই ঐতিহাসিক চুক্তির মূল যে লক্ষ্যবস্তু ব্যক্ত করা হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল ইসলামের পরে ভবিষ্যতে অন্য কোন নতুন ধর্মকে প্রশ্রয় দেয়া হবে না। তার মানে ধর্ম নিয়ে ভবিষ্যতে যাতে যুদ্ধ বিগ্রহ চিরতরে বন্ধ হয়।

ধর্ম যেখানে বিভেদের মুখ্য কারণ নয়, তবে কেন এই বর্তমান সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে একাধিক যুদ্ধ চলমান আছে? কেন রাশিয়া-ইউক্রেন, ইসরাইল - গায়ার সংঘাতে প্রতিদিনই হাজার হাজার রতাজা প্রানকে বলি দিতে হচ্ছে আধুনিকতম যুদ্ধাস্ত্রের খড়্গে? কারণ নিশ্চয়ই আছে, তা হচ্ছে এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের স্বার্থের টানাপড়েন। বিশ্বে সবমিলে প্রায় ৮ বিলিয়ন মানুষ অধ্যুষিত ২০৬টি রাষ্ট্রের হাতে গোনা কয়টি ব্যতিরেকে অন্যগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্বার্থের কারণে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বর্তমানে চলমান যে দুটি যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে, দুটিরই একই কারণ, ভূমি দখল। রাশিয়া চাচ্ছে তার একসময়ের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ইউক্রেন অঞ্চল পুনরায় একত্রিত করবে। তাই সাম্রাজ্যবাদী পুতিন বলতে গেলে বিনা নোটিশে ইউক্রেন আক্রমণ করে বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করে নিয়েছেন। অসহায় ইউক্রেন নিজের স্বাধীনতা ও ভূখণ্ড রক্ষার্থে বিশ্বের সকলের বিশেষ করে

যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার উপর নির্ভর করে রাশিয়ার মতো পরাশক্তিকে প্রতিহত করে যাচ্ছে। কিন্তু পরিণতি কি দাঁড়াবে, এখনি চূড়ান্ত মন্তব্য করা সম্ভব নয়। একগুয়ে পুতিন তার সিদ্ধান্তে অনড়,

কাউকে তওাক্কার পাত্র নন তিনি।

অন্যপ্রান্তে গাযা ও ইসরাইল। সেই দুটি বিবদমান পক্ষও একই কারণে যুদ্ধে লিপ্ত। ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই সেখানকার সরকার পরিকল্পিত ভাবে রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তারে তার অনধিকার চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু একজন কট্টর পন্থি ইহুদী। যৌবন কাল থেকেই তিনি মুসলমানকে দুচোখে দেখতে পারেন না। ইসরাইল ও প্যালেস্টাইন আলাদা দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যোর বিরোধী। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পূর্ববর্তী সীমানা পর্যন্ত ফিরিয়ে দেবার ফিলিস্তিনীদের যে দাবী তা ইসরাইল কোন ভাবেই মেনে নেবে না বিধায় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতা বছবার ব্যর্থ হয়েছে। ইসরাইলের দখলকৃত ভূমি ফেরত না পেয়ে ফিলিস্তিনি আন্দোলনের নেতা ইয়াসির আরাফাত চুক্তিতে সই করতে অস্বীকৃতি জানান। সুতরাং, দুই পক্ষের বিরোধ অমিমাংসিত থেকেই গেছে। আর অন্যদিকে ইহুদিদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারনেই হোক কিংবা মূল ভূখণ্ডকে প্রতিরোধ প্রকল্পেই হোক, ইসরাইল গাযা অঞ্চলে ইহুদী বসতির পরিকল্পনা বাস্তবায়নে রত। শুধু গাযায় নয় ইসরাইলি সীমানার অন্যান্য অঞ্চল থেকেও ফিলিস্তিনীদের তাড়িয়ে ইসরাইল তাদের বসতি স্থাপন করেছে। এর ফলে ফিলিস্তিনিরা দীর্ঘদিন বাস্তুচ্যুত (DIASPORA) জীবন কাটিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠাই স্বাভাবিক।

১৯৬৭ সালে পাঁচ আরব দেশের সমন্বয়ে ইসরাইলের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেই যুদ্ধে আরবরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কারণ ঐ যেমন ইউক্রেন রক্ষার্থে যুক্তরাষ্ট্র সাহায্যার্থে এগিয়ে গেছে, একই ভাবে ১৯৬৭ সালেও যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে গিয়েছিলো ইসরাইলকে রক্ষার্থে। এখন ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের সংগ্রামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস যখন ইসরাইলের বিশ্বসেরা গোয়েন্দা বাহিনী মোসাদের প্রতিরক্ষাকে ফাঁকি দিয়ে এক ঝাঁক রকেট ছুড়েছিল ইসরাইলের অভ্যন্তরে, যার পরিণামে চৌদ্দ শত ইহুদী নাগরিক মৃত্যু বরণ করেছিলো। এই অব্যাহত আক্রমণ ইহুদী নেতানিয়াহুকে চরম ভাবে বিস্ত্রিত ও হতভম্ব করে ফেলেছিল। সেই ঘটনার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইসরাইলি সরকারের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা চাওয়া হয় এবং বাইডেন সরকার তড়িৎ



গতিতে সপ্তম নৌবহরের একটি রণতরীকে সেখানে গিয়ে হাজির হতে আদেশ প্রদান করেন।

পরের দিন ৮ অক্টোবর থেকে ইসরাইলের পক্ষ থেকে হামাসের বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়। হামাসতো কোন রাষ্ট্রের নিয়মিত সেনাবাহিনী নয়, তারা গরিলা যুদ্ধের সৈনিক। লুকিয়ে থেকে শত্রুকে ঘায়েল করা তাদের ধর্ম ও কর্ম। তাহিতো গাযা অঞ্চলে লুকানো আস্থানা থেকেই হামাস প্রতিনিয়ত রকেট আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র প্রথম দিন নাকি হামাস ইসরাইলের ভূসীমানায় ঢুকে ইহুদী বসতীতে আক্রমণ চালিয়ে হত্যাব্যজ্ঞ চালিয়েছিল ও প্রায় দুই শত ইহুদী নাগরিককে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলো। তার পর থেকে হামাসের কর্ম তৎপরতা গায়ার গোপন আস্থানা থেকেই চলে আসছে। ইসরাইল আগে থেকেই জানে যে হামাসের গোপন ঘাটি আছে গাযায়। কিন্তু বিগত অর্ধ শতকে গাযায় হামাস যে তিন শত মাইলের সুড়ঙ্গ তৈরি করে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়েছে, সেই খবর ইদানীং জানাজানি হয়েছে।

গেগেভ পাহাড়ের গা ঘেঁষে মাত্র

১৪০ বর্গমাইল আয়তনের ছোট একটি অঞ্চল গাযা। দুই মিলিয়নের মত লোকজন বাস করে সেখানে। ২০০৫ সালে ইসরাইল সেখান থেকে ইসরাইলের উদ্ধাস্তদের ও সামরিক সেনাদের সরিয়ে নিয়েছিলো। তারপর থেকে ফিলিস্তিনীরা সেই অঞ্চলে শুধু যে আবাসিক ইমারত গড়ে তুলেছিল তা নয়, আধুনিক জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী যেমন শিক্ষালয়, স্বাস্থ্য প্রকল্প, রাস্তা ঘাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানাদি গড়ে তুলেছিল। ইসরাইলী শাসক গোষ্ঠী যদিও এতে প্রত্যক্ষ কোন বাঁধার সৃষ্টি করেনি, কিন্তু পরোক্ষে সম্ভট হয়নি। মনের ভিতরে গোখরা সাপকে পুষে আসছিলো। গত দেড় মাস আগে (৭ অক্টোবর) হামাসের এক অতর্কিত আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে সেই গোখরা সাপ ফনা তুলে ছোবল মারছে ফিলিস্তিনি জন গোষ্ঠীর কপালে। এখন পর্যন্ত চৌদ্দ হাজারের উপরে ফিলিস্তিনি আম জনতা গন কবরে তাদের ভাগ্য বিধাতার শরণাপন্ন হয়েছে।

ইতিহাস ঘটলে এটি প্রতীয়মান হয় যে ভূমধ্য সাগরের পূর্বাঞ্চলীয় উপকূল জুড়ে যে ইসরাইল রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত

হয়েছে, সেই একই অঞ্চল ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ছিল ফিলিস্তিনীদের আবাস স্থল। তার পূর্বকার ইতিহাস বলে খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ বছর আগে মিশরে জন্ম গ্রহন করা নবী মুসা (আঃ সাঃ) মধ্য প্রাচ্যের কেনান প্রদেশে আস্থানা গাড়ে। রোম সাম্রাজ্য

যখন অত্র অঞ্চলকে তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলো, খ্রিষ্ট জন্মের এক শতাব্দি কাল ধরে উমাইয়াদ ও আব্বাসিদ আমলে সেই কেনান থেকে জেরুজালেম থেকে আগত ইহুদী বেদে (DIASPORA) গোষ্ঠী এই অঞ্চল ত্যাগ করে সিরিয়া, মিশর ও গ্রিসের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ইসরাইল ভূখণ্ড নামে যে অংশটি খ্রিষ্ট জন্মের ২ মিলিয়ন বছর আগে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছিলো, সেই কেনানিয়ে সম্প্রদায়ের এক গোষ্ঠী সামারার উত্তরে কিংডম অব ইসরাইল আর আরেক গোষ্ঠী দক্ষিণে কিংডম অব জুদাহ বসতি স্থাপন করে। খ্রিষ্ট পূর্ব ৫৩৮ সালে সাইরাস দি গ্রেট জেরুজালেমে প্রত্যাবর্তন করে দ্বিতীয় গির্জা স্থাপন করেন।

উমাইয়াদ ও আব্বাসাইদ আমলে সিরিয়ার (শ্যাম) সামরিক জেলা ফিলাস্তিন (FILASTIN) থেকেই পরবর্তীতে প্যালেস্টাইন (PALESTINE) নামধারী আরব বাসিন্দারা ভূমধ্য সাগরের এই পূর্বাঞ্চল এলাকা জুড়ে বসতি গড়ে তুলে। সেই বাসিন্দাদের কপালেও ইহুদিদের মতো বেদের (DIASPORA) জীবন যাপন নির্ধারিত ছিল বলে ১৯৪৮ সালে তারা বাস্তুচ্যুত হতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর ব্রিটিশদের মাতৃকরিতে ইহুদিরা ফিরে পায় বর্তমানের ইসরাইল রাষ্ট্র। ১৯৪৮ সাল থেকে ২০২৩ সাল, দীর্ঘ পঁচাত্তর বছর অতীত হয়েছে, এর মধ্যকার বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে ১৯৬৫ সালে পাঁচ আরব রাষ্ট্রের সমন্বয়ে ইসরাইলের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধের অবতারণা হয়েছিলো, তাতে হয়তো ফিলিস্তিনীদের পক্ষে আশানুরূপ ফল প্রাপ্তি হতো, কিন্তু তা হয়নি। হয়নি যে কারণে সেটি পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে। সপ্তম নৌবহরের উপস্থিতিকে প্রতিহত করা গোটা আরবের সেনা শক্তির পক্ষে সম্ভব হয়নি, ফলে যুদ্ধে পশ্চাদপদ হওয়া ছাড়া গতান্তর ছিল না।

হামাস হল ফিলিস্তিনীদের সেনাবাহিনী। ১৯৬৭ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত গোপনে শক্তি সঞ্চয় করে

হামাস গত ৭ অক্টোবর ইসরাইলের উপর যে অতর্কিত আক্রমণ করে তাতে খৌদ মুসাদও বিস্ত্রিত ও বিরত হয়েছিলো। এতো বড়ো ক্ষতি তারা আদৌ কল্পনা করতে পারেনি। কিন্তু হামাসের আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে ইসরাইলী রাষ্ট্র শক্তি কি পিছপা হয়েছে? মোটেই নয়। হামাসের আক্রমণের পর মুহূর্ত থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মদদ পুষ্ট ইসরাইলী বাহিনী গাযায় হামাসের অবস্থান লক্ষ্য করে যেসব ফসফরাস যুক্ত বোমা বিস্ফুরিত করে যাচ্ছে, তাতে হাজার হাজার নিরীহ ফিলিস্তিনি নাগরিকের

প্রানহানি ঘটে চলেছে। সারা বিশ্ব প্রতিবাদ মুখর ইসরাইলের নির্মম হত্যাকাণ্ডের। কিন্তু প্রতিবাদ করে ফিলিস্তিনীদের লাভ হচ্ছে কতোটুকু? হামাস লড়ে যাচ্ছে এক পরাশক্তির সঙ্গে। ইসরাইলত আলাদা কিছু নয়, সেতো যুক্তরাষ্ট্রের এক সেনাঘাটি। যুদ্ধ শুরু পরের দিন থেকেই সপ্তম নৌবহরের বিমান বাহিনীর সর্ববৃহৎ জাহাজটি উপকূলের নিকটবর্তী হাজির হয়ে পাহারা দিয়ে যাচ্ছে ইসরাইলকে। যুক্তরাষ্ট্রের সৈঁ রাষ্ট্রপ্রধানই ক্ষমতায় এসেছেন, ইসরাইলের ক্রমে তারা সবাই একই বিবুতি দিয়ে গেছেন, “ইসরাইলের কাছে আমরা মুহলেকা সই করে দিয়েছি যে ইসরাইলকে বাঁচিয়ে রাখতে আমরা সর্বদা প্রস্তুত থাকবো এবং তার বিপদে আপদে তড়িৎ গতিতে আমাদের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবো।”

ইদানীং শোনা যাচ্ছে যে আরব দেশ সমুহ বিশেষ করে সৌদি আরব ও জর্ডান তাদের রাজকীয় ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে নয়, একপাশে সরিয়ে রেখে, অন্য ছোট খাটো রাষ্ট্র গুলোর প্রতিবাদ মিছিলে শরিক হচ্ছে। এতে যুদ্ধক্ষেত্রে হামাস কতোটুকু সহায়তা পাবে? ফিলিস্তানিরা কতোটুকু লাভবান হবে? আর যদি লাভ না-ই হয়, তবে সুগন্ধি মেখে কনফারেন্স হলে বসে শুধু আলাপ করে সময় নষ্ট করার কোন মানে বুঁজে পাওয়া দুস্কর বৈকি!

পরিশেষে বলব, হামাস, তোমরা তোমাদের ভাগ্য বিধাতা। তোমাদের লড়াই তোমাদের নিজেদেরই করে যেতে হবে অনির্ধারিত কাল। হয়ত একদিন তোমাদের ভাগ্যাকাশে সূর্যালোক প্রতিফলিত হবে, নয়তো নিয়তির পরিহাসে পরাজয়ের গ্লানি মেখে ভূমধ্য সাগরের অতল সলিলে সমাধিষ হবে।

SEC

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন?
সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

➤ আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না

➤ আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট

➤ আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি

➤ আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান

➤ আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান

➤ আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze

ব্লেক্স নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ডিজিটেল
মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DFS, MI DFS, GA DFS AND MD CDFR

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অশৌদার হউন।

রেমিটেন্স সহজনাঞ্চল তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-809-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সন্যোগ দিন



টপ অব ইউরোপ আর গ্রিন্ডেলওয়াল্ড

রোমেনা লেইস

পৃথিবীর বুকে এক টুকরো নিষর্গ বলা হয় যে দেশটিকে তার নাম সুইজারল্যান্ড। দেশটি বিশ্বজুড়ে ভ্রমণপিপাসু মানুষের কাছে অন্যতম কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য। তবে শুধু বেড়ানোর জন্যই নয়, শক্তিশালী দেশ হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পেয়েছে সুইজারল্যান্ড।এর আয়তন ৪১ হাজার ১৮৫ বর্গ কিলোমিটার।সুইজারল্যান্ডের জনসংখ্যা মাত্র ৮৮ লক্ষের মতো।সুইজারল্যান্ডের রাজনৈতিক পরিবেশ খুবই সুস্থির।সুইজারল্যান্ড এর মুদ্রার নাম সুইস ফ্রাঙ্ক। যা ইউরো এবং ডলারের চেয়ে শক্তিশালী।প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়াও সুইজারল্যান্ডের ঘড়ি, ট্রেন, চকলেট এবং পনিরের জন্য সুইজারল্যান্ড বিশ্ববিখ্যাত।সুইজারল্যান্ডের একাধিক শহর পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল নগরীর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে। এখানকার জীবনযাত্রার ব্যয় যেমন অনেক বেশি ঠিক তেমনি ভাবে জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত। এদেশের

ট্রেন,রাস্তাঘাট,গাড়িগুলো সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সুইজারল্যান্ডে শিক্ষকতা পেশা সর্বাধিক পারিশ্রমিকের পেশার মধ্যে একটি। এই দেশের শিক্ষকরা প্রতি বছরে প্রায় ১২ সপ্তাহ ছুটি কাটান। সুইজারল্যান্ড

ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।বলা যায় ইউরোপের হৃৎপিণ্ড।পাহাড়,পর্বত,লেক, ভ্যালি এবং আলপাইন বনাঞ্চল ঘেরা এই দেশটিকে সৃষ্টিকর্তা যেন সব কিছু উজাড় করে দিয়েছেন।সুইজারল্যান্ডের উত্তরে জার্মানি, দক্ষিণে

ইতালি, পূর্বে অস্ট্রিয়া, পশ্চিমে ফ্রান্স, উত্তর-পশ্চিমে লন্ডন, দক্ষিণ-পশ্চিমে স্পেনের বার্সেলোনা শহর অবস্থিত। সুইজারল্যান্ডকে কেন্দ্র করে ইউরোপ ভ্রমণ সহজ। আল্পস পর্বতমালা ও প্রশস্ত হ্রদ সুইজারল্যান্ডকে অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভূষিত করেছে। প্রতিদিন হোটলে ফিরে তুলনা করি কোন স্পট বেশী সুন্দর। কিন্তু কোনটাকে নম্বর কম দিতে পারি না।

সুইজারল্যান্ডের অপূর্ব প্রকৃতির বুকে ঘটে যাওয়া নিরন্তর পালাবদলের রহস্যময় ঝলক যেন সুইস হ্রদের বুকেই নিহিত।আর সেই রহস্য যেন পর্বত ঘেরা এই হ্রদ ভ্রমণে না এলে আমাদের কাছে অনাবিষ্কৃতই থেকে যেত। তাই সুইস হ্রদের এই ভ্রমণ আমাদের প্রথম গল্পে একরাশ ঠাণ্ডা মেজা বাতাস যেন আজও মন ভুঁয়ে যায়।লেক লুসার্ন আর লেক ব্রিয়েঞ্জ ভ্রমণের মনোলাভা স্মৃতি নিয়ে আজ এসেছি গ্রিন্ডেলওয়াল্ড এ।

নীলহলুদ ট্রেন যোটা(BOB) বার্নিস ওবারল্যান্ড এ যায় সেটি নিয়ে পটে আঁকা ছবির মতো সেলুলয়েডের ফিতায় একের পর এক সুন্দর পাহাড়, পর্বত, নদী ডিক্রিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।ট্রেন থেকে নেমে শাডী পরিহিত এক নারীকে এক যুবকের সাথে হাটতে দেখে খুব ভাল লাগলো। কে জানে হয়তো বা হানিমুনে এসেছে বাংলাদেশের মেয়ে।ট্রেন স্টেশন থেকে ফুলের সমারোহ আর পাহাড় দেখে দেখে সামনে এগিয়ে যাই।বাস নেয়ার আগে মজাদার আইসক্রীম খাই।তারপর বাস নিয়ে যাই গ্লেসিয়ার ক্যানিয়ন। এডভেঞ্চার ভালবাসে যারা তারা ওখানে পাহাড়ের উপর থেকে জাল্প করলে। আমরা ক্যানিয়ন দেখে পরের বাস নিলাম স্পিজেজ এ যেতে। আবহাওয়া এতো সুন্দর আর দৃশ্য এতো নয়নাভিরাম যে চোখে শুধুই মুগ্ধতা।আঠারো শতকের শেষের দিকে গ্রিন্ডেলওয়াল্ডে পর্যটন শিল্পের সূচনা হয়েছিল।যখন বিদেশীরা এই মনোরম শহরটি আবিষ্কার করেছিল।এখানকার ছবিগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর ব্যাপকভাবে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।যা দ্রুত গ্রামটিকে আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত করে তোলে। উনিশ



শতকে ইংরেজরা উপত্যকার চারপাশে আলপাইন চূড়ায় আরোহণ করতে এই গ্রামে এসেছিল। প্রধানত ইংল্যান্ড থেকে এসে পর্বতারোহণের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার প্রেক্ষিতে স্থানীয় পর্বতশৃঙ্গকে জয় করতে শুরু করেছিল।

গ্রিন্ডেলওয়াল্ডে সারা বছর নানা উৎসব লেগে থাকে।যেমন, জানুয়ারীঃ ওয়ার্ল্ড স্নো ফেস্টিভাল, যাতে বিশ্বজুড়ে কারিগররা তুষার ব্লক থেকে ভাস্কর্য তৈরি করে। ফেব্রুয়ারীঃ গ্রিন্ডেলওয়াল্ডে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত ভেলোজেল স্নো বাহিকিং ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপটি গ্রামের সমস্ত অতিথিদের কাছে এক আকর্ষণীয় বিষয়। মার্চঃ প্রতি বছর অনুষ্ঠিত স্নোপেয়ার সংগীত উৎসব শীত মৌসুম শেষের দিকে তার চিহ্ন বহন করে। জুনঃ ল্যান্ডার্ড উৎসব যাতে কারিগররা গ্রিন্ডেলওয়াল্ড থেকে প্রাকৃতিক উপকরণ নিয়ে শিল্প তৈরি করেন। জুলাইঃ স্প্রিং মাইন্টেন ফেস্টিভাল, জাতীয় নৃত্য এবং লোক যন্ত্রপাতি সহ একটি উদযাপন, যেখানে আসল সুইস স্বাদটি উপভোগ করা যায়।

সাধারণত উচ্চ তাপমাত্রা জুন এবং জুলাই মাস।তবে এই সময়ে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতও হয়। আগস্টঃ এখানে সবচেয়ে উষ্ণতম এবং দীর্ঘ সূর্যের মাস আগস্ট। বিশ্বের পর্যটকদের জন্য এটি বিশেষ আকর্ষণীয় একটি দেশ।

গ্রিনডেলওয়াল্ডের আবহাওয়া সত্যিই পরিবর্তনযোগ্য । সব দিক বিবেচনায় সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে এই দেশটি ঘুরে দেখার জন্য একটি দুর্দান্ত সময়।আমরা অক্টোবরকে বেছে নিয়েছি। এসময় শহর ও শহরের ঠাণ্ডা বাতাস এবং কদাচিৎ বৃষ্টির সাথে আবহাওয়া খুবই মনোরম। এর নৈসর্গিক সৌন্দর্য বহু লেখক, সাহিত্যিক, কবি, চিত্রশিল্পীকে তাদের শিল্পকর্ম সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করেছে।বিশ্বে ভ্রমণ পিয়াসীদের কাঙ্ক্ষিত ভ্রমণের তালিকায় সুইজারল্যান্ড নেই এমন লোক খুব কমই পাওয়া যাবে।সুইজারল্যান্ডের কোন সমুদ্র নেই। এটি চারদিক থেকে স্থলবেষ্টিত দেশ। সমুদ্র না থাকলেও সুইজারল্যান্ড ইউরোপের বেশ কয়েকটি প্রধান নদীর উৎস। রাইন নদী এবং রোন নদী

এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।সুইজারল্যান্ডে সাত হাজারের বেশি লেক রয়েছে। অধিক পরিমাণ

পানির মজুদ থাকার কারণে সুইজারল্যান্ডের প্রায় ষাট ভাগ বিদ্যুতের চাহিদা এই জলবিদ্যুৎ থেকে আসে। সুইজারল্যান্ড "ইউরোপের জলাধার" হিসাবে পরিচিত।আশ্চর্যের কিছু নেই যে এই ভূমিবেষ্টিত দেশটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই অতি মূল্যবান সম্পদকে রক্ষা করেছে যা রাইন এবং রোনের মতো রাজকীয় নদী এবং লুসার্ন এবং জেনেভার মতো বিশাল হ্রদ থেকে শুরু করে উঁচু আলপাইন হিমবাহ এবং উচ্চ জলপ্রপাত পর্যন্ত প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের এত বিশাল বৈচিত্র্য তৈরি করে। পাহাড়ি গ্রামের উপরে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া জলপ্রপাত আর তার সুপেয় জল দেশটির সম্পদ। টপ অব ইউরোপ বা Jungfraujoch "ইউরোপের শীর্ষদেশ" নামেও পরিচিত। জংফ্রাউ



৪১৫৮ মিটার উচ্চ পর্বত যার চূড়া বরফাচ্ছাদিত থাকে প্রায় সারাবছর।তেনজিং বা হিলারির মতো পর্বতারোহনের কষ্ট এখন অবশ্য করতে হয় না। পৌঁছে যাওয়া যায় এর চূড়া বা শিখরে ক্যাবল কারে বা গন্ডোলায়।গ্রিন্ডেলওয়াল্ড সুইজারল্যান্ডের একেবারে কেন্দ্রে, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বার্নের ক্যান্টনের একটি গ্রাম।

গ্রামটির আয়তন ১১১ বর্গ কিমি এবং এর জনসংখ্যা ৪১০০ জনের বেশি নয়। বার্নিজ আল্পস দ্বারা বেষ্টিত, এই গ্রামটি তিনটি পর্বত শৃঙ্গের জন্য বিখ্যাত।তারমধ্যে আইগার (৩৯৭০ মিটার), মাঞ্চ (৪০৯৯ মিটার) এবং জংফ্রাউ (৪১৫৮ মিটার)। গ্রামটি নিজেই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০৩৪ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। বিশ্বের অন্যতম সেরা স্কি রিসর্ট সুইজারল্যান্ডের গ্রিন্ডেলওয়াল্ড নামের ছোট গ্রামে অবস্থিত।শীতকালীন ক্রীড়া উৎসাহীদের জন্য এটি

একটি আকর্ষণীয় স্থান।স্কিয়ার, স্কেটার এবং স্নোবোর্ডাররা দীর্ঘ সময় ধরে এই অঞ্চলের অসংখ্য ট্র্যাক আবিষ্কার করেছেন। সাধারণ পর্যটকদের জন্যও এখানে তৈরি করা হয়েছে হোটেল, প্রচুর বিভিন্ন স্বাদের রেস্টোরা ও দোকান, স্পা এবং বিনোদন। প্যানোরামা ভিউ যা চোখে পড়ে প্রায় নিঃশ্বাস কেড়ে নেয়।অন্যদিকে চার হাজার মিটার চূড়ার সাথে সারিবদ্ধ আলেক্স হিমবাহ। শীতকালীন খেলাধুলার মধ্যে স্নো টিউবিং , স্নো ফান পার্কে স্নেজিং,স্নো ফান পার্কে স্কিইং,স্নো ফান পার্কে স্নোবোর্ডিং এগুলো আনন্দ দেয়।জংফ্রাউজোচে গেলে এমন এক ধরনের অভিজ্ঞতা পাবেন যা আপনি কেবল আল্পসেই পাবেন।এই ফাকে বলে নিই আমরা আমাদের হোটেল বুকিং দিয়েছি বুকিংডট.কমের

মাধ্যমে।সব কিছু পারফেক্ট ছিল। আমরা এসবিবি এপ ডাউনলোড করে টিকিট কেটেছি অনলাইনে।পানির বোতল পানির ফোয়ারা থেকে ভর্তি করে নিই। এখানকার পানির মান খুব ভাল।কিছু ম্যাক্স ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়েছি যাতে করে যেতে গিয়ে কোন কিছু দেখা মিস করতে হয় না।

আজ আমাদের সুইজারল্যান্ডে পঞ্চম দিন। কেবল কার রাইড হল একটি প্রক্রিয়া যা কঠিন হাটা থেকে বাঁচিয়ে দ্রুত

পর্বতের শীর্ষে নিয়ে যায়। যা নিয়ে গ্রিন্ডেলওয়াল্ড থেকে কয়েক মিনিটের মধ্যে পর্বতশীর্ষে পৌঁছানো

যাবে। উপত্যকার নীচে গ্র্যান্ড স্টেশন থেকে, গ্রিন্ডেলওয়াল্ড-ম্যানলিচেন গন্ডোলা ক্যাবলওয়ে এই পর্বত শিখর ১৩০০ মিটার উপরে নিয়ে যায়।আশেপাশে উঁচু পর্বত রয়েছে, তবে ভ্রমণের রোমাঞ্চ এই যাত্রার মধ্যেই রয়েছে।কেবলওয়েটি বিশ্বের তৃতীয় দীর্ঘতম এবং ৩০ মিনিটের রাইড যার দৃশ্যাবলী অসাধারণ। ফার্স্ট (First) এর গন্ডোলা স্টপ থেকে প্রায় এক ঘন্টা দূরে হাটার দূরত্বের মধ্যে একটি হল এই অত্যাশ্চর্য আলপাইন হ্রদ।

বেচেলপসী Bachalpsee ২২৬৫ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এর জল কাকের চক্ষু নিয়ে না মেজে রেখেছে ময়ূরের চক্ষু নিয়ে! তীরে ঘাসযুক্ত তৃণভূমি অপূর্ব।তীর এবং পর্বত পটভূমি একটি অপূর্ব আল্লাহ্নি দৃশ্য তৈরি করে।যখন

আকাশ পরিষ্কার হয় তখন শ্রেকহর্ন, ওয়েটারহর্ন এবং ফিনস্টেরারহর্ন লেকের পানিতে পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়। পোস্টকার্ডের মত ছবির এই দৃশ্য দেখে অভিভূত হতে হয়।গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে বুনা ফুলের চারণভূমিতে পরিণত হয়।আক্টোবরেও সাদা হলুদ বেগুনি ফুলের সমারোহ। গ্রিন্ডেলওয়াল্ড মিউজিয়ামে এই আলপাইন গ্রামের ইতিহাস জানতে কিছুটা সময় ব্যয় করা যেতে পারে।গ্রিন্ডেলওয়াল্ড ছিল বার্নিজ আল্পসের প্রথম গ্রাম যেখানে স্থানীয় পর্বত গাইড দর্শকদের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখাতেন।এক শতাব্দী আগে কীভাবে ক্যাবল-কার এবং রেলওয়ে নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছিল তা জানা যাবে ভিনটেজ পর্বতারোহণ গিয়ার এবং কৃষি সরঞ্জামগুলি ব্রাউজ করা যাবে এবং বার্নিজ আল্পসের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পগুলি কেমন তার ধারণা পাওয়া যাবে। এতো সুন্দর দেশ, তারও সমস্যা আছে। সুইজারল্যান্ডের সমস্যা হলো মাদকাসক্তি।এত শান্তির দেশ হলেও যদি কেউ মনে করে এই পৃথিবীতে তার বঁচে থাকতে হচ্ছে করছে না তবে সে আত্মহত্যার জন্য এখানে আবেদন করতে পারে।সে ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর তাঁর সংকারের ব্যবস্থা ও আনুষঙ্গিক খরচ বাদদ অর্থ আত্মহত্যার আগেই পরিশোধ করতে হয়।চাঁদে যেমন কালিমা থাকে তেমনি আর কী!



KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]



WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট্য

NYS
Department of
Health CDPAP



Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ \$৮০০ | আজই আসুন

Main Office

167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch

37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch

1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

📞 **347-621-6640**

📠 Fax: 347-338-6799

✉ karnafullyhc@gmail.com

✉ hasem@lovetocarehhc.com

✉ info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehhc.com

শুভদিন

ভজন দত্ত

মায়ের সংসারে শুভদিন এলে
রান্নাঘর থেকে উঠোন
পায়োসের সুগন্ধ ভরে যেত

মায়ের দেশে ছড়িয়ে পড়ত সুসংবাদ
এখন শুভদিন এলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
শোরুমের ফ্রিজ থেকে কেনা হয় কেক

মা-হীন পৃথিবী কেক কেনো
আমরা সংসারের আদা-রসুন-পেঁয়াজ
কিনতে কিনতে লুকিয়ে মুছে রাখি
চোখের জল ...।



রুবাইয়াত

টি এইচ মাহির

রুবাই-১
মর্মর পাতার ধ্বনি, ঝর্ণা সরোবরে পানি
তৃষাতুর কালকূট ছোট্ট ঠাঁয় স্থির কানি,
যে যার জীবনে ব্যস্ত,দায়িত্ব তাদের ন্যস্ত
জলের স্রোতে ভেসে যায় নম্র চিত্তখানি।

রুবাই-২
সত্য লুকিয়ে ফেলে সাদা কালো
ছায়া ঢেকে দেয় চাঁদের আলো।
দূত দিবে সেলাম, আলো পেলাম
মন্দকে গুঁড়িয়ে ডাক দেয় ভালো।

রুবাই-৩
চেউয়ের তোপে মাস্তুল ভাঙ্গে
ঘূর্ণিপাকে একলা নাবিক গাঙ্গে,
শান্ত জলে অশান্ত তৃফান এ কি!
নিষ্ফল বাঁধ, জল ছুঁয়েছে চাঙ্গে।



পুণ্যার্থী

সুশান্ত হালদার

যারা চতুর, পুণ্যার্থী
ঘুরে এসেছেন আজমীর, শাহ জালাল পুণ্যভূমি
লটারি টিকেটে আজ তারাই মোড়োরেলে কাম্বীর গামি

আপেল রাঙা গালে অভ্যর্থনায়
জাহাজের ককপিটে মিশরীয় নারী

কে হে সীমানা লঙ্ঘনকারী?
মাত্রারিক্ত ভোজনে তুমিও কি দিব্য পুরুষ
নাকি লালসালু মজিদের আশ্রয় গ্রশ্রয়কারী?

প্রশ্ন তবু থেকে যায়
আমার দেশে আমারই মা তবে কেন-
ধর্মণ যোগ্য পটভূমি?

আনমনে

কোমল দাস

ততক্ষণে ফুলকলিদের সমস্ত অভিসন্ধি থেমে গেছে
অস্পষ্ট সীমান্তে গড়িয়ে গেছে অনুভূতির রঙ-
বেরঙের সমস্ত ব্যকুলতা
তৃষ্ণার্ত অনুক্ষণে পিপাসার জ্বালা নিবারিত হয়েছে অভিমানে,
অথচ স্বস্তি মেলেনি এতটুকু,মেলেনি বিন্দুমাত্র জ্বালা।

জীবনের সন্ধ্যা ঘনিয়েছে বারান্দায়
ধূসর দৃষ্টিতে যতটুকু বোঝা যায়, তাতে-
ছবি আঁকলেও আঁকা যায়না স্বপ্ন।

কয়রার মেলায় ভিড় জমিয়েছে বাহারি রঙ্গের পুতুল
উদাসী হাওয়ায় নিজেকে অতিকায় বিকিয়ে নিয়েছে বক্রতার
ঝঙ্গাটেরা, তবু-
সারাক্ষণ তারা বিনে সুতায় মালা গাঁথে
আর আমার মতই আনমনে গেয়ে চলে সুখ সারি
গান পালা।

নীল অ্যাকুরিয়ামের ভেতর থেকে

আবির হাসান

নীল অ্যাকুরিয়ামের ভেতর থেকে পৃথিবীকে নিজের
প্রতিপক্ষ মনে হয়

তাই জীবনের সমস্ত কিছু দিয়ে তার সাথে কম্পায়ার করি,
কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর ভিন্নতা আমাকে অক্ষমতারই
কালাম হাদিয়া দেয়-

আকাশের রঙ ভিন্ন, প্রাণের ইলম ভিন্ন
আর সমস্ত বস্তুর কার্যক্ষমতা স্রষ্টার হাতে ভিন্ন ভিন্ন,
কিংবা অভিন্নতার অস্তিত্ব ভিন্ন-অথচ

আমার পুরো দেহ’ই নীল!
দৃষ্টি নীল, অশ্রু নীল, ভাবনা নীল, মৃত্যু নীল—
আমি কখনোই পৃথিবীর সাথে পেরে উঠতে পারিনা!
পৃথিবীকে নিজের প্রতিপক্ষ মনে করলেই
আমার ভাবনাগুলো নীল হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

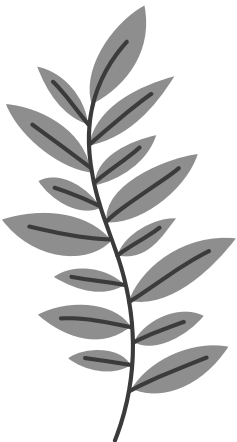
কবিতার মানুষ

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

হাতের করপুটে গোনে রাখি নিষিদ্ধ হাত
তবুও সকিনার বেলোয়ারি চুড়ি কথা বলে
সুরাদিন কেবল এটা নাই... ওটা নাই
তবুও গরলে-সরলে একসাথেই পথ চলে!

ওজনদরে যদি সবকিছুই বেচা-বিক্রি হয়
তবে থুনসুটি, ঝগড়াঝাটি ওদের কী দোষ
সকিনা আমাকে এতো এতো ভালোবাসে
তবুও নুন না থাকলে হঠাৎ করেই বেহুশ!

তখন সাকি কেবল বুঝে না, বুঝতে চায় না
আমি কিছু না, নগণ্য কবিতা লেখা মানুষ।



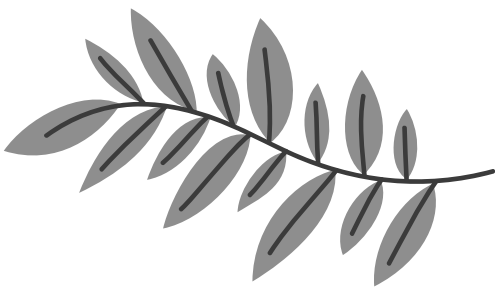
অপেক্ষা আছে বলেই

জহিরুল হক বিদ্যুৎ

অপেক্ষা আছে বলেই কবিতারা এখনো
বিষগ্নতার শিকল ভেঙে চৈতন্যের গান গায়;
গোধূলি ঢালে পড়ে উন্মুখ রাতের বুকে
রাতের নিস্তরুতা শিশিরসিক্ত হয়ে ফিরে আসে
প্রতীক্ষিত ভোরের সিন্ধুতায়।

অপেক্ষা আছে বলেই
প্রকৃতি আসে বৈচিত্র্যের উন্মাসিক ডালি খুলে।
গ্রীষ্ম,বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত আসে
আসে বসন্ত বাহারি নানা ফুলে।
চোখের জানালায় এসে বসে স্বপ্নীল প্রজাপতি
কখনো সুখে, কখনো বা মৌন-বেদনায়।

অপেক্ষা আছে বলেই
কেউ বা পথ চেয়ে থাকে কারো জন্য,
অথবা তার জন্য অন্য কেউ
এমন তো হয়, সবাই প্রতীক্ষায় থাকে
অনন্ত এ প্রতীক্ষার কোনো দিগন্ত নেই।



জীবনের জটিল ব্যাকরণ

মনোয়ারা স্মৃতি

জনালায় হেমন্ত আমার, সাথে শিউলি, ছাতিম
আর কাশফুলেদের মাদকতা।
এমন দিনেও বৈশ্বিক দুর্ভিক্ষ হামলে পড়ে
কালবৈশাখীর মাতাল উৎসবে।

অবোধা সময় সূচনায়, দরোজায় দ্বিধার কপাট
ভেতরে থই থই দরিয়া।
চুরি করা সময়গুলো বোদলেয়ার, শঙ্খ ঘোষ,
জীবনান্দকে দেয়া হয় না আর
শরৎ, হেমন্ত, কিংবা বসন্ত কোনটাই যেনো
ভেতরের মানুষটাকে ছুঁতে পারে না।

টেবিল জুড়ে এখন জাতীয় প্রবৃদ্ধির চ্যাপ্টার উল্টানো
অর্থনীতির মোটা বই
তাবৎ দুনিয়াটা গিলে খাওয়া মানুষের হাহাকারে বিম্মিত
এই পৃথিবী।
চাল-ডালের হিসেব মেলানোর তড়িৎ প্রবাহে
জীবনের মেদুর চাওয়ারা স্তব্ধ
বিলাসিতার অবসর নেই আর জীবন জুড়ে জটিল
ব্যাকরণের ধুকুমার।



আমি একা থাকি

সৈয়দ নূরুল আনম

পরমা ঢাকার শিল্পপতির, বনেদি
পরিবারের মেয়ে। জন্মের পর থেকেই ঢাকায়
স্ল্যাটে থেকে, গাড়িতে চড়ে বড় হয়েছে।
ইদানিং প্রায়ই বিভিন্ন সাহিত্য প্রতিকায় গল্প
কবিতা লেখে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি গল্প-
কবিতার বই বের হয়েছে তার। নিজে লেখক,
তাই মাসুদের মূল্য পরমা বোঝে। মাসুদকে মনে
মনে ওস্তাদ মানে পরমা। শুধু ওস্তাদ মানা নয়,

অনেকের কাছে বলে, মাসুদ ইকবালের সাথে
তার পরিচয় আছে। এই বলে একটু গর্ববোধও
করে।
মাসুদের পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। চোখে
কালো চশমা। মাথার চুল এলোমেলো। মুখে
খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।
এই অবস্থাতেও মাসুদের চোখে আগুন। মাসুদ
মানোই এক আগুনের নাম। তার সব লেখায়

আগুনের ছাপ স্পষ্ট।
পরমা খেয়াল করে মাসুদের পেছনে
একটা ব্যানারে বড় করে লেখা, 'বাংলা দেশের
প্রতিভাবান তরুণ নির্মাতা শামীম শাহরিয়ারের
চিকিৎসার জন্য দান করুন।'
ব্যানারের পাশে একটা টুল। তার ওপর
একটা মেয়ে বসে আছে। মেয়েটির বয়স পনের
মোল হবে। গায়ের রং শ্যামলা, সূর্যের তাপে

পুড়ে তামাটে দেখাচ্ছে, মাথায় লম্বাচুল, চোখ
দুটো কালো এবং মায়াময়। পরনে একটা
ছাপার শাড়ি। মুখটা মলিন। মেয়েটির কোলের
ওপর একটা বাস্ক, সেখানে রাস্তার মানুষ ঢাকা
ফেলে যাচ্ছে।

মাসুদ মেয়েটিকে দেখিয়ে বলে, ও হল ময়না।
গ্রামে থাকে। শামীম শাহরিয়ারদের বোন লাগে।
ভাইয়ের অসুখের সংবাদ শুনে ছুটে এসেছে।

পরমা, ময়না বিষয়ে কোনো কৌতুহল
দেখাল না। পরমা জানতে চাইল, শামীম
শাহরিয়ার এখন কোথায়? মাসুদ বলল, ‘ও
এখন হলিফ্যামিলি হাসপাতালে আছে। ওর
পাশে আজ কেউ নেই। গতকাল অবধি
ঢাকাপরয়া যা জমেছিল তা দিয়ে ওষুধ আর
খাবার কিনে দিয়ে এসেছি।’

একটু থেমে শ্বাস নিয়ে মাসুদ বলে, ‘ওর
প্রথম ছবিটা এখনও রিলিজ হয়নি, হলে হয়ত
কিছু টাকা হাতে আসত। এলেই যখন, দশটা
টাকা দিয়ে যাও।’

লজ্জায় মাথা নীচু করে পরমা বলল,
‘মাসুদদা। এমন করে বলছ কেন? আমি কি ওর
কেউ ছিলাম না?’

বলেই পরমা কয়েক সেকেন্ড থামে,
তারপর নরম স্বরে বলে, ‘মাসুদদা, আমি ইচ্ছে
করলে দশ টাকা কেন, অনেক টাকাই দিতে
পারি, কিন্তু দেব না। ওকে বলো, আমি একা
আছি, ইচ্ছে করলে ও আমার স্ল্যাটে এসে
থাকতে পারে। বললে না, ওর পাশে এখন কেউ
নেই। বলো, আমি আছি।’

একথা বলে, পরমা আর দেরি করল না।
ছুটে গিয়ে নিজের গাড়িতে বসলো।
শামীম শাহরিয়ার, এই মানুষটার জন্য
একদিন পরমা পাগল ছিল, তার জন্য তীব্র
তাপদাহে পুড়েছে, কেঁদেছে, চিৎকার করেছে।
সেই দিনগুলো আর কখনোই ফিরে পাবে না
জেনেও, পরমা শামীম শাহরিয়ারের অপেক্ষায়
থাকে।

গ্লোবাল মাল্টি সার্ভিস ও অল কাউন্টি হেলথ কেয়ারের উদ্যোগে জমজমাট গ্লোবাল নাইট

গ্লোবাল নাইটস ২০২৩ দেশ মাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা জানিয়ে নিউইয়র্কে গ্লোবাল মাল্টি সার্ভিস এবং অল কাউন্টি হ্যালথ কেয়ারের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে গ্লোবাল নাইটস ২০২৩। ৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কুইন্স প্যালেসে জমকালো অনুষ্ঠানে তারকাদের উপস্থিতিতে জ্বলজ্বল করছিল। গ্লোবাল মাল্টি সার্ভিস ইনক এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও তারেক হাসান খান অনুষ্ঠানে আগতদের স্বাগত জানান। ডিসেম্বরের কনকনে শীতেও কুইন্স প্যালেসে গ্লোবাল নাইট জমে উঠেছিল। বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় তারকা চিত্রনায়িকা মৌসুমীর সাথে জনপ্রিয় ব্যান্ড প্রমিথিউসের বিপ্লব, প্রবাসের প্রিয়মুখ কৃষ্ণা তিথি, তুনিয়া হাসান, শরিফ, সায়েম সহ অন্যদের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে সাংস্কৃতিক পর্ব স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অনুষ্ঠানে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হওয়া যোদ্ধাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। আলোচকরা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা পেয়েছে। এ স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার জন্য দেশে বিদেশে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিজয়ের কেরন উড়িয়ে বাংলাদেশের মানুষ ক্রমশ এগিয়ে যাবে, বিজয়কে সংহত করে স্বাধীন জাতি হিসেবে বাংলাদেশ মাথা উচিয়ে বিশ্বের দরবারে তার অস্তিত্ব জানান দিতে থাকবে বলে আলোচক লিয়ানা খান উল্লেখ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শো টাইম মিউজিকের সিইও আলমগীর খান, অল কাউন্টি হেলথ কেয়ারের কর্ণধার মোহাম্মদ কাদের শিশির, জাহাঙ্গীর আলম জয়, সারাহ হোমকেয়ারেক সিইও মি. জি, প্রেসিডেন্ট ড. শাহজাদি পারভীন, ফারহানা খান, নুরুল আজিম, মেয়র এরিক অ্যাডামের দক্ষিণ এশিয়া উপদেষ্টা ফাহাদ সোলায়মান। অনুষ্ঠানে কমিউনিটি সেবায় অবদানের জন্য বেশ কয়েকজন গুণীজনকে এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।



আমার দেখা নিউইয়র্ক শহর

শাহীন হাওলাদার

বয়স যখন তেরো, বইয়ের পাতায় দেখেছি আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের বিখ্যাত কিছু স্থাপনার গল্প। স্কুল জীবন থেকেই মনের গভিরে লুকিয়ে ছিল সেই সব বিখ্যাত দর্শনীয় স্থানগুলো বাস্তবে দেখার। সাংবাদিকতা পেশায় যুক্ত থাকায় ৩৪ বছর বয়সে এসে সেই সপ্ন বাস্তবে রূপ নেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। বছরবছরের সেই স্বপ্ন হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে এসেছে নিউইয়র্ক শহরে। স্বপ্নের নিউইয়র্ক শহর নিয়ে লেখার অনুভূতি সত্যিই অন্যরকম।

আমার চোখে নিউইয়র্ক শহর বিশ্বের অন্যান্য শহরের চাইতে বেতিক্রম। শুধু শুধু এ শহরকে সারা প্রথিবীর রাজধানী বলা হয়? তা কিন্তু নয়। বিশ্বের প্রায় সব দেশের মানুষই এখানে বসবাস করে। এখানকার মানুষ খুবই বন্ধুসুলভ। স্বপ্নের এই শহরে কেউ আসেন জীবিকার সন্ধানে , কেউবা ঘুরতে কিংবা কেউবা অফিসিয়াল কাজে। আমার জানা মতে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র নিউইয়র্ক শহরই পাওয়া যায় যেখানে প্রায় সব দেশের মানুষ বসবাস করে। একই ছাতার নিচে নানা ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও নানা সংস্কৃতির শহর নিউইয়র্কের মানুষের সঙ্গে মেশার সুযোগ হলেও এর বিস্তৃতি অনেক যার অনুভূতি লেখার ভাষায় প্রকাশ করা খুব কঠিন। তবে এককথায় এখানকার মানুষের আচরণ খুবই বন্ধুসুলভ। এখানকার মানুষের কাছ যে কোন তথ্য জানতে চাইলে সে তথ্য দেওয়ার জন্য এতটাই ব্যস্ত হয়ে উঠে তা না দেখলে আপনাকে বুঝাতে পারেন না। আর যে কোন উপকার করতে পারলেই নিজেকে খুব ধন্য মনে করে। বিনিময়ে চায় শুধু ধন্যবাদ নামের শব্দটা। ধন্যবাদ, স্বাগতম, আপনার সাথে দেখা হয়ে ভাল লাগল এমন তিনটা শব্দ এদের নিত্যদিনের সঙ্গি। আবার নিউইয়র্ক শহরের আইনের প্রতি সবাই শ্রদ্ধাশীল। পুলিশ সহায়তা, শহরকে নিরাপদ রাখতে বিভিন্ন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ নানা নিয়মানুবর্তীতা তা এ শহরে না আসলে কখনোই উপলব্ধি হতো না।

আবার নিউইয়র্ক শহর নানা ছদ্মনামেও পরিচিত যার মধ্যে একটি হলো নিউইয়র্ক শহর কখনোই ঘুমায় না! আসলেই তাই! এখানকার মানুষের ব্যস্ততা সত্যিই প্রশংসনীয়। সবচাইতে বড় কারণ হলো নিউইয়র্কের সবওয়ে সিস্টেম আমার কাছে একটি গোলকধাঁস। যে কেউ ইচ্ছা করলে রাত দুইটা, তিনটা, চারটা অথবা যখন খুশি বাইরে যেতে পারেন এবং বাড়িতে ফিরতে পারেন। আরেকটি অন্যতম কারণ হতে পারে নিউইয়র্কের অলিগলিতে প্রচুর ক্যাফে, দোকান, ওয়ুশের দোকান, রেস্তোরাঁ রয়েছে, যা সারা রাত খোলা থাকে। সপ্তাহে ৫ দিন কাজের চাপে কারোই ধম ফেলানোর সময় পায় না। তবে সাপ্তাহিক ছুটিসহ যেকোন ছুটির দিনগুলো তারা খুব সুন্দরভাবে উপভোগ করে। যার ফলে পুরো সপ্তাহের সব ক্লাস্তি ভুলে যায়। বাংলাদেশ থেকে আসা সবাই এখন আমেরিকার পরিবেশে-সংস্কৃতির সাথে অনেকটাই মিশে গেছে।

নিউইয়র্কে আবহাওয়ার কোন গ্যারান্টি নাই। রাতে ঘুমের সময় আবহাওয়া একভাবে দেখলেও সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবেন আবহাওয়ার সম্পূর্ণ পরিবর্তন। অর্থাৎ প্রতি ঘন্টায় এখানের আবহাওয়া পরিবর্তন হয়। তাই প্রতিমুহুর্তে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখা এখানকার মানুষের নিত্যদিনের রুটিন। আবহাওয়ার উপর নির্ভর করেই বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়।

নিউইয়র্ক শহরের বুকে একখন্ড বাংলাদেশ : নিউ ইয়র্ক শহরটিতে বহুসংখ্যক আবাসিক ও অনাবাসিক এলাকা রয়েছে এবং এগুলিকে প্রশাসনিকভাবে পাঁচটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে: যথা- ম্যানহাটন, ব্রুকলিন, দ্য ব্রঙ্ক্স, কুইন্স এবং স্ট্যাটেন আইল্যান্ড, যাদের প্রতিটিরই নিজস্ব জীবনধারা রয়েছে। তবে সবচাইতে আনন্দের বিষয় হচ্ছে নিউইয়র্কের এসব অঞ্চলের জ্যাকশন হাইটস, ব্রুকলিন, জামাইকা ও ব্রঙ্কসহ কয়েকটি এলাকা ঘুরে মনে হচ্ছে আমিরিকার বুকে একখন্ড বাংলাদেশ। বিশেষ করে নিউইয়র্কের ব্রুকলিনের চার্ল ম্যাকডোনাল্ডের জয়গাটি বাঙালি কমিউনিটির মিলন মেলা হিসেবে পরিচিত। নিউইয়র্কে যতদিন ছিলাম বেশিরভাগ সময়টিতেই এ জায়গাটিতে কেটেছিলাম। ব্রুকলিনে বৃহত্তম কমিউনিটি হচ্ছে স.দ্বীপের মানুষ। প্রতি বছরই এখানে বাঙালি



কমিউনিটির সর্ববৃহৎ পথ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজক কমিউনিটির এ পথ মেলায় এসে এত বাঙালি একই ছাতার নিচে দেখে মনে হয়নি যে আমেরিকার মাটিতে রয়েছে। এখানে এসে জানতে পারি ব্রুকলিনের চার্ল ম্যাকডোনাল্ডের জয়গাটি লিটল বাংলাদেশে বাঙালি কমিউনিটির জন্য নতুন একটি প্লাজা। এই প্লাজা বাঙালি কমিউনিটির জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এখানে যেকোনো মিলনমেলা, সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সভা সমাবেশ করা যাবে। এখানে যেকোনো সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারে বাঙালি কমিউনিটি। বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের প্রতি মার্কিন সরকারের বিশেষ আন্তরিকতার প্রাপ্তি এই প্লাজা। অপরদিকে নিউইয়র্কের কয়েকটি রাস্তার নামকরণ বাংলাদেশ স্ট্রেট নামে দেখে নিজেকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে খুব গর্ববোধ করেছে। অধিকাংশ দোকান-হোটেল রোস্তোরাগুলোর সাইনবোর্ড বাংলায় লেখা একই সঙ্গে এসব এলাকায় অভভা মারলে মনে হয় সত্যিই আমি বাংলাদেশে আছি।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের সক্রিয় অংশগ্রহণ : আমার জানা মতে আমেরিকার প্রায় অর্ধাংশিক বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকার মূলধারার রাজনীতিতে অংশ নিয়ে সিটি কাউন্সিল, কাউন্সি পর্ষায়ে বিজয় অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের নানা অনুষ্ঠানে ডেমোক্র্যাটিক এবং রিপাবলিকান দুই দলের রাজনীতিকরা আসেন এসব বাংলাদেশিদের অভিনন্দন জানাতে। নিউইয়র্কে শুধুমাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নয় এখানকার বাঙালিরা নানা পেশায় অংশগ্রহন করে গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। বিশেষ করে, ডাক্তার, শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী ও পুলিশ বাহিনীতে অনেক বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত রয়েছে। অত্যন্ত সুনামের সাথে তারা দায়িত্ব পালন করে বিভিন্ন সময় নিউইয়র্কে প্রশংসিত হয়েছেন। একই সঙ্গে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশিরা আমেরিকার মাটিতে এসে প্রতিনিধিত্ব করছে তা শুনলে সত্যি নিজেকে খুব ধন্য মনে হয়। এদের প্রত্যেকে আমাদের মাথার মুকুট। এরাই হলো আমাদের বাংলাদেশের অ্যাঙ্কাসেডর।

নিউইয়র্কের বাঙালিদের ভালো মুহুর্ত : নিউইয়র্ক শহরে এসে যখন নিজ দেশের মানুষের ভালো লাগার মুহুর্তগুলো শুনি তখন নিজেও এ দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুভূতি জাগে। এখানকার মানুষ প্রাথমিকভাবে এসে নানা কষ্ট অনুভব করলেও একটা সময়ে চাকুরী, ব্যবসায়-বাণিজ্য করে পরিবার পরিজন নিয়ে খুব আনন্দে দিন পার করে। কেউ ডিভি লটারির মাধ্যমে বা চাকুরী সূত্রে কেউবা ইমিগ্র্যান্ট হয়ে আসার পর প্রথম কয়দিন পরিবার বা আত্মীয় স্বজনদের মিস

করে। কিন্তু নিউইয়র্ক শহরে পাড়ি জমানোর পর একটা সময় নিউইয়র্কের কুপ্তি-কালচারের সাথে মিশে যায়। এরপর একে একে পরিবারের সবাইকে নিয়ে এসেছে। কোন পরিবারের সব ভাই-বোন, বাবা-মা ও তার নির্ভরশীল সব পরিবারের সদস্য নিয়ে আসার গল্পও শুনেছি। নিউইয়র্ক শহরে কেন নিউইয়র্ক শহরে কেন নিউইয়র্ক শহরে কেন ভালো লাগে এমন প্রশ্ন করলে প্রথমেই সবার উত্তর এখানকার চিকিৎসা সেবা সম্পূর্ণ ফ্রি এবং উন্নত। একই সাথে বাচ্চাদের পড়াশোনা এবং বয়স্ক বাবা-মায়ের জন্য রয়েছে সরকারের বিশেষ সুবিধা। নিউইয়র্ক শহরে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও খুব প্রশংসনীয়। জাতিসংঘের প্রথমা কাভার করতে গিয়ে দেখেছি কয়েক স্তরের নিরাপত্তার চাদর দিয়ে ঢাকা হয়েছে প্রিয় শহরকে। এ শহরের আইন-কানুন সবার জন্য সমান।এখানকার ধনী-গরীবের মূল্যায়ন আলাদা করে দেখা হয়না। নিউইয়র্ক মানুষের শ্রমের মর্যাদার সবার জন্য সমান। এসব নানা কারণে নিউইয়র্ক শহরের প্রত্যেকটা মুহুর্ত আমার কাছে অসাধারণ।

এ শহরের প্রবাসীদের কষ্টের মুহুর্ত : স্বপ্নের শহর নিউইয়র্কে কারো মুখে সুখের হাসির পাশাপাশি নানা কষ্টের মুহুর্তগুলোও শেয়ার করার অনুভূতি গ্রহণ করছি। উন্নত জীবনের খোঁজে দেশটিতে পাড়ি জমিয়ে কেউ বাবা-মায়ের স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন। কেউবা বাবা মায়ের মৃত লাশের জানাযায় অংশ নিতে পারেননি। কেউ চলমান মামলার কারণে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছেন বছরের পর বছর। কেউ বা ২/৩ বছরের রেখে আসা ছোট সন্তানের বিয়ের দৃশ্য দেখেছেন অনলাইনে। এখানে সবাই কাজকে প্রধান্য দেয় আবার এসব কাজ করতে গিয়ে অনেকের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথাও শেয়ার করেছেন। আবার কেউবা নিজ পরিবার নিয়ে এমেরিকায় এসে সংসার জীবনের নানা অশান্তিতেও রয়েছেন। সংসার জীবনে কেউ স্বামী কেউবা স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ করে নানা হতাশায় দিন পার করছেন। অন্যদিকে নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান ও স্থিতিশীল জীবনের জন্য নিউইয়র্ক আসেন বেশির ভাগ অভিবাসী। দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আসছেন সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এদের সামাল দেওয়া নিউইয়র্ক সিটি কতৃপক্ষের এত সহজ কাজ নয়। এত লোক কোথায় রাখবে, তা নিয়েই এখন হিমশিত খেতে হয়। আর এ কারণেই নিউইয়র্কের জীবন-জাপনের স্বপ্ন এখন দিবস্বপ্ন হয়ে যাচ্ছে বলেও মনে করছেন এখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা।

কেন আসতে হবে নিউইয়র্ক শহরে ? আপনি যদি ভ্রমণপিয়াসু হয়ে থাকেন, বিশ্বের উল্লেখযোগ্য সকল জায়গা ঘুরে দেখতে চান, তাহলে নিউ ইয়র্কে আপনার ভ্রমণ তালিকায় রাখতেই হবে। অনেকগুলো কারণ আপনার সামনে হাজির করা সম্ভব, যেগুলোর জন্য জীবনে অন্তত একবার হলেও নিউ ইয়র্কে আপনার পা রাখা উচিত। বিশ্বের বৃহত্তম শহরগুলির মধ্যে একটি, নিউ ইয়র্ক ("দ্য বিগ অ্যাপল", "এনওয়াইসি," হিসাবে

পরিচিত এবং প্রায়শই "নিউইয়র্ক সিটি" নামে পরিচিত)। নিউইয়র্ক শহর মিডিয়া, বিনোদন, শিল্প, ফ্যাশন, গবেষণা, অর্থ, এবং ব্যবসায়ের একটি বৈশ্বিক কেন্দ্র।

জাতিসংঘের সদর দপ্তর নিউ ইয়র্ক সিটিতে অবস্থিত, যা এটিকে আন্তর্জাতিক কুটনীতির জন্য একটি তীর্থস্থান করে তোলে। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার চিত্র হিসেবে পরিচিত স্ট্যাচু অফ লিবার্টি, নিউইয়র্ক শহরেই অবস্থিত। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার বা বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র এটিও নিউ ইয়র্ক শহরের ম্যানহাটন এলাকায় অবস্থিত যা ৭টি ভবনের একটি স্থাপনা।

নিউইয়র্কের পাঁচটি প্রশাসনিক অংশ যথা- ম্যানহাটন , ব্রুকলিন, কুইন্স, দ্য ব্রঙ্কস এবং স্ট্যাটেন আইল্যান্ড। আমার চোখে নিজ নিজ জায়গা থেকে এরা সকলেই অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ব্রঙ্কসে আছে বোটানিক্যাল গার্ডেন ও চিড়িয়াখানা, কুইন্সে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক জাতিগোষ্ঠীর রেস্তোরাঁ, ব্রুকলিনের উইলিয়ামসবার্গ, গ্রিন পয়েন্ট ও রেড হুকে অসাধারণ সব বাড়ির, এবং স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে ফেরি ছাড়াও আছে মাগ হার্বারের জাদুঘর।

এছাড়াও নিউইয়র্কে বেশ কয়েকটি জায়গা আছে যা অবশ্যই আপনার ভ্রমণকে স্মরণীয় করে তুলবে যার মধ্যে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, মেট্রোপলিটন যাদুঘর শিল্প, টাইম স্কয়ার , ব্রুকলিন সেতু , নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি বেশ উল্লেখযোগ্য।

স্ট্যাচু অফ লিবার্টি সম্পর্কে ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। প্রায় দেড়শ বছর ধরে আমেরিকার সাম্য আর মুক্তির প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্ট্যাচু অব লিবার্টি। আমেরিকার স্বাধীনতার ১০০ বছর উপলক্ষে, ফ্রান্সের জনগণের পক্ষ থেকে ভাস্কর্যটি আমেরিকার জনগণকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়। এটি গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার চিত্র। এই বিখ্যাত নিউইয়র্ক স্থানটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স দ্বারা যৌথভাবে তৈরি করা হয়েছিল এবং দুটি দেশের জনগণের মধ্যে শক্তিশালী সম্পর্ককে সম্মান করার উদ্দেশ্যে ছিল। একটি চমৎকার এবং অপ্রতিরোধ্য অভিজ্ঞতা, স্ট্যাচু অফ লিবার্টির চূড়ায় আরোহণ করা বন্দর , ম্যানহাটন, ব্রুকলিন, ভেরাজানো ব্রিজ এবং স্টেটেন দ্বীপের দৃশ্য দেখায়। মূর্তি ভর্তি লিবার্টি মিউজিয়াম বিনামূল্যে দেখতে পাবেন এবং এটি লিবার্টি দ্বীপে। কেউ ব্যক্তিগতভাবে যেতে চাইলে কম খরচে ফেরি দিয়ে কিংবা ম্যানহাটন থেকে কেউ যেতে চাইলে সেখানকার ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের অনেকেই একটি নির্দিষ্ট প্যাকেজে আপনাকে এই ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানটিতে ঘুরে আসতে পারেন।

বিভিন্ন বই আর সিনেমায় দেখা নিউইয়র্কের আকাশচুম্বী ভবনগুলো সবারই কমবেশি জানা । বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য ভবনগুলো । ম্যানহাটন স্ট্রিট ধরে হেঁটে যাওয়ার মতো অসাধারণ অনুভূতি খুব কমই পাওয়া যায়। কেননা এই সড়কজুড়ে আকাশচুম্বী সব ভবনের সম্ভার। ১৯৩০-এর

দশকের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, ক্রাইসলার বিল্ডিং যেমন আছে, তেমনই আছে ২০১৩ সালে কাজ শেষ হওয়া ওয়ান ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারও। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের উপর থেকে যে দৃশ্য দেখা যায়, তা দর্শকের নিঃশ্বাস কয়েক মুহূর্তের জন্য বন্ধ করে দিতে যথেষ্ট। এমনে অনেক উঁচু ভবনের চূড়ায় উঠে নিউইয়র্ক শহরকে দেখলে মনে হবে কোন এক শিল্পির রঙে আকা এই শহর।

নিউ ইয়র্ককে বলা হয়ে থাকে ভোজন রসিকদের স্বপ্ন। এই শহরের অলিগলিতে রয়েছে হাজারো রেস্তোরাঁ। একেক রেস্তোরাঁয় একেক রকমের খাবারের পশরা। বিশ্বের সব দেশের বিখ্যাত খাবার খেতে পারবেন এখানে। পাওয়া যায় দেশ বিদেশের শত শত কুইজিন। বাবুচিরা সবসময়ই নতুন কিছু উদ্ভাবনের চেষ্টা করে চলেছেন। লোভনীয় এসব খাবারের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকলেও যেন কষ্টকর মনে হয় না।

যারা গানপিপাশু বিশেষ করে রেকর্ডেড গানের চেয়ে লাইভ গানের প্রতি বেশি অনুরাগী, তাদের মানাবাসনা পূর্ণ করতে নিউ ইয়র্কে সপ্তাহের সাতদিনই বসে শীর্ষস্থানীয় শিল্পী ও ব্যান্ডগুলোর লাইভ গানের আসর। ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন কিংবা ব্রুকলিনের বারক্লেস সেন্টার তো আছেই, এছাড়া রেডিও সিটি মিউজিক হুক, বেকন থিয়েটার, আরভিং প্লাজা, হ্যামারস্টেইন বলরুম, ওয়েস্টবার হল, উইলিয়ামসবার্গের ব্রুকলিন স্টিল কিংবা ফ্ল্যাটবশের কিংস থিয়েটারেও প্রায়ই জমে গানের জমেশ সব আয়োজন।

নিউইয়র্কের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যগুলো দেখতে কিংবা ছবি তুলতে ভালোবাসেন, তাহলে সেন্ট্রাল পার্কের মতো দারুণ জায়গা খুব কমই খুঁজে পাবেন। ম্যানহাটনের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত এই পার্কে আছে জন লেননের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ স্ট্রবেরি ফিল্ডস, আছে লুই ক্যারলের অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের রোঞ্জের ভাস্কর্য, আর পার্কের প্রাণকেন্দ্র আছে বেধেসড়া ফাউন্টেন অ্যান্ড টেরেসও। ১৮৫৮ সালে চালু হওয়া এই পার্কের নকশা তৈরি করেছিলেন ফ্রেডেরিক ল ওমস্টিড এবং কালভার্ট ভো। তারা ১৮৬৭ সালে চালু হওয়া ব্রুকলিনে প্রসপেক্ট পার্কেরও নকশা করেছিলেন। দুটি পার্কেই আছে চিড়িয়াখানা, হ্রদ, হাজার হাজার সবুজ গাছ, আর অনন্য চারণভূমি। দর্শনাধীরা চাইলে এই পার্ক দুটিতে এসে স্কেটিং করতে পারেন কিংবা হকিও খেলতে পারেন। তবে ছবি তোলার জন্য সেন্ট্রাল পার্কের চেয়ে ভালো জায়গা আর হতে পারেন না।

নিউ ইয়র্ক গিয়ে সবাই সবার আগে যে জায়গাটা ঘুরতে যায় সেটা হচ্ছে টাইমস স্কয়ার। হলিউড বা বলিউড মুভিতে এই জায়গাটি দেখা যায় হরহামেশাই। জায়গাটি সবসময়ই লোকে লোকারণ্য থাকে। পর্যটকরা নিউ ইয়র্ক এসে এই জায়গাতেই ভীড় করে সবচেয়ে বেশি। এটি মূলত ৪ রাস্তার মোড়ে একটি চত্বর যেটির আশেপাশের বহুতল দালানের দেয়ালে বিশাল বিশাল সাইজের অসংখ্য বিলবোর্ড ঝোলানো আছে। বিলবোর্ডগুলোতে সারা বছরজুড়ে বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডগুলোর বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। টাইমস স্কয়ার এ রাস্তার ওপর নানানরকম বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকে স্থানীয় এন্টারটেইনররা। পর্যটনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য গান, নাচ, মুকাভিনয়, ইত্যাদিতে মাতিয়ে রাখা পর্যটকদের। আমার জানা মতে টাইমস স্কয়ারের সাজসজ্জা সবচেয়ে সুন্দর লাগে নতুন বছর উদযাপনের সময়, যদিও সরাসরি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। নতুন বছর শুরু হয় বিখ্যাত “বল ড্রপ” ইভেন্ট দিয়ে। এছাড়াও নাকি ক্রিসমাস ও অন্যান্য বিশেষ দিনেও টাইমস স্কয়ার সাজে অপকূপ সাজে। আর বছরের যে কোন দিন রাত ১২টায় বিলবোর্ডগুলোতে প্রদর্শিত হয় মেন্ডার্ন পেইন্টিং ও আর্ট। টাইম স্কয়ারের এমন অপরূপ দৃশ্য আপনাকে নিউইয়র্কে নিয়ে আসতে বাধ্য করবে।

যদিও একেক জনের চোখে নিউইয়র্ক শহরের অনুভূতি একেক রকম হলেও আমার চোখে রাতের নিউইয়র্ক শহর সত্যিই মনোমুগ্ধকর। রাতের মনোরম নগরী দেখার অনুভূতি একেক রকম। বিশেষ করে রাতের ম্যানহাটন কিংবা বিভিন্ন অঞ্চলগুলো ঘুরে যাই দেখি শুক্র হয় বিখ্যাত “বল ড্রপ” ইভেন্ট দিয়ে। এছাড়াও নাকি ক্রিসমাস ও অন্যান্য বিশেষ দিনেও টাইমস স্কয়ার সাজে অপকূপ সাজে। আর বছরের যে কোন দিন রাত ১২টায় বিলবোর্ডগুলোতে প্রদর্শিত হয় মেন্ডার্ন পেইন্টিং ও আর্ট। টাইম স্কয়ারের এমন অপরূপ দৃশ্য আপনাকে নিউইয়র্কে নিয়ে আসতে বাধ্য করবে।

যদি সত্যিকারের ভ্রমণপিয়াসু হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই একটিবারের জন্য ঘুরে আসুন স্বপ্নের শহর নিউ ইয়র্ক।



রাতের ম্যানহাটন



নিজ দেশের জার্সি পরে টাইম স্কয়ারে

UP TO 10% Discount on Flight Booking



Special Fare Available
NEW YORK - DHAKA - NEW YORK

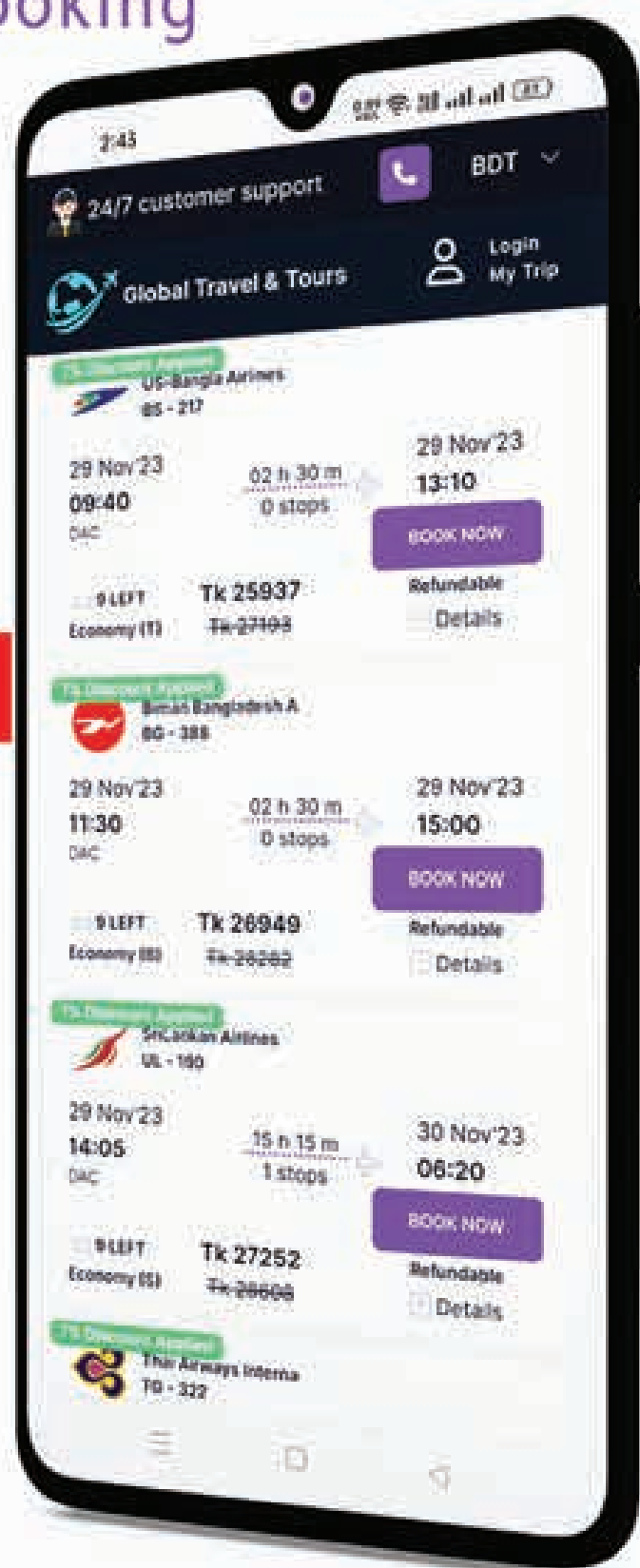


Book Online

www.globaltravelbd.com

- All domestic & international flights any country
- No extra charge for credit card
- No hidden charges
- 24/7 customer support

US: 718-406-9745
BD: 01810140650



World Tours & Travel

USA Office

37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA

Dhaka Office

78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoy Nagar, Dhaka- 1000

24/7 Hotline: 718-406-9745

কমিউনিটি অপ-এড

NYCHA বাসিন্দাদের স্বপ্ন পূরণের পথে মেয়র এরিক অ্যাডামস্

এইচ বি রিতা



এরিক অ্যাডামস্

অ্যাডামস্ প্রশাসন শহর জুড়ে আবাসন সংকট মোকাবেলা করার জন্য জরুরিভাবে কাজ করেছে, বিশেষ করে নিউইয়র্ক সিটি হাউজিং অথোরিটি (NYCHA) এর বাসিন্দাদের জন্য। অ্যাডামস্ মনে করেন, আমরা যদি বর্তমান নিয়ে উদ্বিগ্ন হই তাহলে ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করতে ব্যর্থ হবো।

৪ ডিসেম্বর সোমবার, কমিউনিটি: এড-এ মেয়র এরিক অ্যাডামস্ আবাসন সম্বন্ধ নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, 'নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের অ্যাক্সেস সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি। এটি এমন একটি বিষয় যা আমি ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারে না। আমার শৈশব কেটেছে গৃহহীন হওয়ার পথে। এমনও দিন ছিল যখন আমরা জানতাম না যে পরের রাতে আমরা কোথায় ঘুমাবো, তাই আমাকে জামাকাপড় ভর্তি ট্র্যাশ ব্যাগ ঝুলে নিয়ে যেতে হয়েছিল। কোন শিশু, আমার

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১



বাংলাদেশ এভিনিউয়ের নামফলক উন্মোচন

পেনসিলভেনিয়া

উত্তর আমেরিকা অফিস

পেনসিলভেনিয়ায় ফিলাডেলফিয়া সিটি সংলগ্ন মেলবোর্নে একটি রাস্তার নাম 'বাংলাদেশ এভিনিউ' করা হয়েছে। ৩ ডিসেম্বর রোববার দুপুরে বৃষ্টির মধ্যদিয়েও সর্বস্তরের প্রবাসীর অংশগ্রহণে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং এলাকার বিশিষ্টজনদের পাশে নিয়ে মেলবোর্নের মেয়র মাহবুবুল আলম তৈয়ব 'বাংলাদেশ এভিনিউ' নামফলক উন্মোচন করেন।

মেলবোর্নের এই সড়কটির নাম ছিল

সেলার এভিনিউ। এখন তা 'বাংলাদেশ এভিনিউ' তে পরিণত হলো। নামফলক উন্মোচনের আমেজে দেশের গান পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পীরা। জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী জলি দাসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যদিয়ে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসার সময় প্রায় সকলেই বাসায় রান্না করা খাবার নিয়ে আসেন। তা সকলে ভাগাভাগি করে উপভোগ করেন। করেন আনন্দ উদযাপন। মেয়র মাহবুবুল আলম তৈয়ব সিটির সকল কাউন্সিলম্যানের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

টক অব দ্য উইক

অ্যাসাইলাম, ভিসা ওয়েভার, পারিবারিক অভিবাসন নিয়ে সারোয়ার হোসাইন

সোহানা নাজনীন

'অভিবাসন' নিয়ে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। ট্র্যাভেল পারমিটের জন্য এখন ১১-১২ মাসের পরিবর্তে ৬-৭ মাস অপেক্ষা করতে হবে। সিটিজেনশিপের আবেদন এখন চারমাসে সম্পন্ন হচ্ছে। আবেদনকারীরা অনেকে ইংরেজিতে কথা বলতে ভয় পান, তথা মনে রাখতে পারেন না। তাদের জন্যে ইউএসসিআইএস এর একটা নির্দিষ্ট ফর্ম আছে যা ডাক্তারের মাধ্যমে পূরণ করে সুবিধা পেতে পারেন। সিটিজেনশিপের ফি না দিতে পারলে ওয়েভারের জন্যে আবেদন করতে পারেন। ওয়েভার পাবার পর পরীক্ষা ও ফি কোনটাই লাগবে না। আমেরিকার অভিবাসন নিয়ে ইন্টারনেটে ব্যাপক ইনফরমেশন লিঙ্ক আছে, যে কেও সেখান থেকে সমৃদ্ধ হতে পারেন।'-আমেরিকার অভিবাসন নিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন সারোয়ার হোসাইন।

গত ৩০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সম্প্রচার 'টক অব দ্য উইক' অনুষ্ঠানে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪



ঢাকার রিকশাচিত্র পেল ইউনেস্কোর স্বীকৃতি

ঢাকা ডেস্ক

'ঢাকা শহরের 'রিকশা ও রিকশাচিত্র' অধিবেশনে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। এবার জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

৬ ডিসেম্বর বুধবার ইউনেস্কোর

বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আন্তঃসরকার কমিটির ১৮তম অধিবেশনে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। ফলে রিকশা ও রিকশাচিত্র বৈশ্বিক বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পেল।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

খালিল'স ফুড
Khalil's Food
Khalil Biryani House ☎ 718-409-8860
Khalil Hot & Cold Food ☎ 404-444-8860
Khalil Pizzeria & Grill ☎ 718-409-8860
Khalil Supermarket ☎ 718-409-8860
1437 Underpass Rd, Bronx, NY 10462

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্ক বাক্সি ফল
নিউইয়র্ক বিশ্ব প্রকটাস
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

MOTIN
An Icon of Growth & Development
Sweets & Masala

বঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেক 917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

RE/MAX
Hashan Chowdhury
Realtor
Mobile: 301-675-1822
Office: 301-916-1400
Fax: 301-916-0282
সেবার: 301-675-1822
ফক্স: 301-916-1400
ফোন: 301-916-0282
Rashidchowdhury@gmail.com
12918 Westlawn Dr #300
Germantown, MD 20894

কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স কর্পোরেট ট্যাক্স সেলস ট্যাক্স
পেরোল বিজনেস সেটিংস
ইমিগ্রেশন সেটিংস
ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.
e-file
Income Tax Sales Tax Corporate Tax Partnership Tax Business setup Payroll (W2, 1099) All Immigration Services Accounting & Bookkeeping
MD SHORIFUL ISLAM
President & CEO
165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432
Tel: +1 (347) 251-9921, Email: hillside-tax31@gmail.com

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Chowdhury, CPA
Founder & CEO
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS, DOMESTIC & INTERNATIONAL
কম খরচে বাংলাদেশের বিশ্বের বেসকেন দেশে
সমস্ত জরুরি আত্মীয় দেশান্তর সেবা
718-206-3270, 646-322-1654
37-15, 73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
TOLL FREE 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
To Schedule Appointment Only.
গাড়ী এক্সিডেন্ট কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা স্লিপ এন্ড ফল
ট্রিপ এন্ড ফল হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য লেড পয়জনিং
IMMIGRATION
Law offices of Timothy Bompert 37-11 74 St, Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan & Long Island Office By Appointment Only
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC. Timothy Bompert is admitted in NY only

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

আপনি কি TLC লাইসেন্স নিতে চান?
আমরা আছি আপনার সাথে...
J1 Drivers Training
www.jamaicaonetrainers.com, Email: j1driverstraining@gmail.com
87-12 175th Street, Jamaica, NY 11432 (Corner of Hillside Ave)
74-09 37th Ave, Suite # 301, (3rd Floor) Jackson Heights, NY 11372
OTHER SERVICES:
Unlimited Classes, Practice Test, TLC Application, Fingerprint Appointment, Drug Test Information, 6 Hr. Defensive Driving Course
আপনার টিএলসি লাইসেন্স রিনিউ করছেন??
CALL US NOW
JAMAICA 718-206-9200
JACKSON HEIGHTS 718-433-9101